মতবাদ ও মীমাংসা

আবদুল কাদির

আমাদের কথা

বিংশ শতাব্দীকে সাধারণত ইজম্ বা মতবাদের যুগ বলা হয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করে নিজের খোশখেয়াল মত স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে সর্ব যুগেই। কিন্তু এই খেয়ালীপনাকে এক একটি আদর্শ বা মতবাদের লেবাস পরিয়ে তার ভিত্তিতে দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা বিংশ শতাব্দীতে যেমনটি ঘটছে তেমনটি পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। এই ইজম বা মতবাদ গড়ার একটি পর্যায়েই নাস্তিক্যবাদী মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটেছে দুনিয়াতে এবং নিপীড়িত মানবতার মুক্তির ছলে মানুষকে নাস্তিকতার মোহ-জালে আবদ্ধ করে তার ইহকাল পরকাল উভয় জগতের চরম ভোগান্তির ব্যবস্থা করার প্রয়াস চলছে। নাস্তিক্যবাদের এই বিভ্রান্তিকর পথ পরিক্রমায় সচেতনভাবে না হলেও অসচেতন বা পরোক্ষভাবে মদদ যুগিয়েছে দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মের বিকৃত-রূপের এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ পথভ্রষ্ট প্রবক্তা। আল্লাহ্‌র প্রেরিত তৌহিদী হেদায়েতের ধারাকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে যুগে যুগে বিকৃত করেছে এক শ্রেণীর ধর্মীয় পুরোহিত, যারা আল্লাহ্‌র পাঠানো শাশ্বত দীনকে অসংখ্য কল্পিত ধর্মে বিভক্ত করে বিশ্বমানবতাকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করার ইবলিসী প্রয়াসে যুগিয়েছে সহ-যোগিতা। প্রকাশ্যে ধর্মবিরোধী এবং ধর্মের লেবাসধারী এসব তৌহিদবিরোধী প্রচেষ্টার স্বরূপ যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে উদঘাটন করে আল্লাহ্‌র শাশ্বত দীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য সব বস্তুবাদী ও ধর্মের লেবাসধারী ধর্মবিরোধী মতবাদের

www.pathagar.com

অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরবার লক্ষ্যে লেখক দীর্ঘদিন ধরে গবেষণায় নিয়োজিত থেকেছেন এবং অবশেষে তাঁর দীর্ঘ দিনের গবেষণার ধন তিনি সুধী পাঠক সমাজের জন্য তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। বর্তমান যুগ পরিবেশের জন্য এই গ্রন্থখানি এজন্যই অতীব মূল্যবান বিবেচিত হবে।

জাতিকে এমনি একখানি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেবার জন্য লেখক মুবারকবাদ পাবার দাবীদার। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বেই এই গবেষক লেখক এ পার্থিব জীবনের মায়া ত্যাগ করে চিরতরে অন্য জগতে চলে গেছেন। আজ এই গ্রন্থ প্রকাশনার প্রাক্কালে লেখকের জীবৎকালে এই গ্রন্থ প্রকাশ আমাদের অক্ষমতার কথা স্মরণ করে আমরা গভীর বেদনা অনুভব করছি এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
বাংলাদেশ ।। ২৮. ১২. ৮৬

অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

বিষয়-সূচী

সূচনা	১
বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন	১০
আর্য ধর্ম—সনাতন ধর্ম—হিন্দু ধর্ম	২৬
কুরআনের দর্পণে ইসলাম—কিছু তথ্য ও তত্ত্ব	৭৮
তাওরাত—মূসা—ইস্‌রাইল (য়াহূদী) পর্যায়	১৪৬
ইসরাইল তথা য়াহূদী জাতির অভিশপ্ত কাহিনীর মানচিত্র	১৯৩
খৃস্ট ও খৃস্টধর্ম-তত্ত্ব	২০১
পরিশেষে	২২৬
গ্রন্থপঞ্জী	২২৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মতবাদ ও মীমাংসা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচনা

বর্তমান পৃথিবীর মানবমণ্ডলী বহুবিধ সমস্যার ভারে পীড়িত ও জর্জরিত। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের সার্বিক শান্তি আজ শাব্দিক অর্থেই হুমকির এমনকি বিলুপ্তির সম্মুখীন। সমস্যাসমূহের গভীরতা ও ইহার ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করিলে মানবতা ও শান্তিবাদী যে কেউ উৎকণ্ঠিত না হইয়া পারেন না। কিন্তু এই জটিলতার গ্রন্থি মোচন করিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপে কাজ শুরু করিতে হইবে। সঠিক স্থানে নির্ভুলভাবে আঘাত করিতে পারিলে অনিবার্য সফলতার পথে কোনো বাধাই টিকিবে না। কিন্তু আগে বাছাই করিয়া নিতে হইবে বা চিহ্নিত করিতে হইবে—"আমাদের মূল সমস্যা বা সমস্যার মূল কি এবং কোথায় বর্ণ বা জাতিভেদ সমস্যা? শিল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলির বৈষম্য? আণবিক অস্ত্র? জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য সমস্যা? না—না। উপরিউক্ত ব্যাপারগুলি গুরুতর সমস্যা নিশ্চয়। কিন্তু নিশ্চয়ই মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা হইল নাস্তিকতাবাদ স্রষ্টা বা আল্লাহ্‌কে মানুষের মন-মানসিকতা হইতে বিতাড়নের কার্যকলাপ নয় কি? প্রতিটি আস্তিকের নিকট আজ ইহাই জিজ্ঞাস্য।

বস্তুবাদের সুবাদে বর্তমান দুনিয়ায় মানব জাতি সরাসরি দুইটি মতবাদে বিভক্ত। নাস্তিকবাদ ও আস্তিকবাদ। নাস্তিকতাবাদ তত্ত্বের আওতায় অবিশ্বাসিগণ সক্রিয় ও সংঘবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও প্রচার কৌশলের মাধ্যমে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। আর আস্তিক তথা সৃষ্টিতে পরম শক্তির সর্বময় প্রভুত্বে বিশ্বাসিগণ বিভিন্ন দল, মতবাদ ও চিন্তাধারায় বিভক্ত। ফলে সত্যের আলো ক্ষীয়মান, আর মানব সমাজের বিরাট এক অংশ দিগভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। সমস্যার মূল এইখানেই নিহিত। স্রষ্টায় বিশ্বাসীদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই।

প্রথমেই সংঘবদ্ধ নাস্তিকতাবাদীদের তত্ত্ব বা দর্শন এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে এই মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সহজবোধ্য ধারণা সৃষ্টির জন্য খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

www.pathagar.com

"বর্তমান দুনিয়া কমবেশী বস্তুবাদ তত্ত্বের সহিত পরিচিত। পুরাতন বস্তুবাদের পরবর্তী সংশোধন যান্ত্রিক বস্তুবাদই এক্ষণে বিজ্ঞান তথা মার্কস এঙ্গেল্‌সের তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক দর্শনের সূত্র অবলম্বনে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ) তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত। এই তত্ত্ব আবার কার্যকারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কার্যকারণ নিয়ম বলিতে বুঝায়, কোন বাস্তব ঘটনা প্রবাহের অস্তিত্ব—তাহার পূর্বের এক অনুকূল ঘটনারই ফল। অণু-পরমাণু হইতে মহাবিশ্বের সব কিছুই এই নিয়মের আওতায় গতিশীল এবং সদা পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষয় ও বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহার জন্য কোনো সর্বময় প্রভু বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বা ইচ্ছার প্রয়োজন বা মূল্য নাই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (শক্তিশালী অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রও ধর্তব্য) তাহাই বস্তু। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের মূলস্বরূপ, যাহা স্থান জুড়িয়া থাকে, অথবা যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব ও চাপ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা আছে এবং যাহার গতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝা যায়, তাহাই বস্তু। বস্তু জগৎ ছাড়া কোনো অদৃশ্য জগৎ, অবিনশ্বর আত্মা, নিরাকার স্রষ্টা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত কোন অদৃশ্য শক্তির পরিচালন পদ্ধতির, সূক্ষ্ম জগৎ বা পরকালের কল্পনা—ইত্যাদি উদ্ভট, যুক্তিহীন, ভ্রান্ত ও ভাববাদীদের অলস মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র। এক কথায় যে মতবাদ শুধু প্রকৃতিকে (জড়-চেতন জগৎ) মূল বলিয়া স্বীকার করে তাহাই বস্তুবাদ। আর এই প্রকৃতির জগতে বস্তুর ভিতরে বিরোধী স্বভাবের দ্বন্দ্বের ফলে বা বিরোধীর সমাগমে এক নূতন তৃতীয় বস্তু বা শক্তির উদ্ভব (বিকাশ) ঘটে—ইহাই বস্তুতে দ্বন্দ্ববাদ।"

বস্তুবাদীদের মতে, "প্রতিনিয়ত প্রতিটি বস্তুতে বিরোধী সমাগম বা স্বভাবের ফলে যেমন একটি নূতন বস্তু বা শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, ঠিক তেমনি মানব সমাজে শোষক ও শোষিতের মধ্যে নিয়ত বিরাজমান শ্রেণী সংগ্রামের ফলে নূতন একটি শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভব ঘটিতে থাকিবে—যতদিন না পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠে। এই-ভাবে রাষ্ট্র ও জাতীয়তাই শুধু লুপ্ত হইবে না, বরঞ্চ এইরূপ সমাজ ব্যবস্থার আওতায় মানুষ স্রষ্টা বা আল্লাহ্‌র দাসত্ব হইতে, ধর্মের অনুশাসন হইতে মুক্ত হইয়া দ্রুত বিকাশের পথে আগাইয়া যাইবে। কারণ ধর্ম হইল যুগ-যুগান্তরের শোষণের হাতিয়ার। আল্লাহ্‌ ও ধর্ম-বিশ্বাসই শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব কায়েম রাখিয়াছে। ধর্ম শোষিত জনগণের জন্য আফিমের নেশার মত। আত্মা বা পরকাল বলিয়া কিছু নাই। অসংখ্য সজীব সেল

www.pathagar.com

বা জীবকোষের সমষ্টি জীবদেহে চেতনা বা মন নামক এক শক্তির উন্মেষ ঘটে বা জন্ম দেয়, যাহা চিন্তা, স্মরণ, ভয়, মৈথুন ইত্যাদি স্বভাবের মূল। মানুষ অবশ্য জীব-জগতের ক্রম বিকাশের ফলে উন্নত জীবদেহ ও মনের অধিকারী হইতে পারিয়াছে। শরীরের মৃত্যুর এক পর্যায়ে মনের কার্যকারিতা বা অস্তিত্ব লোপ পায়।"

"মানব সমাজক্ষেত্রে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের নামই সাম্যবাদ বা কমিউনিজম। শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ বা ইহার প্রতিষ্ঠা ঘটিবে বা ঘটাইতে হইবে একটি প্রাথমিক পদ্ধতির মাধ্যমে। শোষক শ্রেণীকে হটাইয়া বা বিলুপ্ত করিয়া শোষিত শ্রেণী রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করিবে। এইরূপ একটি মাত্র শ্রেণীর একদলীয় রাজনৈতিক ও সার্বিক রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজম। তারপর এক অব্যাহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটিমাত্র শ্রেণীর একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা বা কমিউনিজম (সাম্যবাদ) কায়েম হইবে।"

অতি সংক্ষেপে নাস্তিকতাবাদের এই বর্ণনায় অনেক কিছুই উল্লেখ করা না গেলেও তত্ত্ব এবং উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল। আস্তিকতাবাদের মধ্যে কোন ধর্ম বর্তমান যুক্তিবাদী দুনিয়ার বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে সার্থকভাবে কমিউনিজমের মুকাবিলা করিতে পারে—এই আলোচনার সূত্রপাত করিবার পূর্বে আরও কিছু বক্তব্য পেশ করিতে চাই।

দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের তত্ত্বটিতে সারবস্তু যাহাই থাকুক না কেন, বোধ হয় মূলগত একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। জড় চেতন জগতে প্রতিটি বস্তুতে বিরোধী স্বভাবের ফলে যে গুণাত্মক পরিবর্তন হয়, তাহাই প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের বা বিভিন্ন শ্রেণীর উন্মেষ ঘটায়। চেতন জগতের প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে তাই আকারে, স্বভাবে, স্থায়িত্বে, বুদ্ধি প্রয়োগে, জীবন-সংগ্রামে শ্রেণীভেদ ও রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধে তারতম্য দেখিতে পাই। বস্তুবাদীর উত্তর হাতের কাছেই এই সবের মূলে কার্যকারণ নিয়ম নিয়ম, তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু বা বস্তু কণিকায় বিরোধী স্বভাব থাকার ফলেই সৃষ্টির গতি বা বিকাশের পথ খোলা রহিয়াছে। উত্তম কথা। তাহা হইলে এই বিরোধী স্বভাব লুপ্ত হওয়ার অর্থ সৃষ্টির গতি বা বিকাশ থামিয়া যাওয়া—শরীর ও তৎসহ মনের মৃত্যু বা অবলুপ্তি—সমস্ত সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ

www.pathagar.com

পদার্থের একটিমাত্র মহাবস্তু পণ্ডিতে পরিণত হওয়া। আমরা সবাই আশা করি যে, সেই ভয়াবহ দিন সুদূর পরাহত হউক। আর এমতাবস্থায় শ্রেণীহীন যান্ত্রিক বা রোবট মানব সমাজ গঠনে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের তত্ত্বটির ব্যবহারিক প্রয়োগের অবস্থা কি দাঁড়াইবে?

ধর্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তায় এবং সৃষ্টিতে তাহার পরিচালন পদ্ধতিতে ও সর্বময় প্রভুত্বে বিশ্বাসী মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে আদিকাল হইতেই ধর্মের সহিত অধর্মের, ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, নীতির সহিত দুর্নীতির, বিশ্বাসের সহিত অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল, আছে এবং কমবেশী থাকিবে—যেমন আলো ও অন্ধকার। পৃথিবীর তথা সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকিবে। এই দ্বন্দ্বের বিলুপ্তি-কালীন অবস্থা সৃষ্টির বা স্রষ্টার এক গূঢ় রহস্য। তবে হ্যাঁ, সত্য পথ-ধারীদের অবিরত প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে, যাহাতে অধর্মাচারীর ও অত্যাচারীর সংখ্যা মানব কল্যাণে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসে। পুঁজি-বাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী তথা নাস্তিকতাবাদীর সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পরে উল্লেখ করা হইবে।

কার্যকারণ নিয়ম ও বস্তুবাদে যে বিজ্ঞানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, এক্ষণে সেই বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ও মহাশূন্য বিজ্ঞানের কার্যকলাপ আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

পদার্থবিদ ও মহাশূন্য বিজ্ঞানীদের অবিরত উন্নত হইতে উন্নততর পদ্ধ-তিতে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ফলে পরমাণুর ইলেকট্রন কণিকা বা তরঙ্গ (ক্ষুদ্রতম বাস্তব পদার্থ) হইতে মহাশূন্য ও মহাকাশের জটিল রহস্য উদ্‌ঘা-টনের নব নব সূত্র ঊনবিংশ ও পূর্ব শতাব্দীসমূহের ধ্যান-ধারণা অনেকাংশে পাল্টাইয়া দিতেছে। নিউট্রনের সুবিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এখন মহাজাগতিক আকর্ষণ, তড়িৎ-চুম্বক শক্তি ইত্যাদি তত্ত্বের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়-বস্তু। সৃষ্টি রহস্যের এক একটি জটিল তত্ত্ব বা রহস্যের গ্রন্থি মোচন করিতে গিয়া বিজ্ঞানিগণ আরও জটিলতর অস্পষ্ট—অজানা রহস্যের সম্মুখীন হইতেছেন। ছায়াপথ—নীহারিকাপুঞ্জের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দুইশত কোটি হইতে চারিশত কোটি আলোকবর্ষের দূরত্বেও (আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটি ১৮৬২৮৪ মাইল) নক্ষত্রলোকের অস্তিত্ব এবং ঐগুলির

www.pathagar.com

অবিশ্বাস্য তীব্রগতিতে অনন্তলোকে সরিয়া যাওয়া (কবে হইতে শুরু হইয়াছে ?), উপরন্তু ইহারও অন্তরালবর্তী আরও বিপুল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের তথ্যে বিরাট মহাসৃষ্টির সীমা নির্ধারণে বিজ্ঞানীদের অসহায় ব্যর্থতায় আমরা এইটুকু জোর দিয়া বলিতে পারি যে, মহাজগতে আমাদের পৃথিবী যেন মরুভূমিতে একটি ক্ষুদ্র বালুকণা। আর এই বিপুল সৃষ্টির জড় ও চেতন জগতকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কার্যকারণ নিয়ম ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের মাপকাঠিতেই শুধু বিচার বিশ্লেষণ করিতে চাই। কিন্তু খোদ বিজ্ঞানই এই তত্ত্বের মাথায় হাতুড়ি মারিয়াছে।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তথ্য পুরাতন বিজ্ঞানের দুইটি প্রধান সূত্র কার্যকারণ সম্বন্ধ ও ইহার নিশ্চয়তা বা নির্দিষ্টকরণ বাতিল করিয়াছে। প্রকৃতিতে তথা পরমাণুর অভ্যন্তরে বিজ্ঞানের ভাষায় ক্ষুদ্রতম বাস্তব পদার্থ ইলেকট্রন কণিকা বা তরঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছা ও অনিশ্চয়তা বর্তমান। এইজন্যই নাকি ইলেকট্রনের গতিবেগ ও অবস্থান একই সময়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্পূর্ণভাবে ও চিরদিনের জন্য অসম্ভব। এমন কি পর্যবেক্ষণ করিতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বস্তু কণিকা বা তরঙ্গের ক্রিয়া কৌশল পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়। জার্মান পদার্থবিদ হাইসেনবার্গের মতে, "পদার্থের আদি প্রকৃতি হইতেই এই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি।" কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বাস্তব সত্যের অস্তিত্ব, এই দুইয়ের ভিতর বাধা প্রায় অনতিক্রমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই বাস্তব সত্যের (অদৃশ্য রহস্যময় পরিচালনা শক্তি) সন্ধানকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করিয়া মহাবিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইন পরমাণুর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ করিয়া মহাবিশ্বের নক্ষত্র জগৎ ও তাহাদের অন্তরালবর্তী মহাকালের গভীরতার দিকে নজর দিয়াছেন।

তাই আমরা বলিতে পারি জ্ঞানের অন্তসীমা নির্দেশ করে কোয়ান্টাম তথ্য, আর বহিঃসীমা নির্দেশ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। আজ কার্যকারণ নিয়ম ও বস্তুবাদকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞান আগাইয়া চলিয়াছে। মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তির রহস্য, স্থান-কাল-মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠন সম্পর্কে বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব, মহাবিশ্বের চারিমাত্রিক বিস্তৃতি একীভূত ক্ষেত্র তথ্য ইত্যাদি জটিল তথ্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনে আইনস্টাইনের উত্তরসূরিরা অক্লান্ত গবেষণায় রত। এইসব জটিল সৃষ্টি রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন করিতে গিয়া ক্রমবিকশিত বিজ্ঞান

www.pathagar.com

আরও অজানা জটিলতর রহস্যের আবর্তনে হয়ত নিপতিত হইবে; যাহার পরিমাপ করা মানুষের চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

"পরমাণু গঠনের পূর্ব ইতিহাস, জড় ও চেতন বস্তুর ভিতরের কর্মশক্তির উৎস, মহাজাগতিক অদৃশ্য রশ্মি ও ইহার রহস্যময় কার্য পদ্ধতি, মহাশূন্যের সর্বত্র পদার্থের রহস্যপূর্ণ অবস্থিতির কারণ"—অনাগত ভবিষ্যতে এইসব তথ্যের ইংগিতমাত্র লাভ করিলেও মেধা, চিন্তা ও যুক্তিতে মানব জাতির যোগ্য প্রতিনিধি মহাবিজ্ঞানিগণের এই ধারণাই আরও দৃঢ় হইবে যে, এক অদৃশ্য শক্তিই এই বিশ্ব প্রকৃতির অজানা, রহস্যাবৃত পরিচালন পদ্ধতির নিয়ামক। সৃষ্টির শুরু এবং সৃষ্টির শেষ সম্বন্ধে বিজ্ঞানিগণ অনুমান-নির্ভর তথ্যের কাল্পনিক বর্ণনা যথার্থভাবেই ত্যাগ করিয়াছেন। সত্য-সন্ধানী বিজ্ঞানী ও একমাত্র পরম প্রভুর দিকে ধাবিত সত্য ধর্ম দিশারী একদিন বিশ্বমানবমণ্ডলীকে যুগ্মভাবে উপহার দিবে 'বৈজ্ঞানিক দর্শন।' বস্তুত সত্য ধর্ম ও বিজ্ঞানে কোনকালেই মতভেদ ছিল না। কারণ বিজ্ঞান ও সত্য ধর্ম-দর্শন একে অপরের পরিপূরক। যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টি পাথরেই উভয়ের সত্যতা যাচাই হয়। এই কষ্টি পাথরটির অভাবেই আমরা নানা ধর্ম-মত-দল-গোত্রে বিভক্ত। কারণ কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তাহা যাচাই করার দিকদর্শন যন্ত্র ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত নই।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—'যে অনন্ত ঊর্ধ্বতম আত্মা আমাদের ভংগুর ও দুর্বল চেতনার কাছে অতি সামান্য মাত্রায় নিজেকে বিকশিত করিয়া থাকেন, বিনীতভাবে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তার প্রশংসা করাই আমার ধর্ম। সমগ্র বিশ্বচরাচরে প্রকাশিত সর্বোচ্চ বিচার শক্তি-সম্পন্ন সেই আত্মার অস্তিত্বের প্রতি গভীর আবেগপূর্ণ বিশ্বাসই বিশ্ব নিয়ন্তার সম্পর্কে আমার ধারণার ভিত্তি।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—'সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে গভীর যে মনোভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সম্ভব, তাহা হইল অতীন্দ্রিয়ের মনোভাব। সমস্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানের এই হইল উৎস যাহার কাছে এই মনোভাব অপরিচিত, যে ভাবাবেগে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয় না, সে মৃতের সমান। আমাদের জ্ঞানের অতীত সত্যই যে কিছু আছে, যাহা চরম জ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হয়, যাহা সর্বাপেক্ষা আনন্দোজ্জ্বল ও সুন্দর, আমাদের সমস্ত জ্ঞান দিয়াও নির্বোধের মত যার অতি অসংস্কৃত রূপমাত্র

www.pathagar.com

উপলব্ধি করিতে পারি, এই বিশ্বাস এবং এই জ্ঞানই সমস্ত সত্য ধর্মের মূল।'

এই পর্যন্ত আলোচনায় বোঝা গেল যে, বিজ্ঞানের সূত্রের উপর দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই বিজ্ঞানেরই উন্নততর সূত্র পরবর্তীকালে কার্যকারণ নিয়মসহ বস্তুবাদ দর্শনের পরিপন্থী মতবাদ উপস্থাপন করিয়াছে। ধর্মীয় চেতনাবোধ দ্বারা এই সর্বনাশা মতবাদের মুকাবিলা করিবার জন্য এখনও প্রচলিত প্রধান ধর্মীয় মতবাদগুলির এবং ধর্মীয় গ্রন্থগুলির কোনটিই বর্জন বা গ্রহণ করিবার প্রসংগ আলোচিত হয় নাই। তবুও মহাবিশ্বের ত্রুটিহীন সৃষ্টি ও পরিচালনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে তুলনামূলক-ভাবে ইসলামী ধর্মগ্রন্থ কুরআনের একটি বাণী অধিকতর বাস্তব, যুক্তি-ভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত মনে হওয়ায় উল্লেখ করা হইল।

"যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সুসমঞ্জসভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি করুণাময়ের এই সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না; অতএব তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়া লও কোন ত্রুটি তোমার দৃষ্টি-গোচর হয় কিনা।"

"আর পুনঃপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ—দৃষ্টি অপমানিত ও অক্ষম হইয়া তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিবে।"

চৌদ্দশত বৎসর আগে নিরক্ষর, তৎকালীন বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্কহীন, এক মরুবাসীর (নবী মুহাম্মদ) মাধ্যমে সুশৃংখল, সামঞ্জস্যশীল বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহা যুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অকাট্য। এইরূপ সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গীতে সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা আজও অনন্য তুলনাহীন। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় যে মহাজাগতিক অনন্ত রহস্যের কথা বলা হইয়াছে—বিগত কয়েক শত বৎসর যাবত বিজ্ঞানীরা বিরাট আয়োজন পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ দ্বারা অসহায়ভাবে উপরিউক্ত বাণীর সত্যতার পক্ষেই প্রমাণ রাখিয়াছেন। বাণীর দ্বিতীয় অংশে দৃষ্টিকে নিজের দিকে ফিরাইবার কথা বলা হইয়াছে। সত্য বটে—সুদূর নক্ষত্রগুলো বা ইলেক্ট্রন কণিকার চেয়েও আজব সৃষ্টি মানুষ নিজে। মানুষ তাহার দেহের জৈব-রহস্য সম্বন্ধে কতটুকু জানে? বিজ্ঞানী, দেহবিজ্ঞানী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানী সবাই একযোগে উত্তর দিবেন, 'জানিবার চেষ্টা করিতেছি।" একজন ঘুমন্ত মানুষের জাগিয়া উঠিবার সঠিক সময় নির্ধারণ করিতে পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যর্থ। আমাদের কার্যকারণ নিয়মবাদী তথা বস্তুবাদিগণ কি বলিবেন?

www.pathagar.com

বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া দেশ শতাধিক লোকের কাঁধে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কমিউনিজমে উত্তরণের প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের জোঁয়াল চাপিয়া আছে। যাহাতে সমাজতন্ত্র হইতে পথভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্য সবাইকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, চিন্তা ও ভাব-ধারায় সাবিকভাবে বস্তুবাদী ছাঁচে গড়িয়া তোলা হইতেছে। সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় তথা সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বাসিত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোটগুলির বাইরেও সুকৌশলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী অব্যাহত আছে। তাহাদের তাত্ত্বিকভাবে মুকাবিলা করার কর্মকাণ্ড নিষ্ক্রিয় করার তাহাদের মতবাদ হইতে সমাজ ও মানবতাকে রক্ষা করার সর্বোপরি খোদ বস্তুবাদীদের মন ও মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটাইবার দায়িত্ব বর্তায় কাহাদের উপর? নিঃসন্দেহে আস্তিক তথা ধর্মবিশ্বাসীদের উপর। কিন্তু শুরুতেই বলা হইয়াছে আস্তিকগণ নানা ধর্মীয় মতবাদে বিভক্ত। মতবাদের মতভেদ এত ব্যাপক যে, সম্মিলিত কর্মপন্থা বা উদ্যোগ গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই অনিবার্যভাবেই আসে বাছাইয়ের প্রশ্ন। এই সরাসরি মুকাবিলায় সার্থকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে কোন্ ধর্মমত?

১. যে ধর্ম বাস্তব, যুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বকালোপযোগী।

২. যে ধর্মে একটি সুষম সমাজ ব্যবস্থার বিধান আছে এবং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য বৈরাগ্য নয়—কর্মে বিশ্বাস করে।

৩. যে ধর্মে বর্ণ, গোত্র ও জাতিভেদ নাই এবং সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৃষ্টির কল্যাণের সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে।

৪. যে ধর্ম একমাত্র এমন স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে যিনি সৃষ্টির আগেও ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও পরিচালকের হাতেই কর্মফল অনুযায়ী বিধানের দায়িত্ব। তিনি এক—একক এবং অবিভাজ্য। তিনি এমন প্রভু, সৃষ্ট জগৎ ছাড়াই পূর্ণ বিধায় সৃষ্টির কোন কিছুই তাহার অংশ নয়। এইভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সহিত সূক্ষ্ম একটি ব্যবধান রহিয়াছে।

৫. বিশ্ব জগতের একমাত্র উপাস্য এই প্রভুর কোন অংশীদার নাই, নাই কোন সহযোগী। তাহার নির্দিষ্ট কোন আকার নাই।

www.pathagar.com

তিনি কাহারও পিতা বা সন্তান নহেন। তিনি নর বা নারী নহেন—এবং তাঁহার মনুষ্যরূপী কোন অবতার নাই। যুগে যুগে আবির্ভূত সুপথ প্রদর্শনকারিগণ তাঁহার প্রেরিত পুরুষমাত্র।

৬. উপরিউক্ত মৌলিক বিশ্বাস এবং তথ্যের সমর্থনে সেই মনোনীত ধর্মের সর্বকালের সমস্ত মানবমণ্ডলীর জন্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন একটিমাত্র সঠিক পথনির্দেশক ধর্মগ্রন্থ থাকিতে হইবে, যাহা তুলনার, যুক্তির, বিজ্ঞান ও দর্শনের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠতম।

উপরিউক্ত মৌলিক শর্তসমূহ যে ধর্মীয় মতবাদ পূরণ করে, তাহাদের উপর নাস্তিকতাবাদের মুকাবিলার সাথে আরও একটি দায়িত্ব বর্তায়। তাহা হইল অগ্রহণযোগ্য; যুক্তিহীন ও অবাস্তব ধর্মীয় মতবাদের বিভ্রান্ত অনুসারীদের সেই সত্যধর্মের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান করা।

উপরিউক্ত শর্তসমূহের আলোকে পর্যালোচনার জন্য বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্মীয় মতামতসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ, সনাতন (হিন্দু ধর্ম), ইসলাম, য়াহূদী ও খ্রীস্ট ধর্মকে বাছিয়া নেওয়া হইল। আলোচনা আলোচ্য ধর্মমতগুলির প্রধানত তথ্য ও তাত্ত্বিক দিকটিই তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, এই পুস্তকে বর্ণিত কোন বিশেষ মানব-মানবীর নামের পূর্বে বা পরে সম্মানসূচক বিশেষণ এবং সর্বনামে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় নাই।

www.pathagar.com

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন

আড়াই হাজার বৎসর আগের কথা। উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তে আর্যগণ তখন জাতি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আদিবাসী দ্রাবিড় ও অনার্যগণ পর্যুদস্ত, দক্ষিণ ভারতে বিতাড়িত অথবা আর্য সমাজের নব প্রবর্তিত বর্ণবাদের শ্রেণী বিভাগের নিম্নতম পর্যায়ে সেবাদাস বা অস্পৃশ্য শূদ্র নামে মানবেতর জীবন-বিধানের শৃংখলে আবদ্ধ। উপনিষদ ও পুরাণ, উপ-পুরাণের কল্যাণে আর্য তথা সনাতন ধর্ম অসংখ্য দেব-দেবীবাদ ও নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত। সারা উত্তর ভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত। ঐ সময় নেপালের দক্ষিণে তারাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক শাক্যবংশের ক্ষত্রিয় শুদ্ধোধনের পুত্র রাজকুমার গৌতম ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে ফেলিয়া একবস্ত্রে গৃহ ত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য—মানব জাতিকে রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যুজনিত দুঃখের কবল হইতে মুক্ত করার সৃষ্টি রহস্য জ্ঞান লাভ করা। প্রায় ছয় বৎসর কাল সাধু-সজ্জন সংসর্গে বিভিন্ন নগরে, লোকালয়ে ঘুরিয়া অবশেষে অতৃপ্ত ও অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়া গয়ায় এক বোধিদ্রুম (অশ্বত্থ) বৃক্ষতলে গভীরভাবে ধ্যানস্থ হইলেন। এইভাবে পরমার্থ সত্য বা জ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত হইয়া তিনি রোগ, বার্ধক্য, মৃত্যুর কারণ এবং এই দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তির সন্ধান পাইলেন। গৌতম হইলেন 'বুদ্ধ' বা পরমার্থ জ্ঞানী। বৌদ্ধ মতবাদের ত্রি-রত্ন ঃ

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি,"

দলে দলে মানুষ শাক্য-সিংহের আহ্বানে ছুটিয়া আসিল সারা আর্যাবর্তে সংঘারাম (বৌদ্ধ মঠ বা বিহার) গঠিত হইতে লাগিল। 'মহাপুরুষগণ স্বদেশে সমাদৃত হন না—বুদ্ধের বেলায় এই প্রবাদের সত্যতা পাওয়া গেল না। অবিরাম পঁয়তাল্লিশ বৎসর ভ্রমণ-প্রচার-দীক্ষা-শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধ তৎ-কালীন বর্ণবাদ ও দেবদেবীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। পর্যুদস্ত আর্যধর্ম বুদ্ধের প্রভাবকে খর্ব করিতে ব্যর্থ হইয়া

www.pathagar.com

তৎকালে রচিত পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থে তাহাকে ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া উল্লেখপূর্বক দলে টানিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কিন্তু বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণুর অস্তিত্বকেই স্বীকার করেন নাই। তথাপি তিনি পুরাণ মতে বিষ্ণুর নবম অবতার হইয়া রহিলেন।

বুদ্ধ ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর ইতিহাস খ্যাত পীথা গোরাস, 'লাও-সে; কন্‌ফিউসিয়াস, মহাবীর জৈন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সমসাময়িক। বুদ্ধের ধর্মমত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারত হইতে দেব-দেবীদের পূজা-আচার, অনুষ্ঠান,-বর্ণবাদ প্রায় নির্মূল করিতে সমর্থ হইলেও, পরবর্তীকালে দেব-দেবীর পূজার উৎস ব্রাহ্মণ্যবাদ আর্যাবর্ত হইতে বৌদ্ধদের প্রভাব একেবারে খর্ব করিয়া দেয়। বৌদ্ধধর্ম উহার পাদপীঠ ভারত হইতে প্রায় উৎখাত হইলেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে অদ্যাপি তাহার সংখ্যাগুরু জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

বুদ্ধের সমসাময়িককালে দুনিয়াতে এক বিধাতার অর্থাৎ একত্ববাদের বিশ্বাসের উপর ধর্মের প্রভাব ছিল খুবই ক্ষীণ। তৎকালীন উন্নত জাতি-সমূহের মধ্যে মিসর ও জাপান ছিল সূর্য পূজারী। আসিরিয়ান, ব্যবীলনি-য়ানে, গ্রীক, রোমানগণ ছিল নানা দেবদেবীর মূর্তি উপাসক। পারসিকগণের আরাধ্য ছিল অগ্নি। চীনের তাও ধর্মমতও ছিল অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্মের মত। অন্যান্য অনেকে প্রাকৃতিক শক্তি, গাছ-পাথর, পর্বত-সমুদ্র ইত্যাদি অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক নির্দিষ্ট আরাধ্য বস্তু বা কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা করিত। আর আলোচ্য বৌদ্ধ ধর্মও কর্মবিমুখতা ও সন্ন্যাস ধর্ম; উপরন্তু আত্মা ও পরমাত্মায় অবিশ্বাসী।

বুদ্ধের ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. অনাত্মবাদ—দেহের মধ্যে স্বতন্ত্র, চিরন্তন, শাশ্বত, দেহাতীত আত্মা বলিয়া কিছু নাই। চেতন, সজীব দেহই মূল সত্য। বিরূপ কর্মকাণ্ডের জন্য জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে বারবার বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন আকারে দেহের উৎপত্তি হইতে থাকে। ফলে দুঃখময় সংসারে ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু যন্ত্রণাসহ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।

২. নিরীশ্বরবাদ—প্রতিনিয়ত অনিত্য ও পরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের অবিনশ্বর ও চিরঞ্জীব কোন সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী বা পরিচালক নাই।

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তাই যখন অস্বীকৃত, তখন দেবদেবিগণের কার্যকলাপ ও দেবলোকের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই বলা যায় যে, বুদ্ধ এই বিশ্বজগতের বস্তুর ভিতরে বা বাহিরে কোনও নিত্য, ধ্রুব বা শাশ্বত কোন তত্ত্বকে স্বীকার করেন না। সৃষ্টিতে অবিরাম উৎপত্তি আর বিনাশের সংঘর্ষে যে অনিত্যতা, উহাকেই বুদ্ধ স্বীকার করেন। কিন্তু এই অবিরাম সৃষ্টি ও বিনাশের কোন গোপন উৎস বা পরিচালক নাই। ইহাই বুদ্ধের দর্শন।

৩. **জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ-ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভের উপায়**—'সংসারের যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সংঘ-বিহার বা বৌদ্ধমঠে শ্রমণ বা ভিক্ষু হিসাবে ব্রহ্মচার্য অবলম্বনপূর্বক অবস্থান। তৎপর অহিংসা, সর্বজীবে প্রেম, দয়া, সেবা, শিক্ষা, সদাচার, সংযমের মাধ্যমে ধাপে ধাপে (জন্ম-জন্মান্তরে) উন্নত মার্গে উন্নীত হইয়া নির্বিকারভাবে ধ্যানস্থ হওয়ার স্বভাব অর্জন। এইভাবে ধ্যানমার্গের উচ্চস্তরের এক পর্যায়ের (চেতনাশূন্য সমাধি) সংসার চেতনা বা বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইয়া মৃত্যুর মাধ্যমে সর্বকর্মের পরিসমাপ্তি বা নির্বাণ লাভ। এইরূপে একমাত্র নির্বাণের মাধ্যমেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন হইতে মানুষ মুক্তি পায়। নির্বাণ, পরম শান্তি।

৪. **দশ কুশল কর্ম**—প্রাণী হত্যা বিরতি; চৌর্য বিরতি, ব্যভিচার বিরতি, মিথ্যা কথন বিরতি, পিশুন বাক্য বলা বিরতি, কর্কশ বাক্য বলা বিরতি, সম্প্রলাপ,—অসার বাক্য বলা বিরতি, অভিধ্যান—পরের সম্পত্তিতে লোভ বিরতি, হিংসা বিরতি, মিথ্যা দৃষ্টি—ভ্রান্ত ধারণা বিরতি।

অনাত্মবাদী, অনিত্যবাদী ও নিরীশ্বরবাদী এই ধর্মমতের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রজাতন্ত্রের নাগরিক ও প্রজাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত। কিন্তু তখন এই ধ্যান-ধারণা ছিল দ্রুত অপসৃয়মান। ব্যক্তি-সত্তা লুপ্ত করিয়া জনগণকে সেবাদাস করিবার জন্য ধর্মীয় বিধানই ছিল তখন বর্ণশ্রেষ্ঠদের প্রধান হাতিয়ার। বৈদিক ধর্মের বিকৃতি সাধনে পুরাণ, উপপুরাণ ধর্ম-শাস্ত্রগুলির অবদান অপরিসীম। দেবদেবীর পূজা এবং ধর্মীয় যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, এমন কি শাস্ত্র ব্যাখ্যার পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মগতভাবে কুক্ষিগত করিল বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গোত্র। পরিবর্তে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী পাইল রাজ্য শাসন ক্ষমতার বংশগত একচ্ছত্র অধিকার। এই শ্রেণী বিভাগ গৌতম

www.pathagar.com

বুদ্ধের চিন্তাধারা, মন ও মানসিকতার পরিপন্থী ছিল। মানবতার মুক্তির জন্য চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সবাই সমভাবে গ্রহণ করিয়া জাতি বর্ণভেদ শূন্য এমন এক ধর্মমত তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা তৎকালীন উচ্চগোত্রদের জন্য ছিল এক প্রচণ্ড আঘাত। কিন্তু ছারপোকা মারার জন্য চেয়ারকেই পোড়াইয়া দেওয়ার মত মনে হয় তাহার দর্শন। স্রষ্টা ও জীবাত্মাকে পরিহার করিয়া তিনি অনিত্যবস্তু ও চেতন দেহকে গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি অনেকাংশে নাস্তিকগণের পুরাতন বস্তুবাদ মতেরই পরিপোষক হইলেন। কিন্তু নির্বাণ লাভের পথ পরিক্রমায় সর্বত্রই কি তিনি অনাত্মবাদ, অনিত্যবাদ—নিরীশ্বরবাদে অবিচল ও যুক্তিনির্ভর ছিলেন? সামান্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বাঁধা কি? যদিও কপিলেষ সাংখ্যদর্শনের অনেকটা কাছাকাছি বৌদ্ধ দর্শন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও নির্বাণ লাভের উপায়

বুদ্ধের বচন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির মূল ভাষা পালি। মূল গ্রন্থ ত্রিপিটক যাহা তিন পর্বে বিভক্ত। যেমন—(ক) বিনয় পিটক—এই পর্বে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্পর্কে বিধানসমূহের বর্ণনার উল্লেখ আছে। বিনয় পিটক তিনভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) সুণ্ড বিভঙ্গ, (খ) খন্ধক, (গ) পরিবার পাঠ।

(খ) সূত্র পিটক ঃ মংগলামংগল, সত্য-মিথ্যা, চরিত্রের উৎকর্ষ অপকর্ষ চিত্তের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু ও ইহার কারণ সম্বন্ধে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সূত্র পিটক বা সুত্ত পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) দীর্ঘ নিকায়, (খ) মজঝিম নিকায়, (গ) সংযুক্ত নিকায়, (ঘ) অংগুত্তর নিকায়, (ঙ) খুদ্দক নিকায়।

(গ) অভিধর্ম পিটক ঃ জগতকে পারমার্থিকভাবে গ্রহণপূর্বক চিত্ত, চৈতাসিক, রূপ ও নির্বাণের স্বরূপ, যথাযথ বিচার মীমাংসা বিশদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। অভিধর্ম পিটক সাত খণ্ডে বিভক্ত। ও পরমার্থ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা—(ক) ধম্ম সংগিনী, (খ) বিভংগ, (গ) কথাবথু; (ঘ) পদপল প্রজ্ঞপ্তি, (ঙ) ধাতু কথা, (চ) যমক, (ছ) পটঠান।

www.pathagar.com

বৌদ্ধ মহাসংগীতি বা মহাসভা

প্রথম মহাসভা ঃ গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর তিন মাস পরে অর্হৎ মহাকাশ্যপের উদ্যোগে ও মহারাজ অজাতশত্রুর সাহায্যে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাজগৃহ নগর নিকটবর্তী বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সমগ্র বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সংগ্রহ করা হয়।

দ্বিতীয় মহাসভা ঃ প্রথম মহাসভার একশত বৎসর পরে বৈশালিতে সাতশত অর্হৎ ভিক্ষুর সমবায়ে রেবত মহাস্থবিরের পৌরহিত্যে সাতমাসব্যাপী এই দ্বিতীয় মহাসভায় বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই সংগৃহীত হয়।

তৃতীয় মহাসভা ঃ গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর দুইশত বৎসর পর (খ্রীঃপূঃ ৩৭৭) পাটলীপুত্রে সম্রাট অশোকের সময় অর্হৎ মৌদ্গল্য পুত্র তিষ্য মহাস্থবিরের অধিনায়কত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই তৃতীয় মহাসভায় সমগ্র বুদ্ধবাণীকে সুত্ত বা সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে অভিহিত করিয়া ত্রিপিটক নামে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য যে, তৎকালে সমগ্র ত্রিপিটক শ্রুতধর শ্রাবক সংঘের স্মৃতিপটেই অংকিত ছিল।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্যায়ে অভিধর্ম পিটকের অন্যতম খণ্ড 'পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি'র বা 'Designation of Human Types'-এর অংশ বিশেষে ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষের নির্বাণ লাভের জন্য বুদ্ধমতে কর্ম, কর্তব্য, একাগ্রতা, সাধনা ও সিদ্ধি লাভের জটিল পন্থার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হুবহু তুলিয়া ধরা হইতেছে।

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা—'কিরূপ 'পুদ্গল (ব্যক্তি) নহেন আত্মতাপী; আত্মপরিতাপে তৎপর এবং নহেন পরতাপী, পর পরিতাপে তৎপর ?'

উত্তর বা মীমাংসা—'তিনি (বুদ্ধ তথাগত) ন-আত্মতাপী, ন-পরতাপী-রূপে ইহজীবনে তৃষ্ণাশূন্য নিবৃত, ক্লেশরাহিত্যে শৈত্যপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং, বিশুদ্ধভাবে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করেন। জগতে তথাগত আবির্ভূত হন—অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দম্য সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবানরূপে। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোকসহ শ্রমণ ব্রাহ্মণমণ্ডল জীবলোক; দেবাথ্যভূষিত রাজন্যবর্গ ও সাধারণ মনুষ্যসহ

www.pathagar.com

এই সমগ্র জগৎ স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে প্রত্যক্ষ করতঃ উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনাযুক্ত (গভীরার্থব্যঞ্জক), সর্বদিকে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচার্য—তাহা প্রকাশ করেন।

গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন অথবা অন্য বংশে পুনর্জন্ম পরিগ্রহণকারী ব্যক্তি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করতঃ এইরূপ চিন্তা করেন যে, সংসার জীবন যাপন অতীব বিঘ্নসংকুল, বহু ক্লেশপূর্ণ; প্রব্রজ্যাই (ভিক্ষু বা শ্রমণ) ধর্ম-জীবনের পক্ষে উন্মুক্ত আকাশতুল্য অবকাশ। সংসার জীবনের মাধ্যমে একান্ত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ পবিত্র ব্রহ্মচার্য আচরণ করা সুসাধ্য নহে। যাহা হউক আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করতঃ অ'গার হইতে অনাগরিকরূপে প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিভ্রমণ করিব।

অতঃপর তিনি অল্প বা বেশী ভোগ সম্পদ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করেন এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগরিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এইরূপে তিনি প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের জীবনস্বরূপ শিক্ষা পদ গ্রহণ করেন। যথা—প্রাণীহিংসা পরিহার পূর্বক প্রাণীহিংসা হইতে বিরত হন। অধিকন্তু নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, বিনয়ী, দয়াপন্ন সর্বপ্রাণী প্রতি শুভেচ্ছা ও অনুকম্পা পরবশ হইয়া অবস্থান করেন। অদত্ত গ্রহণ (চুরি) পরিহার পূর্বক অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হন। প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহিতা ও প্রদত্ত দ্রব্য-কাঙক্ষীরূপে আধ্যাত্মিক সততা ও পবিত্রতার সহিত অবস্থান করেন। অব্রহ্ম-চার্য পরিহার পূর্বক ব্রহ্মচারীরূপে ভিন্নাচারে জীবন যাপন করেন এবং মৈথুনরূপ হীনধর্ম হইতে বিরত থাকেন। মিথ্যা কথন পরিহার পূর্বক মিথ্যা কথন হইতে বিরত হন। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, দৃঢ়বাদী, বিশ্বস্তবাদী, কদাচ জগতের কাহারও প্রতি বিশ্বাসঘাতক হন না। পিশুনবাক্য পরিহার পূর্বক পিশুনবাক্যে বিরত থাকেন। এইস্থানে কিছু শুনিয়া এখানকার লোকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি মানসে অন্যত্র গিয়া বলেন না, কিংবা অন্যত্র কিছু শুনিয়া সেখানকার লোকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি মানসে এখানে আসিয়া বলেন না। অধিকন্তু বিবদমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, মিত্রগণের মধ্যে অধিকতর মৈত্রীপূর্ণ উৎসাহদাতা; ঐক্য; প্রিয়, ঐক্যরত, ঐক্যনন্দিত ও

www.pathagar.com

ঐক্য উৎপাদক বাক্য ভাষণ করেন। পরুষ বাক্য পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত হন। যে সব বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, জনপ্রিয়, বহুজন মনোজ্ঞ, সে সকল বাক্য বলিয়া থাকেন। বৃথা বাক্য পরিত্যাগপূর্বক উহা হইতে বিরত হন। স্বভাবত কালবাদী, যথার্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং সময়, অবস্থানুকূল, সুবিন্যস্ত, যুক্তি-সঙ্গত, অর্থযুক্ত মূল্যবান বাক্য বলিয়া থাকে।

তিনি বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে বিরত। একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে বিরত। তিনি নৃত্য, গীত-বাদ্য ও অশ্লীল প্রদর্শনী দর্শনে বিরত। মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, ধারণ, মণ্ডল ও বিভূষণ হইতে বিরত। উচ্চ ও জাঁকজমকপূর্ণ শয্যা গ্রহণে বিরত। অপক্ব মাংস গ্রহণে বিরত। স্ত্রী ও কুমারী স্পর্শনে বিরত। দাস-দাসী গ্রহণে বিরত। মেষ ও ছাগ গ্রহণে বিরত। মুরগী ও শূকর গ্রহণে বিরত। হাতী, গরু, ঘোটক, ঘোটকী গ্রহণে বিরত। ক্ষেত্র, বাস্তু ভিটা গ্রহণে বিরত। দূতরূপে প্রেরিত হইতে ও সংবাদ বাহকের কর্ম সম্পাদনে বিরত। ক্রয় বিক্রয় হইতে বিরত। তুলাদন্ড, মানদন্ড সম্পর্কিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। উৎকোচ গ্রহণ, বঞ্চনা, শাঠ্য, নকল মুদ্রা বিন্যাস ও প্রচলন হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত।

তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্নেও গাত্রাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবরে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যখন যে দিকেই গমন করেন, পাত্র-চীবর সম্বল লইয়াই গমন করেন। যেমন পক্ষী কেবল নিজের পক্ষ ও চঞ্চু নিয়াই উড়িয়া যায়, সেইরূপ তিনি কেবল তাহার পাত্র-চীবর নিয়াই যে কোন দিকে গমন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ভিক্ষু কায়াচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট। যখন যেদিকে প্রস্থান করেন, পাত্র-চীবর সম্বল করিয়াই প্রস্থান করেন। এইরূপে তিনি এই আর্যশীল রাশি সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ উপভোগ করেন।

তিনি চক্ষুদ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না। এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী, কামব্যঞ্জক ভাবগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষুন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযতরূপে বিচরণ করিলে লোভ ; মানসিক দুঃখ, পাপ, অকুশল, ধর্ম উৎপন্ন হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য নিযুক্ত হন। চক্ষুন্দ্রিয় রক্ষা করেন এবং চক্ষুন্দ্রিয়ে সংযমিত হন। শোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহবা, এবং রস, কায় ও স্পর্শ, মন এবং ধর্ম (ভাব) সম্বন্ধেও অনুরূপ তিনি এইরূপে

www.pathagar.com

আর্য ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম ক্লেশশূন্য সুখ অনুভব করেন।

তিনি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সংঘাটিপাত্র চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্র ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্যশীল সমন্বিত, এইরূপ ইন্দ্রিয় সংযম, এইরূপ আর্য স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া নির্জন শয্যাসন ভজনা করেন। যথা—অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বাণপ্রস্থ উন্মুক্ত আকাশ-তল ও তৃণকুটির ইত্যাদি। তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণপূর্বক ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে বিহারে ফিরিবার সময় পদ্মাসনে আসীন হইয়া দেহাগ্রভাগ খাড়াভাবে রাখিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করতঃ উপবেশন করেন। তিনি জগতে অভিধ্যা (লোভ) পরিহার পূর্বক অভিধ্যা বিগত চিত্তে বিচরণ, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ক্রোধ এবং দ্বেষ প্রকোপ পরিহার পূর্বক মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সর্ব-জীবে হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন, ক্রোধ ও দ্বেষ প্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, স্ত্যান সিদ্ধ (তন্দ্রালস্য ও তজ্জনিত দেহ মনের জড়তা) পরিহার পূর্বক স্ত্যান সিদ্ধ-বিগত, আলোক সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন। স্ত্যান সিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উগ্রতা অনুশোচনা) পরিহার পূর্বক অনুদ্ধত ও অধ্যাত্মে উপশান্ত চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন। ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (সন্দেহ) পরিহার পূর্বক বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়া অবস্থান করেন। কুশল ধর্মের প্রতি সন্দেহহীন হইয়া সন্দেহ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

এইরূপে তিনি পঞ্চবিধ অন্তরায়কর ধর্ম পরিহার পূর্বক চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা দুর্বল করতঃ, যাবতীয় কামাদি অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন এবং সবিতর্ক সবিচার-বিবেকজ প্রীতি সুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান স্তরে উপনীত বিচরণ করেন। বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম প্রসাদযুক্ত চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত সমাধিজ

www.pathagar.com

প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। প্রীতিতে বিরাগী হইয়া উপেক্ষা ভাবাপন্নরূপে বিচরণ করেন। স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে সমন্বিত হইয়া নামকায় দ্বারা সুখ অনুভব করেন। ধ্যানের যে স্তরে আরোহণ করিলে আর্যগণ ধ্যানপরায়ণকে উপেক্ষা সম্পন্ন, স্মৃতিমান, সুখ বিহারী বলিয়া বর্ণনা করেন, ধ্যানের সেই তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার পূর্বক পূর্বেই মনের হর্ষ-বিষাদ অস্তমিত করিয়া না-সুখ, না-দুঃখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনংগন, বিগত তাপ ক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, অবিচল, নিষ্কম্প অবস্থায় জাতিস্মর (পূর্ব জন্মসমূহের কথা স্মরণকারী) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে পূর্ব-জন্ম অনুস্মরণ করেন। যেমন —এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমন কি শত সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্প ঐ ঐ স্থানে ছিলেন। এই ছিল তাহার নাম, এই ছিল গোত্র, এই ছিল জাতি-ধর্ম। এই তাহার আহার, এইরূপ তাহার সুখ-দুঃখ অনুভূতি, এই তাহার পরমায়ু। তিনি তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হন। তথায় তাহার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এই আহার, এই সুখ-দুঃখ অনুভূতি, এই পরমায়ু ছিল। তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে আকার, উদ্দেশ্য, স্বরূপ, গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন।

এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনংগন, বিগত তাপ ক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, নিষ্কম্প অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান—জীবগণ এক যোনী হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনীতে উৎপন্ন হইতেছে। প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ নিজ নিজ কর্মানুসারে সুগতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল মহানুভব

www.pathagar.com

জীবকায় দুশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যা দৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইতেছে অথবা এই সকল জীবকায় সুচরিত্র সমন্বিত, বাক সুচরিত্র সম্পন্ন, মন সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে দিব্য নেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পান—জীবগণ এক যোনী হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনীতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন, হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিক্ষৃত, অনংগন, বিগত তাপ-ক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, অবিচলিত নিষ্কম্প অবস্থায় আসক্তি ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে তাহার চিত্ত অভিনমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথার্থভাবে জানিতে পারেন যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী পন্থা। ইহা আসক্তি, ইহা আসক্তির কারণ, ইহা আসক্তির নিরোধ, ইহা আসক্তির নিরোধ-গামিনীর পন্থা। তদবস্থায় তাহার এইভাবে আর্য সত্য জানিবার ও দর্শন করিবার ফলে কামাসক্তি, ভবাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি'—এই জ্ঞান উদিত হয় এবং প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন যে, চিরতরে জন্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। যাহা কিছু কর্তব্য, তাহা সবই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আর কিছু করিবার নাই। এইরূপ পুদ্‌গল (ব্যক্তি) নহেন আত্মতাপী, আত্ম পরিতাপে তৎপর এবং নহেন পর-তাপী, পর পরিতাপে তৎপর।"

নির্বাণই এই ধর্মমতের মূল লক্ষ্য। এই নির্বাণ লাভের সুকঠিন সাধনার পন্থাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মীয়-পরিজনের সম্পর্ক ও দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য সাধনের শেষ পর্যায়ে নিজের নির্বাণ লাভ। মানুষ যে কোন সুকঠিন কার্যে রত হইতে দ্বিধা বোধ করে না; যদি তাহাতে বিশেষ

www.pathagar.com

আকর্ষণ কিছু থাকে, নির্বাণ লাভের আশায় ভিক্ষু বা শ্রমণ কঠিন ব্রতের পথ বাছিয়া নেন, তাহাদের নিকট নির্বাণ পূর্ব মার্গে সৃষ্টিরহস্যের মূল একটি পর্দা সরাইয়া নেওয়ার কথা বলা লইয়াছে। হ্যাঁ, উহা জাতিস্মর পর্যায়। যে পর্যায়ে নিজের এবং জীব-জগতের পূর্ব জন্ম ও শত সহস্র পূর্ব জন্মের সব কিছু জানা যায়। দেখা যায়—জীবগণ অবিরত এক যোনী হইতে অন্য যোনীতে উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে ক্ষমতা অর্জনের যে তত্ত্ব, তাহার আকর্ষণ অদম্য। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দর্শনের মাপকাঠিতে ধাপে ধাপে নির্বাণ লাভের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার তথ্য ও তত্ত্বের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণই অনুধাবন করিয়া নিবেন।

নির্বাণ লাভের তত্ত্ব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে—

১. স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ স্ত্রী-পুত্র, সংসার ত্যাগ করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, সংসার ধর্ম সদাচারে পালন করা যায় না ও সার্থক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

২. কঠোর বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য ও ভিক্ষাব্রত সাধনার পথে বিচরণের পূর্ব শর্ত।

৩. ভিক্ষু বা শ্রমণগণ পৃথিবীর কর্মশালা হইতে বিযুক্ত, অথচ খাওয়া-পরা হইতে বিযুক্ত নন। কিন্তু তাঁহারা কৃষি, ব্যবসা বা উৎপাদনের যে কোন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের জন্য, স্বজনের জন্য এবং পরোক্ষভাবে মানব জাতির জন্য কিছুই উপার্জন বা উৎপাদন করেন না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরগাছা শ্রেণীতে পরিণত হন।

৪. বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে এবং অপক্ক মাংস গ্রহণে বিরত থাকার জন্য ভিক্ষু ও শ্রমণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গৃহীদের নিকট হইতে উদ্ভিদ বিনাশের ফলমূল, তরকারী, অন্ন ও জীব হত্যার পক্ক মাংস ভিক্ষা বা দান স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভোজন সমাধা করিতে কোন নিষেধ নাই।

৫. নিজের সৎ উপার্জন (যত নগণ্যই হউক) লব্ধ আয়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া (বাড়তি কিছু থাকিলে অক্ষমকে

www.pathagar.com

দান করিয়া) অবশিষ্ট সময় সাধনার পথে আত্মমগ্ন হওয়ার বাধা কোথায় ? অন্ততঃ 'নহেন আত্মতাপী—নহেন পরতাপী' পর্যায়ে পৌঁছিবার পূর্ব মার্গ পর্যন্ত। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য পরনির্ভরশীল হওয়ায় ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের সুবর্ণ যুগে রাজানুকূল্যে অসংখ্য বিহার বা সংঘারামের ব্যয় নির্বাহ করা হইত। কালক্রমে রাজানুকূল্য বন্ধ হওয়ায় এবং বাস্তব কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় সমস্ত বিহার বা সংঘসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু, শ্রমণ ও শিক্ষার্থিগণ স্বাবলম্বী না হওয়ার দরুন অধুনা গৃহীদের প্রদত্ত অর্থে সীমিত সংখ্যক সংঘ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

৬. ভিক্ষু বা শ্রমণগণ দেহকে বাঁচাইয়া রাখিবার তাগিদে এবং দেহ আবৃত করিতে ভিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ বা সম্পদের অংশ ভিক্ষা বা দান হিসাবে ভোগ করেন। ইহার সম্পূর্ণ বিনিময় যে ভাবেই হউক নিজে পরিশোধ না করা পর্যন্ত নির্বাণ লাভ বা বিলীন হইয়া যাওয়া কি ভাবে সম্ভব ? নাকি এই ভিক্ষা পূর্ব জন্মের পাওনা ?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে তাহার প্রধান আবাসস্থান ছিল শ্রাবস্তী নগরীর জেতবন মহাবিহার। শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠি অনাথ পিন্ডদ (সুদত্ত) তৎকালীন চুয়ান্ন কোটি মুদ্রাব্যয়ে এই জেতবন মহাবিহার নির্মাণ করাইয়া দেন। তাহার গৃহে দৈনিক পাঁচশত ভিক্ষুকে ভোজন দেওয়া হইত। গৌতম বুদ্ধের অন্যতম উপাসিকা বিশাখা প্রচুর অর্থব্যয়ে শ্রাবস্তীতে পূর্বারাম নামে এক বিহার নির্মাণ করিয়া বুদ্ধকে দান করেন। তাহার গৃহেও প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা ছিল। আর সম্রাট অশোকের সময় রাজকোষের প্রায় সমুদয় অর্থ বৌদ্ধ ধর্ম সেবায় ব্যয়িত হইতে থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোক সংসার-সমাজ-স্বজন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু বা শ্রমণে পরিণত হয়। বিনামূল্যে এইরূপ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের আয়োজন কালক্রমে কমিয়া আসিলে বিহার ও ভিক্ষুর সংখ্যাও হ্রাস পায়।

www.pathagar.com

৭. নির্বাণকে পরম শান্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু নির্বাণের ধ্যান-ধারণা ও বর্ণনায় বোঝা যায় যে, ইহা দেহজ চৈতন্যের সব কিছু হইতে বিযুক্ত এক বিলুপ্ত অবস্থা—যাহা শান্তি ও অশান্তির উর্ধ্বে। কারণ দেহজ চৈতন্যের বিলুপ্তি নির্বাণ-পরিনির্বাণ-মহাপরিনির্বাণ। শান্তি-অশান্তির উর্ধ্বে এক বিলুপ্ত অবস্থা।

৮. 'অনাগামী' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ জীবনে সাধক অধোভাগীয় পাঁচ প্রকার সংযোজন (জন্ম হইতে জন্মান্তরের বন্ধন) উৎসন্ন করিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। অবশিষ্ট পাঁচ প্রকার সংযোজন ব্রহ্মলোকেই ধ্বংস করিয়া জ্ঞান সাধনার পূর্ণত্ব সাধন করেন। জন্মহেতু ইহলোকে পুনরাগমন করেন না বলিয়াই 'অনাগামী' নামে খ্যাত। তবে বুদ্ধ দর্শন, শীলবান ভিক্ষু দর্শন কিংবা ধর্ম শ্রবণের উদ্দেশ্যে সাময়িক আগমন করেন।

[কেমন খট্‌কা লাগে পুনরাগমন ইচ্ছা জন্ম সম্বন্ধে। আর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয় কি ভাবে? ব্রহ্মাই যখন নাই—তখন ব্রহ্মলোক কোথায়?]

৯. যিনি ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতা হেতু দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার নিরূপিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন; অনন্তর তথা হইতে চ্যুত হইয়া একবার মাত্র মনুষ্য যোনীতে আগমন করতঃ দুঃখান্ত সাধন করেন। তিনি সকৃদাগামী পুদ্‌গল (ব্যক্তি) নামে অভিহিত। অনিত্যবাদী ধর্মে দেবলোক উৎপন্ন হয় কি ভাবে? এই দেবলোক কি হিন্দু ধর্মের চন্দ্র লোকের মত অস্থায়ী স্বর্গ নিবাস?

১০. আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধ দর্শন:

বৌদ্ধ ধর্মে আত্মাকে সৎকায় মিথ্যা দৃষ্টি ও মুক্তির অন্তরায়রূপে এবং জন্ম-মৃত্যুর মূলীভূত কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার অভাবই অনাত্ম বা অনাত্মা। এই অনাত্ম তত্ত্ব উপলব্ধিই দুঃখ মুক্তির অন্যতম উপায়। ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে

www.pathagar.com

লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। সর্ব সংস্কার অনিত্য দুঃখ অনাত্মময়। আত্ম ভাবের চরম নিবৃত্তিই নির্বাণ। অস্তিত্বের বিলোপ।
যিনি ইহ-পর কোন জীবনেই আত্মা স্বীকার করেন না কিংবা আত্মাকে ধ্রুব শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন না, তিনিই সম্যক সম্বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

[আত্মার অস্তিত্ব নাই বা থাকিল। তাহা হইলে ব্রহ্মলোকে থাকিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি সংযোজন বিচ্যুত হন কে ?]

সকৃদাগামী ব্যক্তির দেবলোকে আবির্ভাব হয় কিরূপে ? সে কি এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ ? অথবা দেহজ চৈতন্য ? দেহ ছাড়া চৈতন্যের অস্তিত্ব—পরস্পর বিরোধী নয় কি ? দেবলোক-ব্রহ্মলোক কি অনিত্য ধাম ?

১১. গুপ্তদ্বার পুদ্‌গল (ব্যক্তি) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে—'চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন—এই ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে যিনি সংযত, তিনি গুপ্তদ্বার ব্যক্তি।'

[তাহা হইলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে আত্মার বদলে মন পাওয়া গেল। বস্তুবাদীরাও কিন্তু আত্মার পরিবর্তে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে তাহারা অনিত্যবাদ তত্ত্বে জন্মান্তরবাদ, নির্বাণ, ব্রহ্মলোক, দেবলোক, নরক ইত্যাদি বিশ্বাসকে প্রলাপ বলিয়াছে।]

১২. বুদ্ধ সম্বন্ধে ঃ
দশবলের অধিকারী বুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'সর্বজ্ঞ বুদ্ধের জ্ঞান অসীম।' অসীম-অনন্তের স্বীকৃতি অতীন্দ্রিয়বাদকেই পরোক্ষে স্বীকৃতি দেয়। অনিত্যবাদের উদ্‌গাতা গৌতম বুদ্ধ কি ধ্রুব, শাশ্বত, চিরঞ্জীব ? বৌদ্ধ দর্শনের তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করিয়া বুদ্ধের নামের শেষে 'দেব' শব্দ যোগ করিয়া 'বুদ্ধদেব' সম্বোধন করা বিধেয় মনে করি নাই। অথচ অনিত্যবাদী, অনাত্মাবাদী, নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধ, আজ তার অনুসারীদের নিকট 'তথাগত ভগবান বুদ্ধ', মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন সোচ্চার, আজ প্রতিটি বৌদ্ধ মন্দির,

www.pathagar.com

বৌদ্ধ বিহার, প্যাগোডায় সাড়ম্বরে প্রত্যহ বুদ্ধ মূর্তির অর্চনা হইতেছে। হীনযান-মহাযান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আপাততঃ বাদই দিলাম।

বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বতত্ত্ব-বুদ্ধগণ-ইন্দ্রকাহিনী

বিশ্বতত্ত্ব ঃ মনুষ্যভূমি, দেবভূমি ও ব্রহ্মভূমি। মনুষ্যভূমি মানুষের বাসস্থান। দেবভূমি ছয়টি। মানুষ দান ও শীল পালন করিয়া এই দেবলোকসমূহে উৎপন্ন হইতে পারে। ব্রহ্মলোক রূপ ও অরূপভেদে দুই প্রকার। রূপব্রহ্মলোক ষোলটি। অরূপ ব্রহ্মলোক চারিটি। এই অরূপ ব্রহ্মলোক হইতেও পুণ্যক্ষয়ে জীবের চ্যুতি ঘটে। রূপ ব্রহ্মলোকের অবৃহা, অতপ্ত, সুদর্শন, সুদর্শী ও একনিষ্ঠ—এই পাঁচটিকে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমি বলা হয়। কেবলমাত্র অনাগামীগণ শুদ্ধাবাসে উৎপন্ন হইয়া তথায় অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হন। রূপ ব্রহ্মলোকের অপর একাদশ ভূমিতে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

দেবভূমিতে বহু স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—একবার গৌতম বুদ্ধ তাহার মাতাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য তিন মাস ত্রয়োত্রিংশ স্বর্গে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করেন। তারপর স্বর্গ হইতে সাংকাশানগরে অবতারণকালে নর-দেবতা-ব্রহ্মগণ তাহাকে বিরাট সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। স্থবির শারীপুত্র এই দৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধগণ ঃ কালক্রমে এক একজন বুদ্ধের শাসনও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কোটি কল্পকাল জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া আসিয়াছে ও হইবে। গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী চব্বিশজন বুদ্ধের নাম—দীপংকর, কৌন্ডিথ্য, মংগল, সুমন, রেবত, শোভিত, আনোমদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, ফুষ্য, বিদর্শী, শিখী, বিশ্বভু, ক্রকছন্দ, কোনাগমন (কনকমুনি), কাশ্যপ ও পরবর্তী বুদ্ধ মৈত্রেয়।

www.pathagar.com

[নামসমূহ পাঠ করিলে মনে হয় হিন্দুধর্মের দেব-দেবীগণের মত সব বুদ্ধগণের আবির্ভাব ও পদচারণা বোধ হয় শুধু এই জম্বুদ্বীপেই ঘটিয়াছিল। হিন্দুধর্মের পুরাণ শাস্ত্রসমূহেও সসাগরা পৃথিবী বলিতে জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষকেই বুঝায়।]

ইন্দ্রকাহিনী ঃ অনাত্মবাদী-নিরীশ্বরবাদী ধর্ম হইলেও বৌদ্ধ ধর্মেও কিন্তু ইন্দ্রকাহিনী আছে। অবশ্য হিন্দুধর্মে বর্ণিত ইন্দ্রের মত তিনি সোম-রসপায়ী, অমিতাচারী, ভোজন বিলাসী, রণপিপাসু নন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইন্দ্র সৎপুরুষগণের বিপদের সহায়ক ও ত্রাণকর্তারূপে বর্ণিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধের সময় ত্রয়ো-ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র রাজগৃহের ইন্দ্রশাল গুহায় বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করেন। ধর্ম পট্‌ঠকথায় দেখা যায় যে, ইন্দ্র স্বয়ং বুদ্ধের পরিচর্যা করিতেছেন। বুদ্ধ বেলুব গ্রামে পীড়িত হইয়া পড়িলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া গৌতম বুদ্ধের সেবা করেন। এমন কি মলমূত্রও স্বহস্তে পরিষ্কার করেন। আবার সংযুক্ত নিকায় শাস্ত্রে ইন্দ্রের সাথে অসুরের যুদ্ধকাহিনীও দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্মে ইন্দ্র, ব্রহ্ম অন্যান্য দেবতারা মানুষ হইতে একটু উচ্চ-স্তরের জীব। রাগ, দ্বেষ ও মোহের অধীন বলিয়া তাহারা মুক্ত পুরুষ নহেন। পুণ্য প্রতিভায় দেবত্ব কিংবা ব্রহ্মত্ব লাভ ঘটে। আবার পুণ্যক্ষয়ে তাহাদের পতন হয় ও কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে।

নাস্তিকতাবাদ ও আস্তিকবাদের মাঝামাঝি এই ধর্মীয় দর্শন বা মতবাদ কি কালোপযোগী? জ্ঞান, যুক্তি, বিজ্ঞানের মাপ-কাঠিতে ইহাকে কি সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা যায়?

www.pathagar.com

আর্য ধর্ম-সনাতন ধর্ম-হিন্দু ধর্ম

ভূমিকা

সনাতন ধর্ম বা বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সার-সংক্ষেপ আলোচনার পূর্বে ভূমিকা হিসাবে কিছু বক্তব্য পেশ করা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত গোতমবুদ্ধ প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—ব্যবহারিক সত্য ও পরমার্থ সত্য। ব্যবহারিক সত্য শুধু সাধারণ গৃহীদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা সম্বন্ধীয় বিধায় উহার উল্লেখ বা পর্যালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। কারণ কোন ধর্মীয় মতবাদের স্রষ্টা ও সৃষ্টিরহস্য বিষয়ের বক্তব্য বর্তমানে বৈজ্ঞানিক দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের মাপকাঠিতে সর্বকালোপযোগী বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহাই এই পুস্তকে প্রধান আলোচ্য বিষয়। গ্রীক শব্দ 'ফিলসফি'র বা দর্শনের অর্থ হইল জ্ঞান-প্রীতি বা জ্ঞানলাভের স্পৃহা। সত্য নির্ণয়ের জন্য যে কোন বক্তব্য, যুক্তি ও আলোচনাই দর্শন। সংক্ষেপে পরম সত্য ও পরম সত্তার অস্তিত্ব ও রহস্য জানিবার জন্য যুক্তি ও জ্ঞানের প্রয়োগই হইল দর্শনের মূল কথা। স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসের যুক্তি ও তত্ত্বকে দার্শনিক তথ্য হিসাবে গ্রহণ না করিয়া এই পুস্তকে নাস্তিকতাবাদ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্রষ্টাকে স্বীকার করিয়া নিয়াও যুক্তিহীন, কাল্পনিক, অবাস্তব কল্প-কাহিনী, প্রকৃতি ও দেব-দেবীর উপাসনার তত্ত্বও দর্শনের পর্যায়ে পড়ে না। বিজ্ঞান ও বর্তমান দর্শনকে হইতে হইবে একে অপরের পরিপূরক। বিজ্ঞান সৃষ্টিকে জানিতে চায় খণ্ড চিত্র হিসাবে। দর্শন সত্যকে এবং স্রষ্টাকে জানিতে চায় অখণ্ডভাবে। পরোক্ষভাবে উভয়ের জানার বিষয়বস্তু এক। তাই প্রকৃত সত্যধর্মের ভিত্তি হইল ইহার দর্শনতত্ত্ব ও বিজ্ঞান। শুনিতে যতই তিক্ত হউক —ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

বিজ্ঞান এবং উহার তথ্য, আবিষ্কার ও বাস্তবতাকে এড়াইয়া অলীক, অবাস্তব যে কোনো ধর্মীয় মতবাদ মানবতার জন্য অগ্রহণযোগ্য।

প্রতিটি ধর্মীয় মতবাদের উৎপত্তির সাথে তৎকালীন স্থানীয় ও পারিপার্শ্বিক মানবমণ্ডলীর সমসাময়িক ইতিহাসের প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ আলোচ্য হিন্দুধর্ম বহু ধর্মশাস্ত্র ও দেব-দেবীবাদের ধর্ম। যুগে যুগে নানা ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ সংযোজিত হইয়া ইহার সনাতন বা শাশ্বত রূপটিই পাল্টাইয়া দিয়াছে। তাই সংক্ষেপে হইলেও সার্বিক আলোচনার মাধ্যমেই কেবল এই ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

বর্তমান পাকিস্তান ভূখণ্ডের হরপ্পায় (মন্টগোমারী জিলা) ও মহেঞ্জোদারোতে (লারকানা জিলায়) মাটি খুঁড়িয়া কিছুকাল পূর্বে (১৯২২ খ্রীস্টাব্দে) প্রাচীন যে দুইটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, উহা পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব সভ্যতার এক উন্নততর নিদর্শন বলিয়া স্বীকৃত। এই আবিষ্কারের পূর্বে আমরা জানিতাম প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা শুধু আর্যদের অবদান। নব আবিষ্কৃত এই সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল গান্ধার (কান্দাহার) হইতে সিন্ধু অববাহিকা (করাচী) পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জুড়িয়া। সাড়ে চারি হইতে চারি হাজার বৎসর পূর্বকালীন সময়ের মধ্যে এই উন্নত নগরভিত্তিক সভ্যতা পশ্চিম-উত্তর দিক হইতে আগত বিজেতা আর্যগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের মধ্যে এই উন্নত সভ্যতার উৎপত্তিকাল আজও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা তৎকালীন পৃথিবীর এজিয়ান, মাইসিনিয়ান, মিসরীয়, মেসোপটেমিয়ান ও চীন দেশীয় সভ্যতার সমসাময়িক ছিল, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। ইহাদের তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত সীলমোহরগুলিতে ও মুদ্রায় লিখিত ভাষার আজ পর্যন্ত মর্ম উদ্ধার হয় নাই। আধুনিক ধরনের নগর পত্তনে, সূতী ও পশমী বস্ত্র বয়নে, সোনা রূপার অলংকার তৈয়ার করিতে তাহারা ছিল সুদক্ষ। ভারতীয়-উপমহাদেশের এই আদি, সুসভ্য মানব গোষ্ঠীই দ্রাবিড় নামে পরিচিত। দ্রাবিড়গণ ছিল তামাটে রঙের, একটু বেটে এবং নাক ছিল সামান্য চেপ্টা। তৎকালে দ্রাবিড় জাতি ছাড়াও মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে অনুন্নত, কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসী এবং কোল, ভীল

www.pathagar.com

ইত্যাদি উপজাতির বসবাস ছিল। পুরাতাত্ত্বিকেরা ইহাদিগকে অনার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পুরাতাত্ত্বিকগণের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর আগে মধ্য এশিয়া (বর্তমানে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল) অঞ্চলে বসবাস-কারী মানব জাতির এক যাযাবর গোষ্ঠীর এক অংশ দক্ষিণে ইরানের দিকে এবং অপরাংশ আফগানিস্তান—পামির মালভূমির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। আর্যজাতির এই শাখার গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, চুল পিঙ্গল ও নীল চক্ষুর অধিকারী। সুঠাম স্বাস্থ্যের এবং কঠোর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এই আর্যগণের প্রধান জীবিকা ছিল পশু পালন। স্থান হইতে স্থানান্তরে এবং তাঁবুতে বসবাসকারী এই মানব গোষ্ঠীর নিকট কৃষিকার্য, স্থায়ী গৃহ নির্মাণ, তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছিল অজ্ঞাত। কয়েক শতাব্দী যাবত ইহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। গান্ধারে (কান্দাহার) নিকটবর্তী হইলে ইহারা বিনিময় বাণিজ্য স্থাপনের মাধ্যমে দ্রাবিড়দের সংস্পর্শে আসে। আরও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ঐশ্বর্যশালী ও বিলাসপ্রিয় দ্রাবিড়গণ কঠোর সংগ্রামী নবাগত এই আর্যগণের নিকট অবিরাম যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। প্রায় চারি হাজার বৎসর আগে এইভাবে দ্রাবিড়গণ গান্ধার ও হরপ্পা অঞ্চল হইতে উৎখাত হয়। ভারতের পশ্চিম দ্বার মুক্ত করিয়া নবাগত আর্যগণ ক্রমে ক্রমে ও দলে দলে গোটা পশ্চিম ভারত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আয়ত্ত করে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার, তাঁবুর বদলে নির্মাণ করে স্থায়ী গৃহ, গড়িয়া উঠে গ্রাম, বিভিন্ন জনপদ। উর্বরা ভূমিকে তাহারা পরিণত করে শস্যক্ষেত্রে। মোটকথা, বিজেতা আর্যগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উন্নত দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেকখানিই গ্রহণ করে। দ্রাবিড়গণ ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে সরিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিন্ধু অববাহিকা এলাকাও আর্যদের হস্তগত হয়। দ্রাবিড়দের একাংশ অনুগত প্রজা হিসাবে আর্যদের মাঝে থাকিয়া যায়। আর্যগণ অতঃপর আরও দক্ষিণে না গিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ও বর্তমান যুক্তপ্রদেশ (অযোধ্যা) পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। সে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগের কথা।

www.pathagar.com

আর্য ধর্মের আদি কাহিনী

আর্যগণ পরবর্তীকালে তাহাদের উত্তর-পুরুষদের জন্য ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ-উপপুরাণ, মহাকাব্য রচনায় দ্রাবিড়দের অসুর, অনার্যদের বানর-রাক্ষস হিসাবে চিত্রিত করিয়াছে। ভারত প্রবেশকালে দ্রাবিড়-দের সহিত সংগ্রামকে দেবাসুর যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে। তৎ-সহ মিশ্রণ ঘটাইয়াছে বহু অলীক কাহিনী—সবই ধর্মের নামে। বেদ রচনার শুরুর দিকে আর্যদের ধর্মগুরু ও সমাজপতিগণ নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা, স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য নানাবিধি-নিষেধের মাধ্যমে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীকালে এই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দ্রাবিড় রমণিগণ আর্য অন্তপুরে দাসী হিসাবে প্রবেশ লাভ করে। অনার্যগণও দাস-দাসী হিসাবে শ্রম দান করিতে থাকে। আর্য-দ্রাবিড়-অনার্য রক্তের মিশ্রণে জাত বর্ণশংকর শ্রেণী বিশেষ আর্য সমাজের চতুর্বর্ণের আওতায় নিম্নবর্ণের শ্রেণী হিসাবে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয়। ধর্ম শাস্ত্রসমূহের প্রাচুর্যহেতু অগণিত দেব-দেবী পূজা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য আর্য সমাজের এক বিশেষ শ্রেণী শাস্ত্র রচনা যাগ-যজ্ঞ ও পূজা-পার্বণ নির্বাহ এবং ধর্মগুরু হিসাবে সমাজের শিরোমণিরূপে স্থায়ী আসন লাভ করে। সমাজ ও রাষ্ট্র এবং ধনী বণিক শ্রেণী তাহাদের আহার-বিহার ও সর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। জনপদ বা রাজ্যসমূহের নিরাপত্তা রক্ষা, শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং যুদ্ধে নিয়মিত অংশ গ্রহণের জন্য একটি শক্তিশালী শ্রেণী গড়িয়া উঠে। পুরোহিত বা ধর্মগুরুগণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যোদ্ধা এবং শাসকগণ ক্ষত্রিয়, কৃষক-ব্যবসায়ী বৈশ্য, সেবাদাসগণ শূদ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা শাস্ত্রের সাহায্যে পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদের জন্ম দিয়া সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে বংশগত প্রথা হিসাবে চালু হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে যথাস্থানে আরও বক্তব্য রাখা হইবে। এইভাবে দ্রাবিড়-দের সমাজ ব্যবস্থার অনেকটা আর্যগণ ধর্মের নামে নিজেদের মধ্যে কায়েম করে। আর ভারতের বাহিরে অন্য ধর্ম বা জাতির লোক সকলকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য যবন, ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও সংমিশ্রণ ও রক্তের আদান-প্রদান বন্ধ হয়

www.pathagar.com

নাই। কালের আবর্তনে আর্য, দ্রাবিড়, অনার্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইরানী রক্তের সংমিশ্রণে বৃহত্তর ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব বা জন্মলাভ সম্ভব হইয়াছে। আজ আর কাহাকেও বিশুদ্ধ আর্য বলিয়া সনাক্ত করিবার উপায় নাই। তবুও বর্ণভেদ তথা জাতিভেদ প্রথা হিন্দু ধর্ম ও সমাজে আজও টিকিয়া আছে। ধর্মের ইতিহাসে ইহা একটি অনন্য ব্যতিক্রম ব্যবস্থা।

আর্যধর্ম-সনাতন ধর্ম-হিন্দু ধর্ম পর্যায়ে আলোচনার প্রারম্ভে ভারত ইতিহাসের পুরাতন কয়েকটি পাতা তুলিয়া ধরা হইল। কারণ ইহার প্রয়োজন ছিল। যেমন রঘুপতি রাঘব রাজা রামচন্দ্রের (বিষ্ণুর সপ্তম অবতার) কীর্তিগাথা জানিবার আগে রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘু বংশের প্রথম পুরুষ রাজা রঘুর কাহিনী জানিতে হয়। মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের আগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে আগত আর্যশাখার প্রথম পর্যায়ের শিক্ষাগুরুগণ শিষ্যদের মুখে মুখে ধর্মতত্ত্ব, স্তব, স্তোত্র ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং শিষ্যেরা শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে সেইগুলি সংরক্ষণ করিত। কারণ দ্রাবিড়দের মত আর্যদের তখনও বর্ণমালা ও লিখিত ভাষা ছিল না। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাহারা লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শুরু করে। ভারতবর্ষে আর্যদের প্রবেশ ও বসতি স্থাপন প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার নয়। ঘটনাপ্রবাহের যে বর্ণনা সময় ও কালের নির্ঘন্টসহ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা পুরাতাত্ত্বিকদের বর্ণনানুযায়ী কমবেশী নির্ভুল।

মধ্য এশিয়ার আর্যদের একটি শাখা যখন দক্ষিণে ইরানের দিকে ও অন্য শাখাটি পূর্বে গান্ধারের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন উভয় শাখার প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিল অগ্নি। ইরানের শাখাটি অগ্নি পূজাকেই আঁকড়াইয়া থাকে। পরবর্তীকালে জরথুস্ত্র এই মতবাদকে সংস্কার করিয়া দুইটি বিরোধী শক্তির রূপ দেন। একটি 'অহুরমজ্‌দা' (আলো) ও অন্যটি 'অহুরমন্' (অন্ধকার)। বলা বাহুল্য, অন্ধকার বা অশুভ শক্তির হাত হইতে রক্ষা ও আশ্রয় পাওয়ার জন্য আলোর প্রতীক অহুরমজ্‌দাকে পূজা করার প্রচলন হয়। আলোরূপ পবিত্র অগ্নিকে মন্দির মধ্যে রাখা হইত অনির্বাণ। এই অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দাবেস্তা'। অগ্নি উপাসকেরা বর্তমানে সংখ্যায় অতি নগণ্য।

www.pathagar.com

ভারতের বোম্বাই ও সন্নিহিত অঞ্চলে 'পার্শী' নামে পরিচিত এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এখনও তাহাদের আদি-রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। দ্বৈতবাদী তত্ত্বই এই ধর্মের মূল দর্শন।

পূর্বদিকে অগ্রসরমান আর্য শাখাটিও অগ্নিশিখা নিয়াই অগ্রসর হইতে থাকে। গান্ধারে দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আরও শক্তি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটে। ফলে অগ্নির সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনার জন্য স্তব, স্তোত্র, মন্ত্র ও গাঁথার রচনা শুরু হয়। সময়টা বৈদিক যুগের প্রারম্ভিক কাল। তবুও অগ্নিই ছিল অনেকদিন পর্যন্ত প্রধান আরাধ্য শক্তি। অগ্নি দেবতার তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ের প্রাধান্য বা গুরুত্ব নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ হইতে ধারণা করা যায়ঃ

১. বেদবাণী অতি প্রথম অগ্নি দেবতার মাধ্যমে প্রকাশ হয়।

২. প্রতি ঘরেই ছিল অগ্নিশালা বা অগ্নিকুণ্ড। উহাতে গৃহবাসিগণ আহারের পূর্বে দুধ, ঘি, পিল্টক ও মাংস আহুতি দিত।

৩. বহু বৎসরের ব্যবধানে বেদের কর্মকাণ্ডের ক্রমবিস্তৃতি ঘটিলে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞ বিষয়ক অনুষ্ঠানের মূল ও অপরিহার্য শক্তি ছিল যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি। সে সাধারণ মাংগলিক যজ্ঞই হউক বা অশ্বমেদ, গো-মেদ, রাজসূয় যজ্ঞই হউক। অগ্নি দেবতাকে অর্পণ না করিয়া সেই পবিত্র ঘোড়া ও গরুর মাংসের প্রসাদ কেউ পাইত না। নরমেদ যজ্ঞেরও প্রচলন ছিল। এই প্রথা দ্রাবিড়দের অনুকরণে দেবতা বা দেবীর নিকট নরবলি প্রথায় রূপান্তরিত হয়।

৪. নিম্নোক্ত শব্দগুলি হইতে অদ্যাপি অগ্নিদেবের বা অগ্নি শক্তির প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা যায়ঃ

ক. অগ্নি—হিরণ্য রেতাঃ (সূর্যদেব ও শিবকেও হিরণ্য রেতাঃ বলা হয়)।

খ. অগ্নি সৎকার—শবদাহ।

গ. অগ্নি কর্ম—অগ্নি হোত্রাদি কর্ম (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)।

www.pathagar.com

ঘ. বেদে উক্ত তিন প্রকার অগ্নি—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ।

ঙ. অগ্নিকোণ—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। এই কোণ দিয়াই আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে।

চ. অগ্নিমন্ত্র—যে মন্ত্র আত্মশক্তি বাড়ায় ও সিদ্ধিলাভে সাহায্য করে।

ছ. অগ্নিবাণ—ধ্বংসকারী ভয়ংকর অস্ত্র বিশেষ।

জ. অগ্নিমুখ—দেবতা।

ঝ. অগ্নিষ্টোম—বৈদিক ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় যজ্ঞ বিশেষ।

ঞ. অগ্নিহোত্র—সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় প্রাত্যহিক হোম।

ট. অগ্নিশুদ্ধ —অগ্নিতে পোড়াইয়া শুদ্ধীকৃত।

ঠ. অগ্নি—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী।

ড. অগ্নি - বিশ্বদেব।

ঢ. অগ্নির অধিদেবতা—বৈশ্বানর (স্থূল আহারকারী)।

ণ. অগ্নিকুমার—দেব সেনাপতি কার্তিকেয়।

ত. অগ্নিপুরাণ —আঠার পুরাণের অন্যতম পুরাণ।

—ইত্যাদি।

বৈদিক যুগের আগে, বৈদিক যুগে দীর্ঘকাল প্রায় সব ধর্মীয় ক্রিয়া-কাণ্ড ও আচার-অনুষ্ঠানে অগ্নির উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। তাই অগ্নিদেবের কথা আর্যদের অপর শাখার অগ্নিপূজা প্রথার সহিত সাদৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

তারপর বেদসমূহে উল্লিখিত আরাধ্যগণের মধ্যে ইন্দ্র ছিল মধ্যমণি; সবচেয়ে শক্তিমান ও দেবলোকের অধীশ্বর। তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের তেমন গুরুত্ব ছিল না। ইন্দ্রশক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি যুক্তিসম্মত ধারণা এই যে, দ্রাবিড়দের সহিত চরম শক্তি পরীক্ষার সংঘর্ষে বিজয়ী আর্যপক্ষের নেতৃত্বদানকারীকে উত্তর পুরুষের নিকট স্মরণীয় রাখিবার জন্য ইন্দ্রশক্তি বা ইন্দ্রদেব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই সংঘর্ষগুলিকে পুরাণে 'দেবাসুর যুদ্ধ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বেদগুলিতে ইন্দ্রের জন্য বহু স্তব, মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করা হয়। বৈদিক যুগের মাঝামাঝি

www.pathagar.com

সংযোজন-পরিবর্ধন-সংশোধন এবং পরবর্তীকালে শ্রুতি, পুরাণ, উপ পুরাণসমূহের বদৌলতে ইন্দ্রের সাবিক পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

১. ইন্দ্র—অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবতা। সাম বেদের শ্রেষ্ঠ বিভাগ বৃহৎ সামে ইন্দ্রদেবের স্তুতি আছে।

২. ইন্দ্র—দেবতাদের অধীশ্বর ও দশাধিপতি অর্থাৎ দশদিকের মালিক।

৩. ইন্দ্রের আবাস—ইন্দ্রপুরী বা অমরাবতী বা স্বর্গ।

৪. ইন্দ্র—অষ্ট দিকপালের অন্যতম।

৫. ইন্দ্রসভার গায়কগণ—গন্ধর্ব ও বিদ্যাধর নামক দেবযোনী বিশেষ।

৬. ইন্দ্রসভার নর্তকিগণ—স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, অরুণা ইত্যাদি।

৭. ইন্দ্রায়ুধ—রংধেনু।

৮. ইন্দ্রের অস্ত্র—বজ্র। অসুরদের পরাজিত করিবার জন্য দধীচি মুণির অস্থি বিশেষ দ্বারা নির্মিত।

৯. ইন্দ্রের পত্নী ও পুত্রকন্যা—পত্নী শচী দেবী, পুত্র জয়ন্ত, কন্যা জয়ন্তী।

১০. ইন্দ্রের বিশেষ পুত্রগণ—বানররাজ বালী, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

১১. ইন্দ্রের সেনাপতি—দেব সেনাপতি কার্তিকেয়।

১২. সমুদ্র মন্থন হইতে প্রাপ্ত—ঐরাবত (বিশেষ দৈবশক্তির হাতী), উচ্চৈঃশ্রবা (বিশেষ দৈবশক্তির ঘোড়া) ও পারিজাত (বিশেষ পুষ্প বা পুষ্পবৃক্ষ), এই তিনটি উপহার শুধু ইন্দ্রকেই প্রদত্ত হয়।

১৩. ইন্দ্রের ছোট ভাই—উপেন্দ্র, দেবমাতা অদিতির পঞ্চম সন্তান ও বামনাবতার। ত্রিপদ বিশিষ্ট।

১৪. অতিমাত্রায় সোমরসপায়ী, ভোজন বিলাসী ও দুর্বল চরিত্রের দেবরাজ ইন্দ্র, মুণিশ্রেষ্ঠ গৌতমের স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব হরণ

www.pathagar.com

করিলে অভিশপ্ত হইয়া সহস্র যোনী বা সহস্র লোচন শরীরে ধারণ করে।

১৫. অতঃপর বিষ্ণুর নিকট বারবার ইন্দ্রের পরাক্রম খর্ব হইতে থাকে। সর্বশেষে রাক্ষসরাজ দশানন (দশ মুখবিশিষ্ট) রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রজিত উপাধি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপের উপাসনা-পূজার অন্তরালে মহা-পরাক্রমশালী, দশাধিপতি, দেবরাজ ইন্দ্র গুরুত্বহীন ও বিস্মৃত প্রায় হইয়া যায়।

আরও দেবদেবী ও প্রাকৃতিক শক্তি স্তব, স্তুতি ও স্তোত্র রচনা করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিসহ সংযোজিত বেদ গ্রন্থগুলিতে আর্যদের নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হইয়াছে। অন্যান্য আরাধ্য বা উপাস্যগণের মধ্যে সূর্য, মিত্র, বরুণ, মরুৎ, পবন, সবিতা, পূজা, উষা, ধরণী, বিষ্ণু, ঋভু (দেবত্ব প্রাপ্ত মানুষ) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশ্বজগতের নিয়ন্তা সেই একক সর্বশক্তিমানের উপস্থিতি কোথায়? চতুর্বেদ, যাহা পৃথিবীর আদি, সনাতন, চিরসত্য গ্রন্থ চতুষ্টয় বলিয়া দাবী করা হয়—তাহাতে আদি, সনাতন, চিরসত্য সেই পরম সত্তার স্তব বা বর্ণনা কোথায়?

বেদ-বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের প্রসঙ্গ মুলতবী রাখিয়া ঐ যুগের পৃথিবীর উন্নত মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে। ইহা তুলনামূলক একটি ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হইতে পারে।

মিসর

প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি মিসরে কোন সময়েই বিশ্ব-জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, সৃষ্টির সর্বময় প্রভুর ধ্যান-ধারণার স্ফুরণ ঘটে নাই। ফলে, ভাষার লিখন পদ্ধতির প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কোনো দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠে নাই। দেশের অধিপতির ইচ্ছানুযায়ী নানা দেবদেবীর কল্পনা ও মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। বিখ্যাত ফারাও

www.pathagar.com

(ফিরাউন) রাজবংশের আমলে প্রধান উপাস্য ছিল দেবাধিপতি আমন। তার সাথে পূজ্য ছিল অসিরিস, হ্যাথর ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ফারাও চতুর্থ আমেন হোটেপ বহু দেবদেবী বাতিল করিয়া একমাত্র সূর্য দেবতার উপাসক হন। সূর্য দেবতা আটনের নামানুসারে তিনি নিজে আখ্-এন্-আটন্ নাম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল সময়ে মিসরে ত্রিশটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর মৃতের আত্মা ততদিনই স্বর্গে বা বেহেশ্‌তে বাস করিবে, যতদিন পৃথিবীতে তাহাদের দেহ কবরের মধ্যে সংরক্ষণ করা যাইবে। এই ধারণা হইতেই মমি ও পিরামিডের সৃষ্টি। লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত ও কাগজ আবিষ্কার করিবার ফলে তাহারা যথাযথভাবে তাহাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে আর্যাবর্তের আর্যগণের মত সময় ও ঘটনা নিয়া কোনো মতভেদ বা অবাস্তব কাহিনী শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে লালন করিবার অবকাশ ঘটে নাই।

ব্যাবিলন

সুমেরীয় বা মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার কেন্দভূমি ইতিহাসখ্যাত ব্যাবিলনেও বহু দেবদেবীর মূর্তি পূজা হইত। অসংখ্য মন্দিরে শাসক ও অভিজাত গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মিসর ও ব্যাবিলন সভ্যতায় পুরোহিত শ্রেণী ছিল শাসক শ্রেণীর অনুগৃহীত। ব্যাবিলনে 'এআ' ছিল সৃষ্টিকর্তা ও এন্‌লিল ছিল পৃথিবী ও আকাশের অধিপতি। শক্তিমান আরাধ্যদের মধ্যে ছিল অনু, সিন্, শামস (সূর্য) ইত্যাদি। এই সব দেবতার মানব সমাজের মত দেব-পরিবার ছিল—যেমনটি আছে হিন্দু ধর্মে দেবদেবীদের। উক্ত দেবতাগণের সাথে ইহীহী (দিব্যাত্মা) ও অনুনাকীর (ভেমিআত্মা) কল্পনার প্রচলন ছিল। সুপ্রসিদ্ধ হম্মু রাব্বীর রাজবংশের আমলে সৃষ্টিকর্তা 'এআ'-কে অবসর দিয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মরদুক্‌কে প্রধান উপাস্য দেবাধিপতি হিসাবে বরণ করা হয়। বোধ হয় এই সময়কালেই ব্যাবিলনবাসী এক গোত্রাধিপতি আব্রাহাম (নবী ইবরাহীম) আত্মীয়-পরিজনসহ ব্যাবিলন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেনানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কারণ তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন মূর্তি-পূজা বিরোধী এবং একত্ববাদী অর্থাৎ একমাত্র সৃষ্টার চির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এইজন্যই তাঁহাকে বিশ্বাসীদের জনক তথা আদি পথ-প্রদর্শক বলা হয়।

গ্রীস

প্রাচীন গ্রীস দেবদেবীবাদের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। তথায় ছিল উন্নত নগর সভ্যতা, সুষম শাসন ব্যবস্থা। গ্রীসের নগরগুলি ছিল তৎকালীন পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্র। গ্রীকদের ভাষা ছিল শক্তিশালী (বর্তমান ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার মূল বা উৎস), লিখন পদ্ধতি ছিল উন্নত। তাই তাহাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাসের প্রায় সঠিক তথ্য ও সময়কাল নির্ধারণে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। বিকৃতির অবকাশ ছিল খুবই কম। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস, গাঁথা-কাহিনী, কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ইত্যাদিতে তৎকালীন দেবদেবিগণের বিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তিপূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল শাসক ও ধনী বণিকশ্রেণী। দেবদেবিগণ ছিল ভারতের মত মাটির মানুষের খুব কাছাকাছি। স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান ছিল খুবই কম। শাসক ও নগর প্রধানদের সহিত দেবদেবীদের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। গ্রীসের অলিম্পাস পর্বত ছিল (ভারতে ছিল হিমালয়) দেবরাজ জিউস বা জুপিটার ও অন্যান্য দেবদেবীর আবাসস্থল। বনভূমি ও সাগর-সৈকতে তাহারা অবাধে বিচরণ করিত। তৎকালীন গ্রীক সমাজের প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হইত তাহাদের দেবদেবী সমাজে। তৎকালীন গ্রীক সমাজে প্রচলিত একটি স্বাভাবিক প্রথানুযায়ী দেবরাজ জুপিটার ও গনিমেদে নামক এক সুন্দর গ্রীক বালকের সহিত অপ্রাকৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কাহিনী রচিত হয়। গ্রীকগণ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পর সুদীর্ঘকাল পূজিত দেবদেবিগণ অলিম্পাস পর্বত, বনভূমি গ্রীক সমাজ, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বহু দেবদেবীর মধ্যে কতিপয় প্রধান দেবদেবীর নাম তাহাদের দফতরসহ উল্লেখ করা হইল ঃ

(ক) জিউস বা জুপিটার—দেবতাদের অধিপতি ও জুনোর স্বামী।

(খ) দেমেতর—কৃষির দেবী।

www.pathagar.com

(গ) হেলিয়োস—শিল্পকলার দেবতা।
(ঘ) হের্মেস—বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের দেবতা।
(ঙ) প্রমিথিউস—মানব সৃষ্টির দেবতা।
(চ) কিউপিড—প্রেমের দেবতা।
(ছ) এপোলো—সূর্যের দেবতা।
(জ) ডায়েনা—চন্দ্রের দেবী।
(ঝ) নেপচুন—সাগরের রাজা।
(ঞ) হেবে—যৌবনের দেবী—ইত্যাদি।

প্রাচীন রোমান সভ্যতাকে গ্রীক সভ্যতার অন্যতম প্রধান শাখা বলা যায়। রোমানদের দেবদেবীর নামকরণ ও মূর্তিপূজা প্রথা গ্রীকদের অনুরূপ ছিল। রোমানদের দেবদেবী, যথা মারকারী, ভেনাস, মিনার্ভা, মার্স, সেটার্ন ইত্যাদির গ্রীক ধাঁচেই উপাসনা করা হইত। যথারীতি রোমান পৌত্তলিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল রোমান শাসক, পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়। কোনো কোনো রোমান সম্রাট (যেমন কালাগুলা) নিজেকেই দেবতা বা উপাস্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বসিতেন।

পৌত্তলিকতাবাদের কোন দার্শনিক, বিজ্ঞান বা যুক্তিভিত্তিক চিন্তা-ধারার অবকাশ বা প্রয়োজন নাই। অথচ মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, শক্তিশালী প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র ও নগর সভ্যতার প্রতিকূল অবস্থাতেও মুক্ত চিন্তাধারা এবং সংস্কারমুক্ত দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব, চর্চা ও চরম বিকাশ ঘটে এই গ্রীস দেশেই। গ্রীক দর্শনই পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া খ্যাত। এই দর্শনশাস্ত্র-সমূহের সূত্রাবলম্বনে পরবর্তীকালে এবং আজও বিভিন্ন জাতির চিন্তাবিদগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন।

চিন্তাধারার বিষয়বস্তুসহ কতিপয় প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিকের নাম ও সময়কাল ঃ

১. থেল (৬৪০-৫৫০ খ্রীস্টপূর্ব)—পানিই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব।
২. পিথাগোরাস (৫৭০-৫০০ খ্রীস্টপূর্ব)—গণিত, আকৃতিবাদ, বিশ্বজগতের একক নিয়ন্তার ধারণা।

www.pathagar.com

৩. সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রীস্টপূর্ব)—সংস্কারবাদ, বিরোধী জ্ঞানবাদ, দেবদেবীর নিন্দা।

৪. প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রীস্টপূর্ব)—জগত অনিত্য, সবই বিশ্বস্রষ্টায় বিলীন হওয়ার তত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস।

৫. অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীস্টপূর্ব)—একমাত্র বিধাতাই সৃষ্টির কারণ। জীবজগৎ তাহাতেই বিলীন হয়।

৬. জেনো (৩৩৬-২৪৬ খ্রীস্টপূর্ব)—বস্তুবাদ, অদ্বৈতবাদ, অন্তর্যামীবাদ, অবয়ব তথা সাকারবাদ।

গ্রীসের অসার পৌত্তলিকতাবাদ স্বাভাবিকভাবেই বিলীন হইয়াছে বহুদিন। কিন্তু গ্রীক দর্শন আজও পৃথিবীতে দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। গ্রীক দর্শনকে এড়াইয়া কোনো দার্শনিক আলোচনার অবতারণা সুকঠিন। মানব সভ্যতায় গ্রীক জাতির দুইটি শ্রেষ্ঠ অবদান—'বর্ণমালাসহ উন্নত লিখিত ভাষা ও সৃষ্টিতত্ত্বের দর্শন'।

সনাতন বা বৈদিক ধর্ম

পুনরায় ভারত উপমহাদেশের আর্যধর্মের প্রতি আলোকপাত করিতেছি। কারণ এই পর্যায়ে আর্যধর্ম-সনাতন ধর্ম-হিন্দু ধর্মই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

ভারতে আগত আর্যগণ দ্রাবিড়দের সিন্ধু সভ্যতার উত্তরসুরি। সিন্ধু-নদ ও ইহার শাখা-প্রশাখা বিধৌত অঞ্চলেই কয়েক শতাব্দী যাবত আর্য সভ্যতা ও ধর্মের বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে 'সিন্ধু'শব্দটি 'হিন্দু' উচ্চারণে রূপান্তরিত হইয়া সমগ্র সিন্ধু এলাকা এবং উত্তর ভারতের অধিবাসিগণ 'হিন্দু' জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়। আদি আর্যগণের নিকট লিখন পদ্ধতি অজানা থাকিলেও, তাহাদের ধর্ম-কর্মের স্তব, স্তোত্র, মন্ত্র, বন্দনাগীতি রচিত হইতে থাকে। আর্যগুরুদের শিষ্যগণ এই সব রচনা স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণ করিত। বিভিন্ন অঞ্চলের আর্যগণ স্মৃতি সংরক্ষিত রচনাসমূহ শুনিয়া ধর্ম-কর্ম নির্বাহ করিত। পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত হইলে এই সব শাস্ত্র বচন বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মবাক্য বেদ তৎকালীন আর্যভাষায় (সংস্কৃতের প্রাথমিক স্তর) সংকলিত হইতে থাকে। তাই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। আর্যদের লিখন পদ্ধতির প্রাথমিক স্তর হইতে পরবর্তী অনেককাল যাবত বৈদিক শাস্ত্রাদি বিভিন্ন গোত্র প্রধান, ঋত্বিক (বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত), বেদজ্ঞ মুণি-ঋষিদের নিকট হইতে শুনিয়া ভূর্জপত্রে সংকলিত হয়। কারণ তৎকালীন মিসর, চীন বা গ্রীক জাতিদের মত কাগজের ব্যবহার আর্যদের অজ্ঞাত ছিল। তাই প্রাচীন বৈদিক যুগের শাস্ত্রসমূহ পরবর্তীকালে অবিকল বিশুদ্ধভাবে সংকলিত হইয়াছে—এইরূপ দাবী করা যুক্তিহীন এবং কোনক্রমেই বাস্তবসম্মত নয়। অনেক ধর্মশাস্ত্রেই এইভাবে সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়াছে।

বেদাশ্রিত এই বৈদিক ধর্মই হিন্দু জাতির প্রাচীন ও আদি ধর্ম। যদিও পরবর্তী ও বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের উপর বৈদিক ধর্মের প্রভাব খুবই কম। এই বৈদিক ধর্মই হিন্দুজাতির সনাতন ধর্ম। সনাতন অর্থ শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কালের আবর্তে ও নানা কারণে শাব্দিক অর্থেই সনাতন ধর্মের রূপ ও চরিত্র আজ প্রায় অবলুপ্ত। এমন কি আজ সনাতন ধর্মের আভিধানিক অর্থ দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং স্ত্রীলিঙ্গে সনাতনী শব্দে সরস্বতী-লক্ষ্মী ও দুর্গা দেবীকে বুঝায়। বেদ সম্বন্ধে হিন্দু ধর্মমতে কিছু তথ্য নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

ক. বেদ শব্দের সমষ্টি। এইজন্য ইহাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। এই শব্দের মূল সত্তা 'ওঙকার' (ওঁ)। এই শব্দের মধ্যে বাক ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে। বেদ সকল এই ওঙকারর বাহ্যিক বিকাশ।

খ. বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। শ্রুতি মতে ঋগ্‌বেদ, যুজবেদ ও সামবেদ মাহভূতের নিশ্বাস।

গ. ওঁ-তৎ-সৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে এই তিন মন্ত্র যোগে ব্রাহ্মণ-বেদ-যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঘ. আবার বিষ্ণুকে বেদাশ্রয় বলা হইয়াছে। কারণ তাহাকে আশ্রয় করিয়া বেদ প্রকাশ হয়।

www.pathagar.com

ঙ. শব্দ ব্রহ্মের কৃপায় দুই অর্বুদ বা বিশ কোটি বৎসর আগে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গীরার নিকট বেদরাশী প্রকট হয়।

চ. ঋগ্‌বেদ-সামবেদ-যুজবেদ—এই তিন বেদকে বলা হয় ত্রিবিদ্যা। এ্যক্ষরা বেদমাতা প্রণবরূপা পরম বিদ্যা। ত্রিবেদী-তিন বেদ অধ্যয়নকারী।

ছ. বেদ পরবর্তীকালে রচিত দ্বিতীয় মহাকাব্য মহাভারতের ভীষ্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত ও অংশবিশেষ ভগবদ্ গীতায় (৯/১৮) মাত্র তিন বেদের যথা ঋগ-সাম-যুজর উল্লেখ আছে। বোধ হয় বিষয়-বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য বিবেচনা করিলে মূলত প্রকৃত বেদগ্রন্থ তিনটিই। অথর্ব (চতুর্থ বেদ), যাহা শুদ্ধ আর্য ধারণা নয় এবং বিষয়বস্তুও আর্য-অনার্য ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত। বেদগ্রন্থ-সমূহ সংকলন করার শেষ পর্যায়ে বোধ হয় অথর্ব গ্রন্থখানিও অন্যতম ও শেষ বেদগ্রন্থ হিসাবে অন্তভুর্ক্ত করিয়া চতুর্বেদ করা হয়। চারিমুখ বিশিষ্ট (চতুরানন) ব্রহ্মার বাণী হিসাবেও চারিবেদের প্রয়োজন ছিল।

চারিবেদের বিষয়বস্তু

ক. ঋগ্‌বেদ—বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ মুণি ঋগবেদের রচয়িতা। ১০২৮টি ঋগ বা স্তোত্রের সমষ্টি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবীরূপে উপাসনা-স্তুতি ও যজ্ঞের জন্য স্তোত্র, স্তব, মন্ত্র রচিত হওয়ার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। বৃহতী, জগতী, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দে বা মন্ত্রে রচিত বলিয়া আদিবেদ বা ঋগ্‌বেদের অপর নাম ছন্দ। ইহার মধ্যে সাবিত্রী বা গায়ত্রী মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। এই মন্ত্র দ্বারাই দীক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ধর্মানুষ্ঠানের অধিকারী হয়। গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়।

খ. সামবেদ—সামবেদের স্তোত্রগুলির অধিকাংশই ঋগ্‌বেদ হইতে সংগৃহীত ও পদ্যে রচিত। এই স্তোত্রসমূহ ছন্দ-মাত্রা-সুর

www.pathagar.com

সংযোগে গীত হইত। এই বেদের শ্রেষ্ঠ বিভাগ বৃহৎ সাম। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বিশেষ স্তুতি আছে।

গ. যুজবেদ—গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ। ইহা প্রধানত যজ্ঞকর্মের প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদির সংকলন। বৈদিক যজ্ঞাদিকে শ্রৌত বলা হয়। আর যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ দেব পূজা।

যুজবেদ রুদ্রশক্তি পশুপতিই পরমেশ্বর। পরবর্তীকালে শিবতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া শৈব দর্শন ও পুরাণাদি প্রণীত হয়।

(বেদের সংখ্যা চারিটি হইলেও, এক অপূর্ব আখ্যান অনুযায়ী যুজর্বেদ দুইটি। একটি শুক্ল যুজর্বেদ ও অন্যটি কৃষ্ণ যুজর্বেদ। এই কাহিনীর বরাতে জানা যায় যে, বেদব্যাস বেদ মন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ শেষ করিবার পর তাহার চারিজন প্রধান শিষ্যকে এক একটি বেদে ব্যুৎপন্ন করিয়া প্রত্যেককে অধিগত বিদ্যা প্রচারের আদেশ দেন। যুজর্বেদ প্রচারের ভারপ্রাপ্ত বৈশম্পায়ন প্রিয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে যত্ন সহকারে যুজর্বেদ শিক্ষাদান করেন। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণান্তে যাজ্ঞবল্ক্য বিনীত না হইয়া ক্রমে উদ্ধত হইয়া পড়িলে বৈশম্পায়ন তাহাকে বেদচর্চার অনুপযুক্ত মনে করিয়া অধীত বিদ্যা উদ্‌গীরণ করিয়া দিতে বলেন। অধিগত বিদ্যা উদ্‌গীরণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পাণ্ডিত্যহীন হইলেন। কিন্তু বমির সঙ্গে যে জ্ঞান বাহির হইয়া আসিল তাহা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বিবেচিত হইলেও এই ক্লেদ গলাধঃকরণের মানুষ পাওয়া গেল না। কাজেই বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যেরা তিতির পাখীর রূপ ধারণ করিয়া এই ক্লেদাক্ত বিদ্যা পুনঃগ্রহণ করে। এইভাবে সংরক্ষিত যুজর্বেদকে বলা হইল কৃষ্ণ যুজর্বেদ।

এইদিকে পাণ্ডিত্যহীন যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় যুজর্বেদ শিক্ষার জন্য বহুদিন সূর্যের তপস্যা করিলেন। বেদে সূর্যের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের যুজর্বেদে পুনরায় পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইল। সূর্য হইতে সরাসরি প্রাপ্ত এই জ্ঞানকে বলা হইল শুক্ল বা নির্মল যুজর্বেদ।)

www.pathagar.com

(এই কাহিনীর উপর কোন মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।)

ঘ. অথর্ববেদ—এই বেদ গ্রন্থে উপরোক্ত তিন বেদে উল্লেখ নাই, এইরূপ নূতন মন্ত্রাদি, বহু উপদেবতা-অপদেবতা ইত্যাদির কথা, মন্ত্রপূত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, মারণ-বশীকরণ মন্ত্রসমূহের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদ স্বাভাবিকভাবেই আর্য-দ্রাবিড় অনার্য মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতির অবদান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বেদ শব্দ হইতে উৎপত্তি—বেদী—উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ স্থান। রাজবেদী—রাজার শ্রেষ্ঠ আসন বা সিংহাসন। যজ্ঞবেদী—শ্রেষ্ঠ উপাসনার জন্য যজ্ঞকুণ্ড। সমস্ত যজ্ঞকর্মের লক্ষ্য বিষ্ণু। তাই বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলা হয়। বেদ গ্রন্থগুলি আচার-অনুষ্ঠান তথা কর্মকাণ্ড বিষয়ক। বৈদিক যুগের পরে দর্শন ও উপনিষদ গ্রন্থসমূহ রচিত হইতে থাকে। বেদ গ্রন্থসমূহ যদি ব্রহ্মবাণী হয়, তবে ষড়দর্শন উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র মনুষ্য রচিত। কাজেই বেদগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থকে অবশ্যই পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। বৈদিক যুগের পরে ত্রেতা যুগে যদি রামায়ণ রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহারও অনেক পরে দ্বাপর যুগের ঘটনা মহাভারত। অথচ মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের বিভাগ কর্তা এবং বেদান্ত দর্শন প্রণেতা। তাহার রচিত বেদান্তকে বেদের অঙ্গ বা বেদের রত্ন বলা হয়। শতাধিক উপনিষদ গ্রন্থসমূহের রচনাকাল ভারতে মুসলিম রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবুও উপনিষদকে ব্রহ্মবাণী বেদের একটি বিভাগরূপে কেন চিহ্নিত করা হইল, তাহা বোধগম্য নয়। যেমন—প্রত্যেকটি বেদ চারি ভাগে বিভক্ত।

১. সংহিতা—পদ্যে রচিত এবং উপাস্য শক্তিদের স্তুতি গান নিয়া রচিত।

২. ব্রাহ্মণ—প্রধানত গদ্যে রচিত। ইহাতে যাগ-যজ্ঞের বিধি বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

৩. আরণ্যক—অরণ্যবাসী মুণিদের রচিত ধর্ম সর্ম্পকিত বিভিন্ন শ্লোক ও সংস্কারমূলক চিন্তাধারা নিয়া আরণ্যক ভাগ রচিত।

৪. উপনিষদ—ইহাতে ব্রহ্ম বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

বৈদিক গ্রন্থসমূহ এইভাবে জটিল হইয়া উঠিলে উহাকে আরও জটিলতর করা হয়। অতঃপর বেদাঙ্গ বা সূত্র গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। বিধিমত বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করার জন্যই বেদাঙ্গের সৃষ্টি। বেদাঙ্গের ছয়টি বিষয়বস্তু। যথা—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। ছয় বেদাঙ্গকে বেদের ছয় অবয়ব বলা হয়। বেদাঙ্গের অন্যতম কল্পসূত্রের একটি সূত্রের নাম ধর্মসূত্র। পরবর্তীকালে ধর্মসূত্র অবলম্বন করিয়াই মনু সংহিতা রচিত হইয়াছে।

মনু সংহিতা—ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্র, বৈবস্বত মনু (আদি মানব) মনুষ্যজাতির বিধান কর্তা। তৎপ্রণীত মানব জাতির অবশ্য পালনীয় আচার ও আচরণ সম্বন্ধে গ্রন্থ।

পিতা ব্রহ্মার বেদ চতুষ্টয় ও পুত্র মনুর মনুসংহিতা। তারপরও আছে স্মৃতিশাস্ত্র ও চারি উপবেদ।

স্মৃতিশাস্ত্র—মনু, তৎপর যাজ্ঞবল্ক্য মুনি প্রণীত ধর্ম সংহিতা। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন সম্বন্ধে বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থ।

চারি উপবেদ—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ।

বেদের বিভাগ কর্তা, বেদান্ত দর্শন প্রণেতা, মহাভারত রচয়িতা প্রখ্যাত মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস পরাশর মুণির ঔরসে ও ধীবর কন্যা কুমারী সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

চারিবেদের বৈশিষ্ট্য ও উহার প্রভাব

অনিত্যবাদী বৌদ্ধদের বুদ্ধবাণীর সমষ্টি বা একমাত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। ইহাতে ধর্ম, কর্ম জ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সব কিছুই আছে। ইস্‌রাঈল বা ইহুদীদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ তাওরাত বা হিব্রু বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট)।

www.pathagar.com

এই ধর্মগ্রন্থই তাহাদের ইতিহাস, ধর্মীয় মতবাদ ও অনুশাসনসহ সব কিছুর দিগ্‌দর্শন। খ্রীস্টানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ নিউ টেস্টামেন্ট বা নূতন নিয়ম। এই গ্রন্থে যাহা আছে তাহার অতিরিক্ত কিছু যীশু-খ্রীস্টের বাণী বা বিধান বলিয়া অনুসৃত হয় না। মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থও শুধু কুরআন, যাহা আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া ইসলাম জগতে স্বীকৃত। মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যুর পর কোন শব্দ এই কুরআনের সহিত যুক্ত হওয়ার অবকাশ পায় নাই—আর নাই কোন দ্বিতীয় কুরআন বা উহার সমতুল্য কোন গ্রন্থ, যাহা নূতন কিছু বিধি-বিধান সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ একটি ধর্মের সব চাহিদা তথা জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কুরআনের মাধ্যমেই পূরণ করা হইয়াছে। অগ্নি উপাসকদের জেন্দাবেস্তা ও শিখদের গ্রন্থসাহেবের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, বিশুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক, উপরোক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি তাহাদের অনুসারীদের নিকট একক দিগ্‌দর্শন।

পুনরায় সনাতন ধর্মগ্রন্থ চারিবেদের কথায় ফিরিয়া আসি। দুনিয়ার সব ধর্মের প্রতিটির আছে সাকুল্যে একটি করিয়া ধর্মগ্রন্থ। আর সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের আছে চারটি মূল ধর্মগ্রন্থ। কাজেই ধরিয়া নেওয়া যায় ব্রহ্মবাণীর চারিজন প্রবর্তক বা প্রচারক অর্থাৎ চারিজন পয়গম্বর। অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও কাল সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা বোধগম্য কারণেই নিষ্প্রয়োজন। তবুও দৃঢ়ভাবে এই মন্তব্য করা যায় যে, ব্রহ্মার বাণীতে শুধু ব্রহ্মাই লক্ষ্য হইলে, শুধু ব্রহ্মাই সর্বকালের জন্য উপাস্য হইলে, পরবর্তীকালে কোন জটিলতার সৃষ্টি হইত না। উপরন্তু প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সত্য সনাতন ধর্মও বেদ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হইত। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, খোদ ভারতেই বৈদিক ধ্যান-ধারণা, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান বহুলাংশে পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত। ব্রহ্মার বেদ চতুষ্টয়ে ব্রহ্মাই গুরুত্বহীন। গুরুত্ব পাইয়াছে, ইতিপূর্বে বর্ণিত অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু, পবন, সবিতা, পূষা, ঊষা, ঋতু ইত্যাদি তেত্রিশটি আরাধ্য শক্তি বা দেবদেবী। পূজা বেদীর হোমাগ্নিতে তাহাদের স্তুতি এবং বন্দনার জন্য বেদগ্রন্থগুলিতে রচিত হইয়াছে নানা মন্ত্র, স্তব, স্তোত্র। সাম বেদের যে বিরাট অংশ জুড়িয়া ইন্দ্রের আরাধনা, বর্তমানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেই ইন্দ্র কোথায়? অথর্ব বেদে

www.pathagar.com

আছে মারণ-বশীকরণ মন্ত্র, আছে উপদেবতা ও অপদেবতার সন্তুষ্টির জন্য উপাচারের বিধান। নাই শুধু ব্রহ্ম মন্ত্র ও ব্রহ্ম বন্দনার বিধান। তাই বোধ হয় গীতায় (২।৪৬) উক্ত হইয়াছে 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বেদের কর্মকাণ্ডের কোন প্রয়োজন নাই।'

ধর্মমতের মূল বা প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় স্রষ্টা ও সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান কাণ্ড। ধর্ম প্রচারক সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে বর্ণিত জ্ঞান কাণ্ডের পরবর্তী পর্যায়ে দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা এবং যাবতীয় বিধান সুনির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহাই কর্মকাণ্ড। এই সমস্ত বিধান বা ধর্মের কর্মকাণ্ড সর্বকালেই জ্ঞানকাণ্ডের সহিত অতি অবশ্যই সামঞ্জস্যশীল হইতে হয়। নতুবা যুগে যুগে স্বার্থান্বেষী বা ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে ধর্মের কাঠামো পরিবর্তিত হইতে থাকে। চারিবেদ মূলত কর্মকাণ্ড হওয়ায় মূল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছে। বেদোক্ত তেত্রিশ দেব-দেবীর সংখ্যা তাই নানা শাস্ত্রকারদের হাতে ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। বেদ আলোচনার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হইল সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের নির্দিষ্ট কোনো প্রবর্তক বা প্রচারক নাই। ঋষি অঙ্গীরা হইতে শ্রীচৈতন্যদেব পর্যন্ত সবাই বিধি-বিধান প্রচার করিয়া গিয়াছেন—আর হিন্দুধর্ম নির্বিচারে সব কিছুই গ্রহণ করিয়াছে। বেদের সনাতন কর্মকাণ্ডের সহিত পরবর্তীকালে অনেক কর্ম ও কাণ্ড যুক্ত হইয়াছে। একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়াই অনেক সময় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিধি-বিধানে সমস্যার উদ্ভব হয়। অথচ শত শত ধর্মশাস্ত্র এবং এইগুলির তত্ত্ব-তথ্য-বিধি-বিধান-আচার-আচরণে যে অকল্পনীয় জটিলতা ও বিভ্রান্তির উৎপত্তি তাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে অনন্য ও অতুলনীয়।

বেদগ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগের মুনিঋষিদের জ্ঞানসাধনা ও চিন্তাধারারই নিদর্শন। বৈদিক যুগের জীবন ধারার বা সমাজ চরিত্রের অনেক কিছুরই ইতিহাস বা ধারণা আয়ত্ত হয় বেদগ্রন্থসমূহ হইতে। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে জীবনযাত্রা ছিল সরল ও আড়ম্বরহীন। নারীগণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। বিধবা ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্ণভেদ প্রথা ছিল না। তবে আর্য ও অনার্য এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব

www.pathagar.com

ছিল। আর ছিল চতুরাশ্রম, যথা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, যতি বা সন্ন্যাস। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে অবতারবাদ, চারিবর্ণের প্রথা, মূর্তিপূজা ছিল না। তখন আর্য সমাজে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ ছিল। গ্রাম, জনপদ ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত।

হিন্দুধর্ম দর্শন ও উপনিষদ (সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

প্রাচীন ভারতীয়গণ গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগে নির্ভর-যোগ্য বাস্তব ইতিহাস রচনায় অভ্যস্ত ছিল না বলিয়া বিভিন্ন রচনা-ঘটনা-ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই কাল ও সময়ের নির্ঘণ্ট নিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনুমান, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারের কিছু পূর্ব-হইতেই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র রচনা আরম্ভ হওয়ার সময়কালেই বেশকিছু মুণি ও ঋষি, গুণী-জ্ঞানী ও চিন্তাবিদ দর্শন-শাস্ত্রসমূহ রচনা শুরু করেন। তৎপর বহিরাগত, প্রধানত গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার ফলে বহির্জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের আবদ্ধ দ্বার ভারতীয়দের নিকট খুলিয়া যায়। ফলে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রীক-দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের যুক্ত ও মুক্ত চিন্তাধারা নব নব ধ্যান-ধারণা সৃষ্টির সূচনা করে। অথচ উভয় জাতিই সুনির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থনশূন্য কাল্পনিক দেব-দেবীবাদে বিশ্বাসী ও মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিল। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যে গৌতমের ন্যায়, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলীর যোগ, কনাদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব-মীমাংসা ও বেদ-ব্যাসের উত্তর মীমাংসা উল্লেখযোগ্য।

এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া তিন জোড়া করা হইয়াছে। যেমন—(১) সাংখ্য ও যোগ, (২) ন্যায় ও বৈশেষিক, (৩) পূর্ব মিমাংসা ও উত্তর মিমাংসা।

এই ষড়দর্শনের রচনাকাল যেমন নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না, তেমনি কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে রচিত তাহাও অভ্রান্তভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে ভারতের দর্শন শাস্ত্রগুলি প্রাচীন উপনিষদসমূহ হইতে চিন্তাধারা, প্রেরণা ও সূত্র পাইয়াছে।

www.pathagar.com

এইগুলির সাথে যুক্ত হইয়াছে বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন এবং ভগবদ্-গীতাসহ শতাধিক উপনিষদ। বিপুল সংখ্যক উপনিষদগ্রন্থ ভারতে মুসলিম রাজত্বের মধ্যকাল পর্যন্ত রচিত হইতে থাকে।

প্রথমদিকে রচিত উপনিষদসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান উপনিষদ গ্রন্থ ঃ

ছন্দোগ্য, বৃহদারণ্যক; তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কেন, মুণ্ডক, কঠ, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন ও মান্ডক্য।

বারশত বৎসর পূর্বে শংকরাচার্য তাহার বেদান্ত দর্শনের চিন্তা ও ভাবধারা এই উপনিষদগুলি হইতেই লাভ করেন। পণ্ডিতদের মতে উপনিষদসমূহের সংখ্যা ১০৮টি। এই উপনিষদসমূহের রচনাকাল বা রচয়িতাদের নামধাম জানিবার উপায় নাই। কাজেই কালক্রমে সংযোজন-বিয়োজন নিতান্তই স্বাভাবিক।

ভারতীয় দর্শন ও উপনিষদগুলিতে বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের সমাবেশ এত প্রচুর, বিরোধী চিন্তাধারার প্রাচুর্য এত সমধিক যে, সঠিকভাবে এইগুলির মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ করা সুকঠিন। অগত্যা শুধু প্রধান ও প্রচলিত কতিপয় দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হইল। তবে মনে রাখিতে হইবে এই দর্শন ও উপনিষদ মানুষের জাগতিক জ্ঞান-সম্ভূত রচনামাত্র—কোনো প্রেরিত ধর্মগ্রন্থের ভাব বাণী নয়। তাই হিন্দু ধর্মের সাধারণ বিধি-বিধান, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে দর্শনের প্রভাব নগণ্য। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল দুঃখবাদ ও জন্মান্তরবাদ।

বৌদ্ধ দর্শন ঃ ইতিপূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে যে, দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মমতের দার্শনিক তত্ত্ব হইল—"স্রষ্টা ও আত্মায় অবিশ্বাস। কঠোর সাধনায় দেহজ চৈতন্য সত্তার বিলুপ্তি বা নির্বাণ। জন্ম-জন্মান্তরেরে দুঃখ হইতে মুক্তি।

জৈন দর্শন ঃ স্রষ্টায় অবিশ্বাস, কিন্তু আত্মায় বিশ্বাসী। আত্মার আকার জীবদেহের অনুরূপ। মানুষের আত্মা অবিকল মানুষের দেহের আকৃতির মত। গরুর আত্মা ঠিক গরুর দেহের ন্যায় ইত্যাদি।

www.pathagar.com

পুনর্জন্মের বাঁধন হইতে মুক্তির উপায় কঠোর সাধনারমাধ্যমে আত্মার দেহ হইতে বিযুক্তি বা নির্বাণ। জৈনদের সিদ্ধ পুরুষ তীর্থংকরগণই তাহাদের পথপ্রদর্শক।

হিন্দু দর্শন ঃ মূলত জন্মান্তরবাদ ও দুঃখবাদ। কর্মের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পরম তত্ত্ব, জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত না করা পর্যন্ত জীব পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীনতা হইতে তথা মানসিক ও দৈহিক দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মে বর্ণভেদ বা জাতিভেদের বিধানকে বংশাক্রমিক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবতা বিরোধী এই ব্যবস্থায় হিন্দু দর্শনের সমর্থন ও অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। নিম্নোক্ত শব্দগুলির মাধ্যমে হিন্দু দর্শনের তত্ত্বসমূহের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দর্শন বা উপনিষদ এই সব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ক. একত্ববাদ ঃ এক ব্রহ্মা ছাড়া আর কিছুই নাই। জগৎ সংসার সবই ব্রহ্মময়।

খ. অদ্বৈতবাদ ঃ এক ব্রহ্মা ছাড়া দ্বিতীয় নাই। জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদই অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদী মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সত্ত্বেও যে ভেদ বোধ হয়, জগৎ মিথ্যা সত্ত্বেও সত্য বলিয়া যে প্রতীতি হয়—ইহার কারণ মায়া। মায়ার নামান্তর অজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জীব-জগৎ-ব্রহ্ম এক ও একক। ইহাই অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্মজ্ঞানীর মতে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। জীব ব্রহ্মই, আর কিছু নয়। কাজেই দেখা যায় একত্ববাদ ও অদ্বৈতবাদ কখনও তৌহিদ বা একত্ববাদ নয়। একত্ববাদে সমগ্র সৃষ্টিতে এক প্রভু ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রভু বা উপাস্য নাই। তিনি সর্বশক্তিমান ও অংশীবাদ হইতে মুক্ত। সৃষ্টি ছাড়াই স্রষ্টা সম্পূর্ণ। সৃষ্টি তাহার ইচ্ছার প্রকাশ এবং ইহা মায়া বা লীলা নয়।

গ. সোহহং ঃ ব্রহ্মা ও আত্মা অভিন্ন—এই তত্ত্ব।

ঘ. সোহহম্ ঃ আমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্মা।

www.pathagar.com

ঙ. দ্বৈতবাদ ঃ দুই সত্তা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ।

চ. দ্বৈতাদ্বৈত ঃ দুই এর ভিতর এক। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। আবার জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইলে এক।

ছ. বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ ঃ পরমাত্মা সর্বেশ্বর ও নিত্য। জীবাত্মা বহু উপাধিমুক্ত, জীবাত্মাই নিত্য।

জ. জড় প্রকৃতি ঃ সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ, আদ্যাশক্তি স্বত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা।

ঝ. পুরুষ ঃ নির্গুণ, চৈতন্যময় পরম পুরুষ। এহ পুরুষ সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে চৈতন্যের আধান হইলেই সৃষ্টি।

ঞ. মায়াবাদ ঃ জগৎ প্রপঞ্চ সবই মায়া, শুধু ব্রহ্মাই সত্য।

ট. কৈবল্য ঃ কেবলের ভাব। পরমাত্মার মধ্যে আত্মার বিলীন হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রভাব বা সংসার হইতে মুক্তি।

ঠ. ব্রহ্ম চৈতন্য ঃ নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষ।

ড. প্রকৃতিবাদ ঃ প্রকৃতি দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা সাধিত হইতেছে—এইরূপ মতবাদ।

ঢ. চার্বাকবাদ ঃ দেহাতীত আত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া কিছুই নাই। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণেই দেহে চৈতন্য বা জীবনের সৃষ্টি। দেহের বিনাশের সাথে সাথেই সব কিছুর বিনাশ হয়।

ণ. পুরুষোত্তমবাদ ঃ পুরুষোত্তম পরমেশ্বরই সব কিছুর মূল। অক্ষর, নির্গুণ ব্রহ্মা ও ক্ষর, সগুণ ব্রহ্মা পুরুষোত্তমেরই প্রভাব বা লীলা অথবা বিভিন্ন ভাব।

উপরিউক্ত তত্ত্ব বা তথ্যসমূহই ভারতীয় তথা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দর্শন বা উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আগেই উক্ত হইয়াছে যে, এইসব গ্রন্থ মানুষের জাগতিক জ্ঞান সম্ভূত রচনা মাত্র। তাই মতের ঐক্য নয়, বরঞ্চ অনৈক্যই প্রকট হইয়াছে। আর এই সব ধ্যান-ধারণা

www.pathagar.com

হইতে সৃষ্টির সর্বময়, সর্বশক্তিমান একক প্রভূকে চিহ্নিত করা যায় না। আরওদার্শনিক তত্ত্ব দেখুন—

১. মীমাংসকদের (পূর্ব-মীমাংসা) মতে বেদবাণী সঠিক অর্থে ব্রহ্মবাণী না হইলেও ইহার বিধানসমূহ অভ্রান্ত ও পালনীয় যজ্ঞ, তপস্যা, দান—এই তিন কর্ম ত্যাগ করা বিধেয় নয়। এই সকল কর্ম চিত্ত শুদ্ধিকর এবং আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। এইভাবে মোক্ষলাভের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

২. সাংখ্য ঃ বস্তুতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান, তাহারই সাধারণ নাম সাংখ্য। এখানে বিশ্বনিয়ন্তা স্রষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। সাংখ্যমতে প্রথমে কর্মের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, তারপর কর্ম ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হয়। আত্মতত্ত্বের বিচার দ্বারা আমি দেহ নহি, আমি আত্মা এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—এই জ্ঞান লাভ করিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও মুক্তি হয়। মুক্তির অর্থ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীনতা হইতে মুক্তি। সাংখ্যমতে জ্ঞানীর কোন কর্ম-বন্ধন নাই। এই জগৎসংসার দুঃখময়। এই দুঃখ ত্রিবিধ, যথা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। জীবমাত্রই এই ত্রিবিধ দুঃখতাপে তাপিত। একমাত্র জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ জ্ঞান লাভই এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায়। এই জ্ঞানতত্ত্বে প্রকৃতি ২৪টি তত্ত্বের সমষ্টি। যথা—১. মূল প্রকৃতি, ২. মহত্তত্ত্ব, ৩. অহংকার, ৪—৮. পঞ্চ কর্ম ইন্দ্রিয়, ৯—১৩. পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ১৪. মন, ১৫—১৯ পঞ্চ তন্মাত্র, ২০—২৪. পঞ্চ মহাভূত। ইহাই হইল সৃষ্টিকর্ম। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি। এই মতবাদকে জড় প্রকৃতিবাদ বলা যায়। কারণ সাংখ্যদের পুরুষ নির্বিকার, নীরব, নিষ্ক্রিয়।

৩. পাতঞ্জল মতে যোগ সাধনাই মোক্ষলাভের বা মুক্তির উপায়। যোগের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা বিলুপ্তি। যোগের মাধ্যমে চরম সমাধির অবস্থায় মুক্তিলাভ। ব্রহ্মলোক বা ঈশ্বর প্রাপ্তি নয়। চিত্তের পাঁচটি অবস্থা, যথা—ক্ষিপ্ত,মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ বা সমাধি। যে উপায় দ্বারা চিত্তের মালিন্য অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বা মূঢ় ইত্যাদি ভাব জয় করিয়া উচ্চমার্গের শেষ পর্যায়ে নিরোধ সমাধি লাভ করে,

www.pathagar.com

তাহাকেই যোগ বলা হয়। এই যোগ সাধনার স্তর অনুযায়ী ইহা আট ভাগে বিভক্ত বলিয়া অষ্টাংগ-যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ঃ

(ক) যম ঃ পাঁচটি ভাগ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। (খ) নিয়ম ঃ পাঁচটি ভাগ—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বর প্রণিধান পর্যায়ে সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। ঈশ্বরের সাথে পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গযোগের সংযোগ শুধু ঈশ্বর-প্রণিধানে। ইহার পরে ঈশ্বর যুক্ত না হইলেও যোগ সাধনায় কোন অসুবিধা হয় না। (গ) আসন, (ঘ) প্রাণায়াম, (ঙ) প্রত্যাহার, (চ) ধারণা (ছ) ধ্যান, (জ) সমাধি—সমাধিই অষ্টাংগ যোগের সর্বশেষ পর্যায়। এই অবস্থায় চিত্ত আত্মচিন্তনে স্থির নিশ্চল হইয়া যায়। বাহ্য বিষয়ের কোনো জ্ঞান থাকে না। মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়। সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

[সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সাথে বৌদ্ধ দর্শন স্মরণীয়।]

৪. কঠোপনিষদের ধারণা—ইহা সাংখ্যবাদের বিপরীত। যথা—ইন্দ্রিয় সকল হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহৎ শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই পরম তত্ত্ব এবং পরম গতি। এই পরম তত্ত্ব লাভ করিলেই আত্মোপলব্ধি ঘটে। এইরূপ জ্ঞানবান আত্মার বিনাশ নাই, জন্ম নাই ও মরণ নাই। ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং ইহা হইতেও কোন বস্তু উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন।

৫. রামানুজের মতে পরমাত্মা সর্বেশ্বর ও নিত্য এবং জীবাত্মা সকলও নিত্য। ইহাদের পরস্পর ভেদ পরমার্থিক অর্থাৎ জীব ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন। জীব এক নয়, বহু এবং উপাধিযুক্ত (পরস্পর ভেদক গুণ বা ধর্মযুক্ত) জীবই নিত্য। অজ্ঞানের নাশ হইলেও জীবের ব্রহ্মে নির্বাণ হয় না। জীব ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মেতেই বাস করে। এই মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হিসাবে খ্যাত।

৬. ভারতীয় তথা হিন্দু ধর্মীয় দর্শন গ্রন্থগুলির মধ্যে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তই অদ্বৈতবাদের ধ্যান-ধারণা নিয়া রচিত। ব্রহ্মবাণী বেদ

www.pathagar.com

প্রকাশের শত শত বৎসর পর রচিত বেদব্যাস উত্তর মীমাংসাকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়। এই মতে ব্রহ্মা এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র। সকল জীবই নামরূপের সীমার শরীর মধ্যে অসীমের আত্মপ্রকাশ। জীব-দেহ বা তিন প্রকার। যথা—কারণ-শরীর, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীর। তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জন্ম-মৃত্যু রহিত হইয়া এই ত্রিবিধ শরীরই বিনষ্ট হয়। তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।

বেদান্ত দর্শনের প্রচারক শংকরাচার্যের মতে কর্মযোগ আর জ্ঞান-যোগ একই সাধনার দুইটি অংশ। প্রথমে নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। চিত্ত নির্মল হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে। তখন গুরুর নিকট তত্ত্বমসি (তুমিই তিনি) তত্ত্বে দীক্ষা নিয়া মনন (একাগ্র মনে চিন্তা) ও নিদি ধ্যাসন (নিরন্তর বিচার) করিলে মুক্তি লাভ হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়াই নিত্য। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই উভয়াত্মা অভিন্ন ও নিত্য। তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যাহা কিছু ভেদ দেখা যায়, তাহা দেহগত। দেহ বিনাশ হইলেই জীব ব্রহ্ম হয়। দেহভেদে জীব বহু। কিন্তু আত্মা-স্বরূপে সকল জীব এক এবং অনিত্য।

দর্শন মতবাদসমূহের মধ্যে অদ্বৈতবাদই এক ব্রহ্মার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। যদিও সর্বস্তরে ব্রহ্মার একক ও সার্বিক প্রভুত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। জীবাত্মাকে ব্রহ্মার অংশ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। অতঃপর মোক্ষলাভ করিলে জন্ম-মৃত্যু রহিত হইয়া জীবাত্মার ব্রহ্মায় বিলীন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রহ্মা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন।

১. ব্রহ্ম ঃ নির্গুণ পরমাত্মা, বেদ, ব্রহ্মা, পরমেশ্বর।

২. ব্রহ্মা ঃ সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, চতুরানন (চারি মুখ), বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব), দেবাদিদেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব)

৩. ব্রহ্মা ঃ কমল যোনি অর্থাৎ যিনি বিষ্ণু বা নারায়ণের নাভি কমল হইতে সৃষ্ট (স্বয়ং স্রষ্টা বিষ্ণুর নাভি হইতে সৃষ্ট)।

www.pathagar.com

৪. ব্রহ্মা ঃ সৃষ্টির প্রথম পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রকাশ। উল্লেখ্য অগ্নি, সূর্য ও শিবকে বলা হয় হিরণ্যরেতা।

৫. ব্রহ্মা ঃ স্বয়ম্ভু (আবার বিষ্ণু ও শিবও স্বয়ম্ভু)।

৬. ব্রহ্মা ঃ তাহার মানসপুত্র দশ প্রজাপতি। যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ। এই-দশ প্রজাপতি হইতেই যাবতীয় জীব সৃষ্ট।

৭. ব্রহ্মা ঃ তাহার চতুর্দশ পুত্র বৈবস্বত মনু অর্থাৎ আদি মানব ও মনুষ্য জাতির বিধানকর্তা।

৮. ব্রহ্মা ঃ যাহার স্ত্রী সাবিত্রী ও কন্যা সরস্বতী বলিয়া উক্ত।

৯. ব্রহ্মা ঃ যাহার মুখ, বাহু, বুক ও পা হইতে চারি বর্ণের মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে।

১০. ব্রহ্মার পরমায়ু ঃ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং আরও আরও সহস্র যুগে একরাত্রি। এখানে যুগ বলিতে পৃথিবীর চতুর্যুগ। এইরূপ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিতে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। এই হিসাবে ব্রহ্মার পরমায়ু ১০০ (একশত) বৎসর।

মানুষের এক বৎসর দেবতাদের একদিন ও একরাত্রের সমান। এইভাবে ৩৬০ দিন/রাত্রে এক বৎসর। তারপর বার হাজার বৎসরে চারি যুগ হয়। সুতরাং চারি যুগের পরিমাণ ১২,০০০ × ৩৬০ = ৪৩,২০,০০০ মানবীয় বৎসর। চারি যুগে এক মহাযুগ বা চতুর্যুগ। এইরূপ এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন = ৪৩,২০,০০০ × ১,০০০ = ৪৩২ কোটি মানবীয় বৎসর। ব্রহ্মার রাত্রিকালের পরিমাণও ঐরূপ। সুতরাং ৮৬৪ কোটি মানবীয় বৎসরে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্র অর্থাৎ এক অহোরাত্র। আবার ৩৬০ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর এবং এই হিসাবে একশত বৎসর ব্রহ্মা জীবিত বা জাগ্রত থাকেন। ইহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। তারপর ব্রহ্মলোক লয় পায় এবং ব্রহ্মা পরব্রহ্মে লীন হন।

[এই হিসাব নিকাশ আমার মাথায় ঢুকিবেও না, তাই মন্তব্য করারও কিছু নাই। তবে পদার্থ ও মহাশূন্য বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির শুরু এবং শেষ সম্বন্ধে তথ্য নিষ্কাশনে চেষ্টা করিতে পারেন।]

www.pathagar.com

আবার ব্রহ্মার একদিন বা মানুষের হিসাবে ৪৩২ কোটি বৎসরের সময়কে বলা হয় কল্প। এই কালের মধ্যে অর্থাৎ প্রতিটি কল্পে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এক এক মনুর যতকাল আবির্ভাব থাকে, তাহাকে মন্বন্তর বলা হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের অবতার, ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু, মনুপুত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই পর্যন্ত ছয় মন্বন্তর এবং ছয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে। বর্তমানে সপ্তম মনুর রাজত্ব চলিতেছে। তাহার নাম বৈবস্বত মনু বা শ্রাদ্ধদেব। বংশাবলী—'নারায়ণের নাভি কমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ (দেব পিতা), তৎপুত্র বিবস্বান বা সূর্য, তৎপুত্র বৈবস্বত মনু বা শ্রাদ্ধদেব, মনুর পুত্র ইক্ষাকু। এই ইক্ষাকু বংশেই রঘু, দশরথ, রামচন্দ্রের জন্ম। ইহার পর ব্রহ্মা সম্বন্ধে আলোচনা করা ক্ষান্ত দিলাম।

বৈদিক যুগ পরবর্তী হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভরতের আলোচনা অপরিহার্য। হোমারের ওডিসি ও ইলিয়ড গ্রীসবাসীদের নিকট প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অমর মহাকাব্য হিসাবেই সমাদৃত। ফিরদৌসীর মহাকাব্য শাহ্‌নামা শুধু মহাকাব্যই। ইতিহাসের মর্যাদাও তাহাকে দেওয়া হয় নাই। ফলে ইতিহাস ও শাহ্‌নামা উভয়েরই মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের বিরাট আখ্যান শুধু মহাকাব্য নয়, ইতিহাসকে পর্যন্ত-অতিক্রম করিয়া হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রসমূহ তাহাদের নিকট চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্বের মতই সত্য। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র ও মহাভারতের কৃষ্ণ যথাক্রমে বিষ্ণুর সপ্তম ও অষ্টম অবতার। রামায়ণে বর্ণিত বানরকুলের বীর শ্রেষ্ঠ হনুমানকে পর্যন্ত ভারতের বহু অঞ্চলে মহাসমারোহে পূজা করা হয়। সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ, পুরুবংশ, কুরুবংশের বর্ণনা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসে অমোঘ সত্য। শ্রীলংকায় রাক্ষস রাজত্ব, রাম-রাবণ যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকা ও যুদ্ধের ঘটনাসমূহ—সবই হিন্দু ধর্মমতে ধ্রুব সত্য। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ অতি পুণ্যের কাজ। হিন্দু ধর্মমতে এই সব ঘটনা ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ঘটনা। তাই উভয় গ্রন্থের রচনা কাল

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখিতে বিরত রহিলাম। আগেই উক্ত হইয়াছে, গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগে ভারতীয়গণ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনায় অভ্যস্ত ছিল না। তবে তাহাদের সবকিছুই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম—এইরূপ ধারণায় তাহারা অভ্যস্ত ছিল এবং আছে। সমগ্র রামায়ণ বাল্মিকী মুণির ও সমগ্র মহাভারত ব্যাস মুণির একক ও এককালীন রচনা কিনা, আপাতত এই প্রশ্নেও আলোচনা করিলাম না। তবে মহাভারতেই উল্লেখ আছে (আদিপর্ব) যে, বেদব্যাস ২৪ হাজার শ্লোকে ভারত সংহিতা রচনা করেন এবং উহারই পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মুণি এই ভারত সংহিতাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। উহাই আবার জন্মে জয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল।

পরে উহাতে বিভিন্ন লেখকের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া আকার প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবেই ভারত সংহিতা মহাভারত হইয়াছে।

এইবার পুরাণ উপপুরাণ ধর্মশাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিবার পূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ' সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিতেছি।

বৈদিক যুগের অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, সরল সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা, জনপদভিত্তিক গণতন্ত্র, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হইতে থাকে। তদ্স্থলে নগরভিত্তিক শক্তিশালী রাজতন্ত্র, সামাজিক ঐক্য বিনষ্টকারী উচ্চ নী= ভেদাভেদসূচক চারিবর্ণ প্রথা, নব নব জটিল ধর্মীয় বিধি-বিধান, যাগ-যজ্ঞের পাশাপাশি দেব-দেবীসমূহের মূর্তিপূজা ইত্যাদি দৃঢ়ভাবে কায়েম হইতে থাকে। সার্বজনীন ধর্মাধিকার বিলুপ্ত করিয়া যজ্ঞবেদী ও রাজবেদীর সর্বক্ষমতা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কুক্ষিগত করে। বর্ণভেদ প্রথা স্থায়ী জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়। বৈশ্য ও শূদ্রগণ তুলনামূলকভাবে ছিল দুর্বল ও অসহায়। ধর্মীয় বিষয়ে ব্রাহ্মণ শ্রেণী নিজেদের ক্ষমতা ভোগের অধিকারকে বিধি প্রদত্ত বলিয়া ধারণা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হয়। তৎপর রাজবংশ বা রাজশক্তির গুণগানে এই ধর্মাচার্যগণ কর্তৃক রচিত হইতে থাকে ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ পুরাণ, উপপুরাণ ইত্যাদি। দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্গণের চিন্তাধারায় সমতা না থাকায় ও সমাজ জীবনের সাধারণ স্তরে তাহাদের কোন প্রভাব না থাকায়, তাহারাও এই অসম পরিবর্তন রোধে ব্যর্থ হন। অবশেষে ক্ষত্রিয় বর্ণ ও ধর্মাচার্য তথা ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও ধর্মাধিকার মানিয়া নিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

বর্ণশ্রেষ্ঠের আশির্বাদ ছাড়া ক্ষত্রিয়দের পক্ষে রাজ্য শাসন সম্ভব ছিল না। শাস্ত্র রচনা, শাস্ত্র শিক্ষাদান, যাগ-যজ্ঞ, পূজা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনার একক ও বংশগত অধিকার ও দায়িত্ব ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়। ইহাই হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাহারা ধর্মের নামে যাহাই রচনা করিত, তাহাই ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত হইত। এইভাবেই বর্তমান হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি রচিত হয়।

সর্বমোট আঠার খানি পুরাণগ্রন্থ এবং সমসংখ্যক বা ততোধিক বহু উপপুরাণ আছে। পুরাণ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ, যথা—আদি পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কল্কি পুরাণ, কালিকা পুরাণ, শূন্য পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ বৃহন্নারদীয় পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ উল্লেখযোগ্য। পুরাণ ও উপপুরাণ গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় বহু দেবদেবীর কাহিনী ও বর্ণনা, দেবলোকের আশীর্বাদপুষ্ট মুণিঋষি, বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশের কাহিনী ইত্যাদি। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, অধিকাংশ পুরাণ-উপপুরাণ গুপ্তযুগের সময় বা পরবর্তীকালে বর্তমান আকারে সংকলিত হয়। বিষ্ণু পুরাণে মৌর্য বংশের এবং মৎস্য পুরাণে অন্ধ্ররাজদের বংশ-তালিকার বিবরণ আছে। পুনরায় উল্লেখ করিতে হয় যে, রাজ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত পুরোহিত ও শাস্ত্রকারগণই এইরূপ কাহিনী প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের রচয়িতা।

হিন্দু ধর্মের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দেবদেবীর পরিচয় ও তৎসহ কয়েকটি ধর্মীয় কাহিনী

সমুদ্র মন্থন ঃ মন্দার পর্বতকে কেন্দ্র করিয়া, উহাকে দণ্ড এবং শেষ নাগ অনন্তদেবকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করিয়া অমৃত আহরণের জন্য দেবতা ও অসুরগণ মিলিতভাবে সমুদ্র জলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এইভাবে সমুদ্র মন্থনে নিম্নোক্ত দিব্য জিনিসগুলি আহরিত হয়।

১. মহাবিষ ঃ সৃষ্টি রক্ষার্থে পরমেশ্বর শিব উহা নিজ কণ্ঠে ধারণ করেন। এইজন্য তাহার নাম নীলকণ্ঠ।

www.pathagar.com

২. অমৃত ঃ অমর হওয়ার সুধা। বিষ্ণু (নারায়ণ) মোহিনী নামে অপরূপ নারীবেশ ধারণ পূর্বক ছলনা করিয়া শুধু দেবতাগণকে অমর করিবার জন্য অমৃত পান করাইয়া অসুরদের বঞ্চনা করেন। তবে দেব-সারিতে উপবিষ্ট একটি অসুরকে ভুলক্রমে অমৃত দান করিলে সে তাহা গলাধঃকরণের পূর্বেই তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়। কিন্তু অমৃতের গুণে অসুরটির মুখমণ্ডল অমরত্ব লাভ করে। ইহাই অষ্টম গ্রহ রাহু, যাহা প্রতি বৎসর সূর্য ও চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে। এইজন্যই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।

৩. ঐরাবত ঃ দৈব শক্তি সম্পন্ন হস্তী। দেবরাজ ইন্দ্রকে দেওয়া হয়।

৪. উচ্চৈঃশ্রবা ঃ দৈবশক্তি সম্পন্ন অশ্ব। দেবরাজ ইন্দ্রকে দেওয়া হয়।

৫. পারিজাত ঃ অপূর্ব পুষ্পবৃক্ষ। দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যানের শোভার জন্য প্রদত্ত হয়।

৬. কামধেনু বা সুরভি ঃ এই গাভীর নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় (যেমন কল্পতরু)। ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ মুণিকে দেওয়া হয়।—ইত্যাদি।

বায়ান্ন মহাপীঠ বা তীর্থস্থান ঃ দক্ষকন্যা সতী ছিল শিবের আদিপত্নী। দক্ষযজ্ঞ আমন্ত্রিত হইয়া দক্ষমুখে পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী আত্মহত্যা করিলে রুদ্র-মূর্তিতে শিব উপস্থিত হইয়া দক্ষ হত্যা এবং যজ্ঞ নষ্ট করেন। তৎপর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়া প্রলয় নৃত্য শুরু করিলে, সৃষ্টি রক্ষার জন্য বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করেন। সর্বমোট বায়ান্নটি দেহখণ্ড বর্তমান বেলুচিস্তানের হিংলাজ হইতে আসামের কামাখ্যা পর্যন্ত একটি করিয়া বায়ান্ন স্থানে পতিত হয়। এইভাবেই ৫২ মহাপীঠ বা ৫২ মহাতীর্থের উদ্ভব হয়।

ভবগান বুকে পদচিহ্ন ঃ মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার অন্যতম মানস পুত্র ও ভৃগু বংশের আদিপুরুষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিন দেবাদিদেবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার জন্য মুণি-ঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া ইচ্ছাপূর্বক সম্মান প্রদর্শন না করায় ব্রহ্মা

www.pathagar.com

অসন্তুষ্ট হন। তাহাকে তুষ্ট করিয়া ভৃগু শিবের নিকট গিয়া একইভাবে সম্মান প্রদর্শন না করায় শিব রুষ্ট হইলে তাহাকে তুষ্ট করিয়া বিষ্ণু সন্নিধানে গমন করেন। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত থাকায় ভৃগু তাহার বক্ষদেশে পদাঘাত করিয়া তাহাকে জাগ্রত করেন। বিষ্ণু জাগিয়া রাগ করা দূরে থাকুক, ভৃগুর পায়ে ব্যথা লাগিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। ভৃগু তখন স্থির করেন বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। ভৃগুর পদচিহ্ন বিষ্ণু সযতনে আপন বুকে ধারণ করিয়া আছেন।

পরশুরামের কুঠার ঃ জমদগ্নি মুণির পুত্র এবং বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। পিতার আদেশে মাতা রেনুকাকে ব্যভিচারের জন্য হত্যা করেন। এই হত্যাজনিত পাপে তাহার হাতে কুঠার আটকাইয়া যায়। সর্বতীর্থ ঘুরিয়াও কোন ফল না পাইয়া অবশেষে লাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে কুঠার খসিয়া যায়। তাই পাপ ক্ষয়ের জন্য এখনও নির্দিষ্ট তারিখ লাঙ্গলবন্দে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-ধর্ম অনুসারী পুণ্যস্নান করিয়া থাকে। এই পরশুরাম কুঠার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী একুশবার (!) নিঃক্ষত্রিয় করেন।

গঙ্গা কাহিনী ঃ পবিত্রতম নদী গঙ্গার তিনটি ধারা। স্বর্গে মন্দাকিনী, পৃথিবীতে ভাগীরথী বা গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী। গঙ্গা নদীর সাথে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের কাহিনী জড়িত। ভগীরথের তপস্যায় শিবের জটা হইতে গঙ্গার ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, তাই ইহার এক নাম ভাগীরথী। পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞস্থল প্লাবিত করায় তিনি গঙ্গা নদীকে পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের অনুরোধে জানুপথে বাহির করিয়া দেন। তাই ইহার অপর নাম জাহ্নবী। বাংলাদেশে গঙ্গার ধারার নাম পদ্মা (লক্ষ্মী বা মনসা দেবী) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে (দশহরা) গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের দিন। এই দিন গঙ্গা স্নান করিলে দশ প্রকার পাপ ক্ষয় হয়। নদী-রূপীনি গঙ্গা দেবীকে শিব-পত্নী বলা হয়। কুরুবংশের রাজা শান্তনু ব্যাস মুণির মাতা সত্যবতীকে বিবাহের পূর্বে গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। ফলে গঙ্গার গর্ভে আট পুত্রের (অষ্টবসু) জন্ম হয়। কনিষ্ঠ পুত্র দেবব্রত বা ভীষ্ম। ইনিই কৌরব পান্ডবের পিতামহ।

www.pathagar.com

অবতার ঃ সৃষ্টির রক্ষাকর্তা হরি বা বিষ্ণু বা নারায়ণ সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রয়োজন বোধে যে কোন রূপ ধারণ পূর্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রে দশজন অবতারের কাহিনী আছে। নয়জন অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সর্বশেষ অবতার কল্কী শুধু বাকী রহিয়াছে।

দশ অবতারের বর্ণনা

১. মৎস্য অবতার ঃ পৃথিবী প্রলয় জলধি জলে নিমগ্ন হইলে বিষ্ণু মৎস্য বা মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্মমূল বেদকে রক্ষা করিয়াছেন। তাই তিনি বেদাশ্রয়া।

২. কূর্ম অবতার ঃ কূর্ম (কচ্ছপ) রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণু নিজ পৃষ্ঠে ধরণীকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩. বরাহ (শূকর) অবতার ঃ বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া বর নামক অসুরকে বধ করেন।

৪. নৃসিংহ অবতার ঃ প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরন্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু নৃসিংহ (মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত মানুষের আকার, কোমরের নিম্নদেশ সিংহের আকার) অবতাররূপে অবতীর্ণ হন।

৫. বামন অবতার ঃ ত্রিপদ বিশিষ্ট বামন অবতার রূপে (দেবমাতা অদিতির পঞ্চম সন্তান) অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রকে পুনরায় স্বপদে বহাল করিবার জন্য দৈত্যরাজ বলীকে বধ করেন।

৬. পরশুরাম অবতার ঃ ষষ্ঠ অবতার রূপে জমদগ্নি মুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ আদেশে নিজ মাতাকে হত্যা করেন। একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং কুরুক্ষেত্রে নিজ রক্ত দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করেন।

৭. রাম অবতার ঃ সপ্তম অবতাররূপে বিষ্ণু রঘুবংশে রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষিণ ভারতে বানরদের রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া অজেয় রাক্ষসরাজ রাবণ রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া পৃথিবীতে সুশাসন স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

৮. কৃষ্ণ অবতার ঃ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। বাসুদেব কৃষ্ণ বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে নন্দ ঘোষের গৃহে লালিত পালিত হইয়া আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধিকার সাথে অশেষ লীলা খেলা করেন। নিজ মাতুল অত্যাচারী মথুরাধিপতি কংসকে বধ করেন। বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারকার রাজারূপে যদু বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কুরু-ক্ষেত্রে যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথী এবং পাণ্ডবদের কুটনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতী কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন।

৯. বুদ্ধ অবতার ঃ বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া অশেষ দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদগুণের বিশেষ প্রচার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

[এতক্ষণ বিভিন্ন কাহিনী সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করি নাই। আর মন্তব্য করারই বা কি আছে? যত ইচ্ছা সমুদ্র মন্থন হউক, আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে গঙ্গা নদীর অস্তিত্ব না থাকুক। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ কিরূপে বিষ্ণুর নবম অবতার? অনিত্যবাদী-অনাত্মবাদী-নিরিশ্বরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম কি হিন্দু ধর্মের শাখা? গৌতম বুদ্ধ কি ঈশ্বর, আত্মা, বর্ণভেদ প্রথা, দেবদেবীবাদ, বেদবাক্য ও পুর্ববর্তী আট অবতারকে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন?]

১০. কল্কী অবতার ঃ কলিযুগের শেষ প্রান্তে বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া ধরাধামে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন। তিনি অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া হস্তে ভীষণ খড়্গ ধারণপূর্বক বেদ-বিদ্বেষী ও দুরাচারগণকে দমন করিবেন। কল্কী দশ অবতারের শেষ অবতার।

অবতার প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি শেষ কথা। যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদগীতায় উক্ত পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহারা কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই ও অগ্রজ (রোহিণীর গর্ভজাত) বলরাম বা বলদেবকে অষ্টম অবতাররূপে গণ্য করেন। বলদেবের অস্ত্র হল বা লাঙল।

www.pathagar.com

বৈষ্ণবাগমে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যামরায় শ্রীকৃষ্ণই সর্ব-অবতারী স্বয়ং ভগবান। তিনি বিষ্ণু অবতার নহেন: তিনি কাহারও অবতার নহেন। তিনি অনাদি ও সর্বাদি। কৃষ্ণলোকের নাম গোলোকধাম। বিষ্ণুলোকের নাম বৈকুন্ঠ ধাম। আনন্দস্বরূপ যে শক্তি সহায়ে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দলীলা করেন; তাহার নাম হলদিনী শক্তি। শ্রীরাধা মূর্তিমতী হলদিনী শক্তি। শক্তি ব্যতীত লীলা হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীরাধা ভিন্ন কৃষ্ণ নাই। যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম স্বরূপ। গোপীগণ শ্রীরাধিকার লীলার সহায়িকা। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ তথা আদি পুরুষ।

অথচ ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু বলিয়া আখ্যায়িত। যেমন—

(১০।২১)—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য।

(১১।২৪)—হে বিষ্ণু, তোমার মস্তক আকাশ স্পর্শ করিয়াছে।

(১১।৩০)—হে বিষ্ণু, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসকল দ্বারা সমস্ত লোককে চারিদিকে গ্রাস করিয়া পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিতেছ।

(১০।৩৭)—বৃষ্ণিবংশীয়দের আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। এই স্ববিরোধী তথ্য বা তত্ত্বের উপর মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

এইরূপ শত শত ধর্মীয় আখ্যান আছে। আছে বিশ্বম্ভর বিষ্ণু কর্তৃক কেশি, মধু-কৈটভ দৈত্য বধ, কার্তিক কর্তৃক তারকাসুর, শিবের ত্রিপুরাসুর, কালিকার রক্তবীজ অসুর, দুর্গার শুম্ভ-নিশুম্ভ ও মহিষাসুর বধের কাহিনী। আরও আছে তিলোত্তমা ও সুন্দ-উপসুন্দ, গজ-কচ্ছপ, কল্পতরুর উপাখ্যান। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পত্নী তুলসী দেবী ও বিষ্ণুর কাহিনী ও শাপগ্রস্ত হইয়া বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলায় ও তুলসী দেবীর তুলসী গাছে রূপান্তর। দেবগুরু বৃহস্পতি-পত্নী তারাদেবীর সাথে চন্দ্রদেবের কাহিনী ও বুধের জন্ম। গৌতম মুনির পত্নী অহল্যার সাথে দেবরাজ ইন্দ্রের কাহিনী—ফলে অহল্যা হয় পাষাণ আর ইন্দ্রের দেহে প্রকাশ পায় সহস্র যোনী বা সহস্র লোচন-ইত্যাদি-ইত্যাদি।

এইবার কতিপয় দেব-দেবী, ইত্যাদির পরিচয়—

দুর্গার দশমূর্তি বা দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা মাতঙ্গী ও কমলা।

www.pathagar.com

নবদুর্গা—পার্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মাণ্ড, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রী, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা।

অষ্টবজ্র—বিষ্ণুর সুদর্শন চন্দ্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুনের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি ও দুর্গার অসি।

অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস।

অষ্ট দিকপাল—ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈঋত, বরুন, মরুৎ, কুবের ও ইশান।

অষ্ট নাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শংখ।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী।

অষ্টবিবাহ—ব্রাহ্ম, দেব, আর্ষ প্রজাপাত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পিশাচ।

অষ্টাঙ্গ (সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম—জানু, চরণ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, দৃষ্টি ও বাক্য—এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণাম।

অষ্টশক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চিকা।

সপ্তশতী—সাতশত শ্লোক বিশিষ্ট চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যের গ্রন্থ।

সপ্তসাগর—লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, স্বাদুদক।

সপ্তপত্নী—শ্রী, বাক, কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—ধর্মবেদের এই সাত পত্নী।

সপ্ত পাতাল—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল।

সপ্তর্ষি বা সাত ঋষি শ্রেষ্ঠ—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট।

সপ্তমাতা—গর্ভধারিণী, ধাত্রী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, পৃথিবী ও গরু।

www.pathagar.com

ছয় মাঙ্গল্য দ্রব্য—গো-মূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, গোরোচনা।

অদিতি—দক্ষকন্যা, দেবগণের মাতা, কশ্যপ মুণির স্ত্রী।

দিতি—কশ্যপ মুণির স্ত্রী, দৈত্যগণের মাতা।

বার অদিতি নন্দন (বার আদিত্য)—সূর্য (বিবস্বান), অর্জমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম।

ষোড়শ মাতৃকা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জরা, দেবসেনা, স্বধী, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা, আত্মদেবতা।

চন্দ্র—দ্বিজপতি বা ব্রাহ্মণদের অধিপতি।

চন্দ্রপত্নী—দক্ষকন্যা সাতাইশ নক্ষত্র, যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগাশিরা, আদ্রা, পুর্ণবসু, পুশ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, হস্তা, উত্তর ফাল্গুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতাভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা ও রেবতী।

বাহন—শিবের বাহন বৃষ বা ষাঁড়, বিষ্ণুর গরুড় (বিনতার পুত্র ও দৈব শক্তি সম্পন্ন পক্ষী, গরুড় ভাই অরুণ—সূর্য সারথি, বোন অরুণা —অপ্সরা), দুর্গার, সিংহ, গঙ্গার মকর, লক্ষ্মীর পেঁচা, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, ষষ্ঠী দেবীর বাহন বিড়াল।

স্বয়ংসৃষ্ট—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।

দেবাদিদেব—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালন বা রক্ষাকর্তা বিষ্ণু, ধ্বংস বা সংহারকর্তা শিব।

আবাস—ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুর বৈকুন্ঠ, শিবের কৈলাস।

হর—শিব বা মহাদেব, পাঁচ মুখ বলিয়া পঞ্চানন, কপালের জ্ঞান-নেত্র সহ ত্রি-নয়ন, বিশ্বেশ্বর, মহাপ্রভু, মহাকাল শিবের রুদ্র রূপ, ভূর্তনাথ—শ্মশানে বাসকারী শিব, শিবের অনুচরগণ—নন্দী, ভৃংগী প্রমথ, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি।

ভৈরব—শিবের রুদ্রমূর্তি।

পুত্র-কন্যাগণ—গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

www.pathagar.com

শিবলিঙ্গ—বিশ্বেশ্বর শিবের লিঙ্গ। পাথর বা মাটি নির্মিত এই লিঙ্গের পূজা করা হয়।

হরি—বিষ্ণু, নারায়ণ, পরমেশ্বর। জগতের পালনকর্তা বলিয়া বিশ্বম্ভর। স্ত্রীর নাম—লক্ষ্মীদেবী ধনসম্পদের দেবী, হরিপ্রিয়া।

দুর্গা—শিব-পত্নী। হিমালয় কন্যা বলিয়া হৈমবতী, মাতার নাম মেনকা। দুর্গার আদ্যাশক্তি বা মূলশক্তি নারায়ণের অংশ সম্ভূত বলিয়া দুর্গার এক নাম নারায়ণী। কৈবল্যদায়িনী-দুর্গার নাম বিশেষ—আদ্যাশক্তি, ঈশ্বরী। বিশ্বেশ্বরের পত্নী বিধায় বিশ্বেশ্বরী। জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা দেবী পৃথিবীর পালয়িত্রী—দুর্গার বিশেষ রূপ। বাসন্তী পূজা—বসন্তকালের দুর্গা পূজা। কাত্যায়ন মুনি প্রথম দুর্গার উপাসনা করেন, তাই দুর্গার অন্যতম নাম কাত্যায়নী। শরৎকালীন শারদীয়া পূজা—দুর্গার অকাল বোধন, রামচন্দ্র শ্রীলংকা অভিযানের পূর্বে এই সময়ে দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান করেন। পার্বতী বা উমা বা হৈমবতীর পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে মাতৃপূজাও বটে।

মহালয়া—দুর্গা পূজার মহাসপ্তমীর পূর্ববর্তী অমাবস্যা। পিতৃ তর্পণের জন্য নির্দিষ্ট তিথি।

কল্পারম্ভ—মহা সপ্তমীর পনর দিন পূর্ব হইতে নিত্য পালনীয় অনুষ্ঠান।

অর্ধ—নারীশ্বর মূর্তি—হর-গৌরী বা শিব দুর্গার একমূর্তিতে প্রকাশ।

নারসিংহী—অর্ধনর ও অর্ধসিংহীরূপী নৃসিংহদেবের জ্যোতি হইতে উদ্ভূত শক্তিকলা বা দুর্গার এক শক্তি বিশেষ।

চণ্ডীদেবী—দুর্গার রূপ বিশেষ।

রণচণ্ডী—দানবদের সহিত উন্মত্তভাবে সংগ্রামকারিণী চণ্ডী।

গণেশ—শিব-দুর্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গণশক্তির অধিদেবতা, সিদ্ধিদাতা। হাতীর মাথা ও মানুষের শরীরাকৃতি।

কার্তিক বা কার্তিকেয়—শিব-দুর্গার পুত্র ও দেব সেনাপতি।

সরস্বতী—শিব-দুর্গার কন্যা (মতান্তরে ব্রহ্মাকন্যা), বিদ্যা ও কলা দেবী, বাকশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

www.pathagar.com

লক্ষ্মী—শিব-দুর্গার কন্যা, বিষ্ণু-পত্নী, ধন-সম্পদের দেবী।

কালী—দুর্গার দশ মহাবিদ্যা বা দশ মূর্তির এক বিশেষ রূপ।

মহাকালী—মহাকাল শিবের স্ত্রী।

শ্মশান কালী বা শ্যামা—ভূতনাথ শিবের স্ত্রী, শ্মশানে বাসকারিণী।

নৃমুণ্ডমালিনী—নরমুণ্ডসমূহের মালা ধারণকারিণী কালিকা দেবী।

রক্ষাকালি—রোগ, মহামারী ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই কালির পূজা করা হয়।

আন্নাকালী—যাহাতে আর কন্যা না জন্মে, এইজন্য নবজাত কন্যার এই নাম রাখা হয়।

ভদ্রকালী—দুর্গার অন্যতমা কালীরূপ।

দক্ষিণাকালী—শিবের বুকে দক্ষিণ পদ স্থাপনকারিণী কালিকা দেবী।

ষষ্ঠিদেবী—সন্তানের রক্ষাকারিণী দেবী।

শীতলাদেবী—বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মনসাদেবী—নাগমাতা, সর্পদেবী। আস্তিক মুণিকে মনসার পুত্র বলা হয়।

মনসামঙ্গল—মনসা দেবীর মাহাত্ম্য ও কাহিনীর ধর্মশাস্ত্র।

কলিদেবতা—কলিযুগ বা শেষযুগের অধিদেবতা।

বাস্তুদেবতা—গৃহ বা বংশের অধিদেবতা।

গণদেবতা—সংগভূত দেবগণ, যথা—৪৯ বায়ু, ৮ বসু ও ১২ আদিত্য।

যম—ধর্মদেব, পাপ-পুণ্যের হিসাবের কর্তা। স্ত্রী—যমনী, ভগিনী—যমুনা, অনুচর—কালপুরুষ।

ধন্বন্তরী ও অশ্বিনীকুমার যমজ ভ্রাতৃদ্বয়—দেবতাদের চিকিৎসক।

যক্ষ—ভূগর্ভে প্রোথিত অর্থরাশির রক্ষক।

যক্ষপুরি—কৈলাস পর্বতের উপরে স্থাপিত যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী।

www.pathagar.com

সূর্যপুত্র – শনি, যম, কর্ণ।

সূর্যকন্যা—যমুনা, তপতী, বিদ্যুৎ।

অশ্বিনী—অশ্বারূপধারিণী সূর্যপত্নী।

বিশ্বকর্মা—দেব শিল্পী।

গন্ধর্ব—দেবযোনী বিশেষ, স্বর্গের গায়ক শ্রেণী। প্রধান গায়ক-চিত্ররথ।

কিন্নর-কিন্নরী—ঘোড়ার মত মুখ, মানুষের মত দেহবিশিষ্ট দেব-লোকের গায়ক-গায়িকাগণ।

বরুন—জলদেবতা।

অর্যমা—পিতৃদেবতা।

পুন্নাম নরক—যাহাদের পুত্র সন্তান হয় নাই, তাহাদের বাসস্থান।

পিতৃলোক—চন্দ্রলোকে অবস্থিত স্বর্গ। এইখানে পূর্বপুরুষগণ পুণ্য-ফল অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

পিণ্ডদান—পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু পদে অর্পিত অন্নের ডেলা।

পিতৃ-তর্পণ—পিতৃ পুরুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলদানের অনুষ্ঠান।

তিলাঞ্জলি—মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তাহার জীবিত বংশধর কর্তৃক তিল ও জল অঞ্জলি করিয়া তর্পণ।

ঋষি শ্রাদ্ধ – মুনি ঋষিদের শ্রাদ্ধে কেবল কলাপাতা কাটিতে হয়, কাহাকেও খাওয়ান হয় না।

হিন্দুধর্মের দেবদেবীদের সামান্য পরিচয় ও গুটিকয়েক কাহিনী বর্ণনার এইখানেই ইতি; যদিও অতি অল্প বলা হইল। অযথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে। এক্ষণে শেষ পর্যায়ে ভগবদ্‌গীতার আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তবে তৎপূর্বে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া নিতে চাই। সজীব কন্যাটিকে

www.pathagar.com

সযতনে সাজাইয়া বাহিরের সবাইকে দেখাইয়া গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। কিন্তু আপন ঘরে সে নির্মমভাবে অবহেলিতা। সেখানে সদা সতর্কভাবে নিয়মিত ভোগ দেওয়া হয় অন্যকে; আর তার প্রসাদ পায় সবাই। ভারতের দর্শনশাস্ত্রের বেলায় ইহা কঠোর সত্য। বহু জ্ঞানী-গুণীজন বহির্বিশ্বে ভারতীয় দর্শনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ধর্ম-জগতে ইহার প্রাচীনতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এক প্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সহজ সত্য কথাটি এই যে, নিজেদের দেশে প্রচলিত সার্বজনীন ধর্মবিশ্বাসে সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের চেয়ে একটি তুলসী গাছের মর্যাদা অনেক বেশী।

এইবার বহুল আলোচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন বা উপনিষদ বা বাণী শাস্ত্র ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাইতেছে ঃ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে অতঃপর উল্লেখের বেলায় শুধু গীতা লিখা হইবে। গীতা আসলে কোন পৃথক ধর্মশাস্ত্র নয়। ইহা মহাকাব্য মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ বিশেষ। আঠার অধ্যায়ের সমষ্টি গীতা সম্বন্ধে হিন্দুধর্মাবলম্বী অনেক চিন্তাবিদের ধারণা যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত (রচনার মধ্যে মূল লিখক বা বক্তা ব্যতীত অন্য কাহারও লিখা ঢুকান হইয়াছে এমন) শ্লোকে আকীর্ণ। আবার তাহাদের অনেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথি, দ্বারকার রাজা কৃষ্ণকে ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের অতীত পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বলিয়া মনে করেন না। এতদ্‌সম্পর্কে আমার কোন মন্তব্য নাই বা এই সম্বন্ধে কোন আলোক-পাত করা হইতেছে না। শুধু সরলভাবে গীতার উৎস সম্পর্কে ও ইহার কতিপয় শ্লোকের উদ্ধৃতিপূর্বক গীতাশাস্ত্রের সারবত্তা পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরা হইতেছে।

গীতার উৎস ঃ কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রথম দিনের যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাই গীতার উৎস। কৌরব প্রধান ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি যাহাতে হস্তিনাপুরে রাজপ্রাসাদে বসিয়া কুরুক্ষেত্রের ঘটনাসমূহ তৎক্ষণাৎ জানিতে পারেন, সেইজন্য মহাভারত প্রণেতা ব্যাসমুণি ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী তাহার প্রিয় অমাত্য সঞ্জয়কে

www.pathagar.com

দিব্যচক্ষু এবং দিব্যশ্রবণশক্তি প্রদান করেন। সঞ্জয় এই শক্তিলাভ করিয়া কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত সব ঘটনা ও কথার চলতি বিবরণী ধৃতরাষ্ট্রের পার্শ্বে অবস্থানপূর্বক তাহাকে সাথে সাথে অবহিত করেন। যুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্জুন আত্মীয়-স্বজনদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনীহা প্রকাশ করায় তাহাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কৃষ্ণ বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেন। এই সমস্ত উপদেশই প্রশ্নোত্তর আকারে (প্রশ্নকারী অর্জুন, উত্তরদাতা কৃষ্ণ) গ্রথিত করিয়া গীতারূপে সংকলিত হয়। প্রধান বারটি উপনিষদে আত্মা, আত্মার মুক্তি, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাই উপস্থাপন করা হইয়াছে। গীতায় একমাত্র পুরুষোত্তমবাদ তত্ত্ব প্রকাশ করা হইলেও গীতাকে ত্রয়োদশ উপনিষদ হিসাবে ভাগবদ-গীতোপনিষদও বলা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রথমে কৃষ্ণের এই ভাগবত ধর্মের প্রতি উপেক্ষা করিলেও পরে বৌদ্ধধর্মের প্রবল তরঙ্গ হইতে তাহাদের বর্ণবাদী স্বার্থ ও সামাজিক প্রাধান্য রক্ষার তাগিদে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করেন। ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণমাহাত্ম্য বিষ্ণুপুরাণের সহিত পবিত্র ধর্মতত্ত্ব হিসাবে আদৃত হয়। একটি কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মমতের জোয়ারকে দুর্বল ও প্রায় নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভগবদ্‌গীতার ভূমিকা তথা প্রচার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গীতায় পুরুষোত্তমবাদ

(প্রথমে অধ্যায় সংখ্যা, পরে শ্লোক সংখ্যা)

(১৪।২৭)—"যেহেতু আমি অব্যয় এবং অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মার প্রত্যগাত্মা (পরমেশ্বর) অর্থাৎ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম, সনাতন ধর্মের প্রতিমূর্তি এবং অখণ্ডিত সুখের আকর।"

(১৫।১৬)—"ক্ষর (বিনাশশীল) এবং অক্ষর (অবিনাশী) এই দুই পুরুষ জগতে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে চরাচর ভূতবর্গ ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষর নামে কথিত।"

(১৫।১৭)—"পূর্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন অপর এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনিই ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তিনিই অব্যয় ঈশ্বর।"

www.pathagar.com

(১৫।১৮)—"যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেইহেতু আমি বেদে এবং লৌকিক শাস্ত্রে পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।"

(৩।১৫)—"কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সম্যুৎপন্ন, অতএব সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

(৭।৪)—"পৃথিবী, জল, আলো, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আট ভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।"

(৭।৫) পূর্বে যে আট প্রকার প্রকৃতির কথা বলিয়াছি তাহা আমার অপরা প্রকৃতি, ইহা হইতে ভিন্ন আমার একটি প্রকৃতি আছে, তাহা আমার পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতিই জীব হইয়াছে এবং এই জগতকে ধরিয়া আছে।"

[উপরোক্ত শ্লোকসমূহ হইতে আবার নূতন এক স্রষ্টা ও সৃষ্টি-তত্ত্ব পাওয়া গেল। ক্ষর ব্রহ্ম বিনাশশীল, ক্ষর ব্রহ্মই সগুণ তথা পরা প্রকৃতি অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি। অক্ষর ব্রহ্ম অবিনাশী। অক্ষর ব্রহ্মই নির্গুণ আবার অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড় প্রকৃতি। আর ক্ষর ও অক্ষর উভয় ব্রহ্মের উৎস বা উৎপত্তি স্থান স্বয়ং পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের প্রভব বা বিভাব অক্ষর পুরুষ (অপরা প্রকৃতি)—তৎপর ক্ষর পুরুষ (পরা প্রকৃতি)। ইহাই একমেবাদ্বিতীয়াম্ তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, উত্তর মীমাংসা ও মহাভারত (গীতাসহ) একই ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত—তিনি ছিলেন 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস'। উপরোক্ত দার্শনিকভাবের তত্ত্বের সাথে আরও কয়েকটি জরুরী ও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব গীতা হইতে আমাদের জানা দরকার।]

গীতায় সৃষ্টি ও পুনর্জন্ম

(১৪।৩)—"হে ভারত (অর্জুন), মহৎ ব্রহ্মই আমার গর্ভাধান স্থান। তাহাতেই আমি গর্ভ নিক্ষেপ করি এবং গর্ভাধান হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

(১৪।৪)—"দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনীতে যে-সকল বিভিন্ন মূর্তির

www.pathagar.com

(অবয়বের) উৎপত্তি হয়, এই মহৎ ব্রহ্মই তাহাদের যোনী অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া আর আমি বীজপ্রদ (পুরুষ), উৎপাদক পিতা।"

(১৪।৫)—"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন প্রকার গুণ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহারাই প্রাণীদেহে অব্যয় আত্মাকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ এই সকল গুণাদি দ্বারা চালিত হইয়া দেহী যে-সকল কর্ম করে, তদ্বারা সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়।"

[১৪।৪ শ্লোকে পুরুষোত্তম সৃষ্টিতে পুরুষ আর মহৎ ব্রহ্ম মাতা। দ্বৈতবাদ তত্ত্বের মত নয় কি ? তিন প্রকার গুণ যদি স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে সৃষ্টি স্থির থাকিবে। ত্রিগুণে বিকার ঘটাইয়াই সৃষ্টি। গুণের এই বিকার পুনরায় সাম্যাবস্থায় না আসা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন যোনীর মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু চলিতে থাকিবে। গীতার কোন কোন টীকাকার গুণের বিকারাবস্থার নিম্নোক্ত ধারণা দিয়াছেন ঃ

"সত্ত্ব প্রধান—ব্রাহ্মণ প্রকৃতি।
সত্ত্ব মিশ্রিত রজঃ প্রধান—ক্ষত্রিয় প্রকৃতি।
তমঃ মিশ্রিত রজঃ প্রধান—বৈশ্য প্রকৃতি।
রজঃ মিশ্রিত তমঃ প্রধান—শূদ্র প্রকৃতি।

ত্রিগুণের বিকার না ঘটাইয়া যদি সৃষ্টি সম্ভব না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা জীবকে ভোগ করিতে হইবে কেন ? সবটাই যদি পরমেশ্বরের মায়া বা লীলা হয় তবে কোন কথা নাই। ত্রিগুণের বিকার কি লীলা বা মায়া ? গীতা বলে—

(১৮।৬১)—"হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তদীয় মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মত তাহাদিগকে সর্বভূতে ভ্রমণ করাইতেছেন।"

দেখা যাইতেছে যে, সনাতন ধর্মের আদি যুগ হইতে প্রচলিত হিন্দু মতবাদ পর্যন্ত সবকিছুই ক্রমে ক্রমে সহজ সরলতা বিসর্জন দিয়া জনসাধারণের জন্য দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে।]

www.pathagar.com

উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে আরও কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল—(১৪।১৮)—"সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে গমন করেন, রজঃগুণ প্রধান লোকসকল মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন, নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন তমঃ প্রধান ব্যক্তিগণ অধোদিকে অর্থাৎ পশু ইত্যাদি যোনীতে জন্মলাভ করে।"

(১৮।৪০)—"পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যেও এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নাই; যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি তিনগুণ হইতে মুক্ত অর্থাৎ যাহার মধ্যে এই সকলের গুণের ক্রিয়া দেখা যায় না।"

(১৮।৪১)—"হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম তাহাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে।"

(৪।১৩)—"গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই চারি বর্ণের সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে অব্যয়, অকর্তা বলিয়াই জানিও।"

[১৮।৪০ শ্লোকে দেখা যায় যে, তিনগুণের ক্রিয়া হইতে শুধু বস্তু বা প্রাণী নয়, এমনকি স্বর্গের দেবগণও মুক্ত নয়। তবে তাহারা গুণের বিকার নিয়া অমৃতের সন্তান বা চির অমর হইয়া স্থায়ীভাবে স্বর্গলোকের বাসিন্দা হইলেন কিভাবে? আর ধরণীর মানবকুল তাহাদের পূজা করিয়া কিভাবে বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে পারে? ১৮।৪১ এবং ৪।১৩ শ্লোকে বর্ণবাদ বা বর্ণভেদের সমর্থন পাওয়া গেল। পৌত্তলিকতাবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মানবতা বিরোধীর মিলিত ফসল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ সম্পর্কে মানবজাতির ইতিহাস কিন্তু অন্যরূপ প্রামাণ্য তথ্য পেশ করে। গীতা এমন একখানি গ্রন্থ, যাহাতে বহু এবং বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়।]

অতঃপর অবতারবাদ ঃ

(৪।৭)—"হে অর্জুন, যে যে সময়ে, এই সংসারে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (অর্থাৎ তখন আমি মানবদেহ ধারণপূর্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হই)।"

(৪।৮)—"সৎপথাবলম্বী সাধুদিগের রক্ষা, পাপাচারীদের বিনাশ এবং

www.pathagar.com

ধর্মের সংস্থাপন—এই সকল কর্মের নিমিত্ত আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

[মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্রতম অংশে পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের স্বয়ং মানবকুলে জন্ম নেওয়ারই প্রয়োজন কোথায়? মহৎ ব্রহ্মে গর্ভনিক্ষেপ করার মত যে-কোন প্রক্রিয়ায় কি ইহা সাধিত হয় না? আর গুণের বিকারেই তো ধর্ম কিংবা অধর্ম প্রবল হয়। পুরুষোত্তমের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ত্রিগুণের স্বাভাবিক গতি বজায় থাকাই বাঞ্ছনীয় নয় কি? গীতার ভাষ্য অনুযায়ী বুঝা যায়, নির্দিষ্ট সংখ্যক দশ অবতারের পরিবর্তে প্রয়োজনবোধে পুরুষোত্তম যত বার ইচ্ছা স্বয়ং পূর্ণাবতাররূপে মানবদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন এবং ধর্মাচারীদের রক্ষা ও পাপাচারীদের বিনাশ করেন। কেন? পাপাচারীদের বিনাশ কেন? পাপকে বিনাশ করিয়া পাপাচারীদের সুপথে আনয়ন করাই তো মহৎ কর্ম। আর স্বয়ং সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তমের পক্ষে ইহা এমন কোন সুকঠিন কর্ম নয়। পুণ্যবানেরা নয়, পাপীরাই দয়া বা কৃপালাভের যোগ্য পাত্র।]

ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মা

(৮।১৬)—"হে অর্জুন, মনুষ্যগণ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিয়াও তথা হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক জন্মলাভ করে; কিন্তু আমাকে যিনি প্রাপ্ত হন তাহার পুনর্জন্ম হয় না।"

(৮।১৯)—"হে অর্জুন, এই সেই চরাচর ভূত সমুদয় অর্থাৎ যাহারা পূর্বকল্পে বিদ্যমান ছিল পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয়প্রাপ্ত হয়। পুনরায় ব্রহ্মার দিবা সমাগমে স্বকর্মের অধীন হইয়া জন্মলাভ করে।"

[সেই ৪৩২ কোটি বৎসরের হিসাব।]

(৫।২৪)—"যিনি আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আনন্দ অনুভব করেন, আত্মার আলোকই যাহার চিত্ত আলোকিত এই প্রকার যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন।"

www.pathagar.com

(৫।২৫)—"যাহাদের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, যাহাদের সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাহারা আত্মজয়ী, যাহারা সর্বভূতের হিত সাধনে নিযুক্ত—এইরূপ ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিগণই ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন।"

(১৩।২৪)—"যিনি দ্রষ্টা এবং অনুমন্তাদিরূপে অবস্থিত পুরুষের এবং সমস্ত গুণ ও বিকারসহ প্রকৃতির তত্ত্ব সম্যক অবগত আছেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন অর্থাৎ তিনি কর্মীই হোন আর সন্ন্যাসীই হউন, কখনও তাহার পুনর্জন্ম হয় না।"

[এইখানে আবার সাংখ্য মতবাদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি ; অথচ ব্রহ্ম নির্বাণে নয়।]

গীতায় বিশেষ ধ্যান-ধারণার কতিপয় শ্লোক

(৩।১০)—"সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানবগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন হে প্রজাগণ, তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ সকল প্রদান করুক।"

(৩।১১)—"এই দেবপূজাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগকে সম্বর্ধিত কর। দেবতাগণ প্রীত হইয়া তোমাদিগকে প্রীত করুক। এইরূপে পরস্পরকে সম্বর্ধনা করিয়া তোমরা পরম মঙ্গলপ্রাপ্ত হইবে।"

(৯।২৫)—"যাহারা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত দেবতাদের পূজা করেন, তাহারা দেবলোকপ্রাপ্ত হন ; যাহারা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা নিষ্ঠার সহিত পিতৃগণের পূজা করেন, তাহারা পিতৃলোকপ্রাপ্ত হন ; যাহারা ভূত-প্রেতাদির পূজায় রত, তাহারা ভূতলোকপ্রাপ্ত হন ; আর যাহারা আমাকে পূজা করেন, তাহারা আমাকেই লাভ করেন।"

(১০।৬)—"ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষি, তাহাদের পূর্ববর্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি এবং সায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু আমার মনঃ সংকল্প হইতে জাত এবং ইহারা সর্বদা আমার ভাবে ভাবিত এবং আমা হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানৈশ্বর্যসম্পন্ন। এই পৃথিবীর লোকসকল ইহাদেরই প্রজা।"

www.pathagar.com

(১০।২১)—"বার আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য (বামনাবতার), জ্যোতি প্রকাশক পদার্থসমূহের মধ্যে আমি আলোময় সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি নামক বায়ু, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।"

(১০।২২)—"বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন এবং ভূতসমূহের অভ্যন্তরস্থ চেতনা।"

(১০।২৩)—"একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষ ও রক্ষঃ-দিগের মধ্যে আমি কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং শিখরবাণ পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত।"

(১০।২৪)—"হে অর্জুন, পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ দেব পুরোহিত বৃহস্পতি জানিও। সেনাপতিদিগের মধ্যে আমি দেবসেনানী কার্তিকেয় এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র।"

(১০।২৫)—"মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, পদার্থক বাক্যসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থিতিশীল পদার্থসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়।"

(১০।২৬)—"সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ ; দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুণি।"

(১০।২৭)—"অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃত নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন হইতে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, হাতী সকলের মধ্যে ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে রাজা জানিবে।"

(১০।২৮)—"অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, আমি প্রাণীগণের উৎপত্তিহেতু কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।"

(১০।২৯)—"নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত নামক নাগরাজ, জল-চরগণের মধ্যে জলদেবতা বরুন, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা নামক পিতৃদেবতা, দণ্ডদাতাগণের মধ্যে আমি যম।"

www.pathagar.com

(১০।৩০)—"দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহলাদ, ক্ষয়কারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীগণের মধ্যে আমি বিনতানন্দন গরুড়।"

(১০।৩১) "পাবনকারীদিগের মধ্যে আমি বায়ু, শাস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, স্রোতস্বিনী সকলের মধ্যে আমি গংগা।"

(১০।৩৭) "বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব-গণের মধ্যে আমি অর্জুন, মুণিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস মুণি, সুক্ষ্মার্থ বিবেকীদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য।"

(১১।২২) (অর্জুনের উক্তি)—"একাদশ রুদ্র, বার আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্য নামক দেবতাগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ বায়ু উষ্মপা (পিতৃগণ), গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছে।"

গীতার ভাষ্য অনুযায়ী জানা গেল, কৃষ্ণ সাধারণ ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ক্ষর ব্রহ্ম ও অক্ষর ব্রহ্মের উৎপত্তির কারণ, ঈশ্বরগণের ঈশ্বর—স্বয়ং পরমেশ্বর। অথচ ধর্মবাণী প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন স্থানে নিপীড়িত, অবহেলিত অথবা অন্ধ-কারে নিমজ্জিত জনগণের সান্নিধ্যে আসেন নাই। মানবদেহী পূর্ণাবতার তথা স্বয়ং ভগবান নিজের মহিমা—ধর্মের মহিমা ব্যক্ত করিলেন শুধু রাজপুত্র অর্জুনের নিকট। তবে কি নবী মূসার ভাই হারুনের মত অর্জুন তাহার ধর্মবাণীর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিল? না, তাহাও নয়। কারণ অর্জুনেরা পাঁচ ভাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুকাল পরেই জনগণকে ত্যাগ করিয়া নিজেরা সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাহাদের স্ত্রী দ্রৌপদী (কৃষ্ণা) সহ হিমালয়ের দিকে রওয়ানা হইয়া যান।

গীতার মাধ্যমে স্বয়ং পরমেশ্বরের পূর্ণাবতারের নিকট হইতে বিশ্ব-মানব কি সবকিছু পরিহারপূর্বক সরাসরি শুধু সর্বভূতের ভগবান বা পরমেশ্বরের বন্দনা করার নির্দেশ বা আহ্বান পাইয়াছিল? না, পাইয়াছিল বর্ণবাদ, জন্মান্তরবাদ, বিভিন্ন শক্তির জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, দেবদেবীগণের এমন কি ভূত-প্রেতাদির পূজা, রাজতন্ত্র ইত্যাদির

www.pathagar.com

স্বীকৃতি। আরও স্বীকার করিয়া নেওয়া হইয়াছে পুরাণ, উপ-পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত—'ভৃগুসহ সপ্তমহর্ষি, সনকাসহ চারি মহর্ষি, চতুর্দশ মনু, অদিতি ও বার আদিত্য, সূর্যদেব, ঊনপঞ্চাশ বায়ু ও মরীচি, চন্দ্রদেব, ইন্দ্রাদিদেবগণ, যক্ষ, রক্ষঃ, কুবের, অগ্নি-সহ অষ্টবসু, দেবগুরু বৃহস্পতি, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়, নারদ ও দেবর্ষিগণ, গন্ধর্বগণ ও চিত্ররথ, সমুদ্র-মন্থন, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, মানবশ্রেষ্ঠরূপে রাজা, কন্দর্প (কামদেব), বাসুকী, নাগরাজ অনন্ত, বরুন, অর্যমা, যম (ধর্মরাজ), দৈত্যরাজপুত্র প্রহলাদ, গরুড়, গংগার বাহন মকর ও গংগানদীর বিশেষ পবিত্রতা, একাদশ রুদ্র, দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অসুরগণসহ সকলের যথাযথ অস্তিত্বকে। এককথায় তত্ত্বকথার আড়ালে প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের সবকিছুর সমর্থন পাওয়া যায় গীতাশাস্ত্রে। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই সবকিছুর মাঝে তলাইয়া গিয়াছেন পরমেশ্বর। তাই এই জটিল ও মিশ্রিত ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন শক্তির পূজা, বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান ও অসংখ্য ধর্মশাস্ত্রের বিধি-বিধান ও বর্ণবাদজাত সামাজিক বৈষম্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘোষণার পরিবর্তে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের সমর্থনে গীতার ঘোষণা দেখুন ঃ

(৩।৩৫)--"স্বধর্ম কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত বা অংগহীন হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকেও বরণ করা ভাল, কিন্তু পরধর্মের অনুসরণ সর্বদাই ভীতিপ্রদ, কারণ উহা অনিষ্টজনক এবং অকল্যাণকর।"

হায়, গীতায় অন্ততঃ যদি এমন একটি শ্লোক থাকিত, যেখানে পুরুষোত্তম দৃঢ়-প্রত্যয় কন্ঠে ঘোষণা করিতেছেন ঃ

"আমিই সর্বশক্তিধর একমেবাদ্বিতীয়াম, সবকিছুই আমার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইয়াছে, আর সবকিছুই আমার ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হইবে। তাই তোমরা বিক্ষিপ্ত ধারণা বর্জন করিয়া শুধু আমাকেই বন্দনা করিবে, আমাকেই উপাসনা করিবে, আর আমার নিকটেই প্রার্থনা করিবে। আমার সৃষ্ট অন্য কোন শক্তির পূজা করিয়া পথভ্রষ্ট হইও না।" গীতা-ভক্তগণ ভাবিয়া দেখিবেন কি? পত্র, পুষ্প, ফল ও জলের উপকরণ (গীতা--৯।২৬) ছাড়া কি বিশ্বস্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ করা

www.pathagar.com

যায় না? পুরুষোত্তমই সর্বশক্তিমান হইলে অন্য শক্তির অস্তিত্বের কল্পনার সার্থকতা ও যুক্তি কোথায়? 'পুরুষোত্তম'—যদি তাহার নির্দিষ্ট কোন আকার না থাকে, যদি তিনি নর বা নারী না হন, প্রতিটি জীবের যদি সরাসরি তাহাকে ভজনা করা অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে বর্ণবাদ প্রথা কেন? কেনই-বা বিভিন্ন আকৃতির, বিভিন্ন কল্পিত শক্তির মূর্তিপূজা? পুরুষোত্তম যদি একমেবাদ্বিতীয়াম হইয়া থাকেন এবং তাহার বাণী সম্বলিত পবিত্র গ্রন্থ 'ভগবদ্‌গীতা' যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বকালোপযোগী হয়, তবে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ বর্জন করা হয় না কেন?

অথচ বাস্তবে পরিবেশন করা হইল সেই 'থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়'। তাই আজও ঘরে ঘরে আছে তুলসী মঞ্চ, কুল-দেবতা বা গৃহদেবতার নিত্য ভোগ ও পূজা, আছে বার মাসে চুরাশি পার্বণ। জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত জওয়াব পাওয়া যাইবে—'এইসব উপলক্ষ মাত্র।' উপলক্ষ কেন? ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও যদি পরম গতি লাভ না করা যায়, তবে ব্রহ্মা হইতে হনুমান পর্যন্ত সবাইকে যিনি সৃষ্টি করিয়া লালন করিতেছেন ও সর্বসৃষ্টি যাহার ভজনায় রত—ডালপালা বাদ দিয়া শুধু সেই মূলকাণ্ড বা বিশ্ববিধাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে বাধা কোথায়? এই দেশেই তো যুগে যুগে ধর্মপ্রাণ সত্যানু-সন্ধানিগণ, এমন কি মাত্র কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধেয় রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুসারীরা শুধু সেই এককের আনুগত্য স্বীকারে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

শেষ পর্যায়ের শেষ কথা। সূচনা পর্বের শেষ প্রান্তে উল্লেখিত ছয়টি শর্ত স্মরণ করাইয়া বলিতে হয় যে, বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্ম মতবাদ বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দর্শন ইত্যাদির মাপকাঠিতে সর্বকালোপযোগী ধর্ম হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা? আস্তিক-জগতের মুখপাত্র হিসাবে এই ধর্মকে সার্থকভাবে নাস্তিকতাবাদের মুকাবিলার জন্য পেশ করা যায় কিনা? তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের জন্য অতঃপর পর্যায়ক্রমে 'ইসলাম, ইহুদী ও খৃস্টান' ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

www.pathagar.com

কুরআনের দর্পণে ইসলাম
কিছু তথ্য ও তত্ত্ব

ভূমিকা

এক আল্লাহ্, এক রসূল, এক কুরআন—ইহাই ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী। আল্লাহ্র একত্ব (তৌহিদ), রসূলের বিশেষত্ব, কুরআনের লালিত্য মিলিয়াই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। নিখিল বিশ্বের সর্বময় একমাত্র প্রভু এবং উপাস্য আল্লাহ্ নামের কোন প্রতিশব্দ বা সঠিক আভিধানিক অর্থ নাই। এই নামটিই রহস্যময়, ঠিক যেমন রহস্যময় তাহার সৃষ্টিতত্ত্ব। যাহার গোপন রহস্য এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কেউ স্পষ্ট জানে না ও জানিবে না। মানুষের জ্ঞান-গন্ডী অর্থাৎ জ্ঞান ধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষ নিজে সীমার গন্ডীর ভিতর আবদ্ধ। তাই মানুষের নিকট সৃষ্টি সীমাহীন-অনন্ত। অসীমের পর্দায় ঘেরা সৃষ্টি রহস্যের জটিলতার একটি গ্রন্থি খুলিয়া সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ জটিলতর তত্ত্ব ও সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। সৃষ্টি রহস্য নিয়াই যখন এই অবস্থা, তখন স্রষ্টা রহস্য কথাটিই অবান্তর। আল্লাহ্ নামটিও তাই রহস্যময় আর ইহা কোন গুণাত্মক বা নির্গুণাত্মক নাম নয়-একেবারে মূল নাম। কুরআনের বর্ণনায় সৃষ্টি বা অন্য কোন কিছুই আল্লাহ্র কোন অংশ নয়—সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্ সম্পূর্ণ। তবু যাহাতে মানুষ সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারে, সেইজন্য আল্লাহ্ তাঁহার কুরআনে নিজেকে ক্ষমাশীল দয়ালু, করুণাময়, অনুগ্রহকারী, ন্যায় বিচারক সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করিয়াছেন। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র এই মহিমাই ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য—যাহা ঠিক এই ভাবে কোন ধর্মে বা ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

ইসলাম প্রচারক রসূলের মর্যাদা আল্লাহ্ তাঁহার কুরআনেই বর্ণনা করিয়াছেন। কুরআনের মাধ্যমেই আমরা জানিতে পারি মহানবী

www.pathagar.com

মুহাম্মদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তিনি একজন চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক চরিত্রও বটেন। তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনাও দিনপঞ্জী সহ ইতিহাসের অন্তর্গত। মহানবীর বাস্তব জীবন-কাহিনী (কল্পনা বর্জিত) যে কেউ ইতিহাসাকারে বা গ্রন্থাকারে পাঠ করিয়া জানিতে পারেন। মানুষের দুর্লভ সমস্ত গুণের সমাবেশ আজ পর্যন্ত এইরূপ এককভাবে আর কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় নাই। ইহা শুধু ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের ধারণা নয়—বরঞ্চ পৃথিবীর বিশেষত, পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ ও চিন্তাবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি তাহারা মানব জাতির মধ্যে বাছাই করা যে একশত জনের নামের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই তালিকা শীর্ষে রহিয়াছে মহানবী মুহাম্মদের নাম।

ইসলাম প্রচারের অব্যবহিত পূর্বে পূর্ণাঙ্গ' বাস্তব-ভিত্তিক কল্যাণকারী সর্বকালোপযোগী ও তৌহিদবাদী (আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী) একটি ধর্মমতের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। কারণ তখন (চৌদ্দ শতাধিক বৎসর পূর্বে) ইতিহাসের ভাষায় পৃথিবীর সর্বত্র অনাচার, কুসংস্কার ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত ছিল। বিকৃত ধর্মমতগুলির মধ্যে য়াহূদী ধর্ম ছিল শুধু ইস্‌রাইলীদের জন্য, খৃস্ট ধর্ম ছিল আল্লাহ্‌র পুত্রের ধর্ম ও ত্রিত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধধর্ম ছিল নিরীশ্বরবাদী ও বৈরাগ্যের ধর্ম, হিন্দুধর্ম বর্ণবাদ, দেব-দেবীবাদের পৌত্তলিক ধর্ম। এই ধর্ম বেল্টনীসমূহের বাইরে অবস্থা ছিল আরও শোচনীয় ও নীতি বিবর্জিত। তাই সঠিক সময়েই ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে এবং কুরআনে এই তৌহিদের ধর্মকে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ মনোনীত একমাত্র ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ধর্ম প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন মক্কাবাসী মহানবী মুহাম্মদ। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শব্দ দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই সর্বশেষ ধর্ম। আর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ধর্মের প্রচারক স্বাভাবিকভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী বা পয়গম্বর। আজ পর্যন্ত কুরআনের এই ঘোষণা অটুট আছে এবং থাকিবে। আজ পর্যন্ত অতঃপর নতুন কোন মহাধর্ম ও মহানবীর আবির্ভাব হয় নাই। 'ইসলাম' ও 'মহানবী' শব্দ দুইটিও একার্থবোধক; কারণ একটির মধ্যেই অপরটি পাওয়া যায়। ইসলাম ও মহানবী মুহাম্মদের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় মতবাদের সমর্থনে থাকে এক বা একাধিক ধর্মগ্রন্থ, যাহা সাধারণত বিবরণী ও বর্ণনাভিত্তিক এবং অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যগণ কর্তৃক রচিত ও পরিবর্ধিত। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যাহা শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র বাণী-সমষ্টি সরাসরি উহার প্রচারকের মুখ নিঃসৃত, প্রচারিত ও তৎক্ষণাৎ সংরক্ষিত। সুদীর্ঘ প্রায় তেইশ বৎসর কাল যাবত সম্পূর্ণ কুরআন ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইলেও কোন সময়েই ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। কুরআনই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ, যাহা সর্বত্র সামঞ্জস্যশীল। অতিরিক্ত বাহুল্য ও বিক্ষিপ্ত বাক্য বর্জিত। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সত্য মিথ্যার পার্থক্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়, ইহকাল-পরকালের বর্ণনা, সর্বপ্রকার সামাজিক বিধি-বিধান অবিশ্বাসীদের ভয় প্রদর্শন, বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনার সমষ্টিই কুরআন। মানুষের অন্তরের সর্বকালের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী যে গ্রন্থ, তাহাই কুরআন। আল্লাহ্‌র সর্বশেষ কিতাবই এক মাত্র কুরআন। আর একটি কথা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, দৃঢ়তা সহকারে বলা যায়, কুরআনের ভাষা, মাত্রা, ছন্দ, সুর এবং বর্ণনাভঙ্গী এমন অপূর্ব ও অনন্য যে বর্তমান যুগেও কেহ ইহা মানুষের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। কুরআনের শাব্দিক অর্থ 'পড়া'। নবুয়ত জীবনের প্রায় তেইশ বৎসরে সমগ্র জগতের জন্য এমন এক ব্যক্তি (রসূল) সম্পূর্ণ কুরআনের বাণীসমূহ পড়িয়া শুনাইয়াছেন, যিনি পড়িতে জানিতেন না। ইহাই কুরআন ও মহানবীর বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর মহানবী মুহাম্মদের যথাসময়ে আবির্ভাব ও ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বসূরী নবী ঈসার (যীশু খৃস্ট) ঘোষণা পড়ুন।

নতুন নিয়ম (*The New Testament*)-খ্রিষ্ট বাইবেল

চতুর্থ অধ্যায়-যোহন লিখিত সুসমাচার হইতে উদ্ধৃত

"তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (১৪।২৬)

www.pathagar.com

"আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।

(১৪।৩০)

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না, পরন্তু, তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না। কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।" (১৬।১২, ১৩)

এইরূপ স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও ঈসায়ী বা খৃস্টানগণ মহানবীর আহ্বানে সাড়া না দিয়া বরঞ্চ য়াহূদীদের বিবিধ ষড়যন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া, এমনকি তৎকালীন মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের সহিত সখ্যতা স্থাপনপূর্বক বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ও মহানবীর জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অদৃশ্য শক্তি সহায় না থাকিলে মদীনায় কোন কালেই ইসলামের ভিত্তি গড়িয়া উঠিত না। ইতিহাসই ইহার যথার্থ সাক্ষী।

নূহ হইতে ঈসা পর্যন্ত সমস্ত নবী বা প্রেরিত পুরুষগণই তৌহিদের বা একত্বের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উম্মত বা অনুসারিগণ বারবার দেশে দেশে উক্ত মূলনীতি বিসর্জন দিয়া আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য কাল্পনিক দেবদেবীর কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা ও মানত করিত। তাহাদিগকে মুশরিক বা অংশীবাদীর পথ হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য বহু নবী বা পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়। একত্ববাদ পরিত্যাগকারী এই পথভ্রষ্টরা কিন্তু পরকাল ও কর্মফলে বিশ্বাস করিত। ইস্‌হাক হইতে ঈসা নবী পর্যন্ত সময়কালে পথভ্রষ্ট ইসরাইল বা য়াহূদীগণের জন্য বহু পয়গম্বর সত্য পথ ও সত্য ধর্মের বাণী প্রচার করা সত্ত্বেও তাহারা বারবার অবাধ্যতা ও নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের ধর্মগ্রন্থেই ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইস্‌হাক নবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আরববাসী ইসমাঈল নবীর মৃত্যুর

www.pathagar.com

পর সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে আরব উপদ্বীপের বহু গোত্রে বিভক্ত তাহার বংশধরগণের মধ্যে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটে নাই। ফলে ক্রমে ক্রমে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শুধু দেবদেবীগণের পূজাই করিত না, বরঞ্চ পরকালকেও অবিশ্বাস করিত। এই দিকটি বিবেচনা করিলে তাহারা ছিল দুনিয়াতে পাক্কা কাফির ও শ্রেষ্ঠ মুশরিক। এইজন্যই কুরআনে তাহাদিগকে মূক, বধির ও অন্ধ বলা হইয়াছে। মক্কার পৌত্তলিক মুশরিকদের কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত দেবদেবীর পূজা করা হইত, তন্মধ্যে প্রধান ছিল—আল-হুবল, আল-উজ্জা, আল-লাত ও আল-মানাহ্। শেষোক্ত তিনটিকে আল্লাহ্‌র কন্যা মনে করা হইত। তাহাদের উপাসনা ও পূজা ছিল শুধু ইহলোকের সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্পদের জন্য। ইহাদের পরকালের অবিশ্বাস সম্পর্কে কুরআনে বিভিন্ন আয়াতের উল্লেখ আছে। যেমন—

সূরা ওয়াস্-সাফ্‌ফাত (১৬, ১৭, ১৮ আয়াত) ঃ

"আমরা যখন মরিয়া গেলাম এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হইলাম, তখন কি আমরা জীবিত হইব ?"

"এবং আমাদের পিতা ও পিতামহেরাও কি ?"

"আপনি বলিয়া দিন, হ্যাঁ এবং তোমরা অপদস্থও হইবে।"

সূরা ওয়াস-সাফ্‌ফাত (২১ আয়াত) ঃ

"ইহা সেই মীমাংসারই দিন বটে (বিচার দিবস) যাহাকে তোমরা অবিশ্বাস করিতে।"

সূরা দুখান (৩৪, ৩৫ আয়াত) ঃ

"তাহারা বলে ঃ এই পৃথিবীর মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা, আর আমরা পুনরায় জীবিত হইব না।"

সূরা সাবা (৪৪ আয়াত) ঃ

"আর আমি তাহাদিগকে কোন গ্রন্থ প্রদান করি নাই, যাহা তাহারা পড়িয়া থাকিতে পারে। আর আমি আপনার পূর্বে ইহাদের প্রতি কোন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করি নাই।"

কাজেই দেখা যায়—ইসলামের ভিত্তি স্থাপনের মতো সুকঠিন দায়িত্ব

www.pathagar.com

অর্পিত হইয়াছিল মহানবীর উপর। এই পাক্কা মুশ্‌রিকদের পাক্কা ঈমানদার করিবার দায়িত্ব বর্তাইয়াছিল শেষ নবীর উপর। ইহারা মক্কায় খোদ্ কাবা'ঘরে মূর্তিসমূহ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কন্যা ও পুত্র বিবেচনা করিয়া পূজা করিত। উলঙ্গ হইয়া, শীস্ দিয়া কা'বা তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিত। মদ, জুয়া ও নারী নিয়া মত্ত থাকিত। সৎমা, খালা, ফুফুকে পর্যন্ত বিবাহ করিত। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। কিতাব প্রাপ্ত য়াহূদীগণ গোম্‌রাহীর কারণে কতিপয় পয়গম্বরকে হত্যা পর্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু মহানবী তাঁহার নবুয়ত কালে সম্পূর্ণ সার্থকতা সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করিয়া জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপের সর্বত্র কুফ্‌রী ও শিরকী খতম করিয়া ইসলাম কায়েম করেন। এইজন্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী জায়গা জুড়িয়া মুশ্‌রিকদের বিষয়, কিয়ামত, বিচারদিবস, বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলিয়া স্বীকৃত নিরক্ষর, উম্মী নবীর মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে প্রায় তেইশ বৎসরে দুনিয়া কাঁপানে, চমকপ্রদ, গভীর তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বাণী সমষ্টি মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল (অবতীর্ণ) সম্পূর্ণ হয়।

কুরআনের প্রথম ওহী (প্রেরিত বাণী)

শেষ নবীর চল্লিশ বৎসর বয়সে মক্কার অদূরবর্তী হেরা পর্বতগুহায় রমযান (হিজরী সনের নবম মাস) মাসের শেষের দিকে সূরা আলাকের অন্তর্ভুক্ত প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে কুরআন নাযিল ও নবুয়ত শুরু হয়।

প্রথম পাঁচটি আয়াত

১। আপনি কুরআন নিজের প্রভুর নাম লইয়া পড়িবেন, যিনি পয়দা করিয়াছেন।

২। যিনি মানুষকে জমাট রক্তের টুকরা হইতে পয়দা করিয়াছেন।

৩। আপনি কুরআন পাঠ করিবেন, আর আপনার প্রভু অতিশয় দানশীল।

www.pathagar.com

৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন।

৫। মানুষকে ঐ সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছেন, যে সমস্ত সে জানিত না।

পাঠক-পাঠিকা (বিশেষ করিয়া অমুসলিম ভাই বোনগণ) অনুধাবন করুন, কি গভীর তত্ত্বই না লুকাইয়া আছে কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পাঁচটি আয়াতের মধ্যে। মানুষের মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা, মানুষের জন্য দান বা নিয়ামত হিসাবে কুরআন নাযিলের ইঙ্গিত, মানুষকে অজ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্য শিক্ষাদানের কথা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বাণী সমষ্টি এই পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে কুরআন-ইসলাম ও নবুয়তের পূর্ণতার পথে পদচারণার হইল শুরু। প্রথম আয়াতেই তৌহিদের (একত্ববাদ) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে শুধু নিজের প্রভুর নাম লইয়া কুরআন পাঠ করিবার আহ্বানের মাধ্যমে। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে—একত্ববাদ (তৌহিদ) কিন্তু ভারতীয় হিন্দু দর্শনের একাত্মবাদ (জগৎ-সংসার সবই ব্রহ্মময়) নয়।

কুরআনের সর্বশেষ ওহী

হিজরী দশম সনের ৯ই যিলহজ্জ (হিজরী সনের শেষ মাস) তারিখের বিদায় হজ্জের দিন, শুক্রবার, আসরের সময় (বিকাল বেলা) সর্বশেষ ওহীরূপে সূরা মায়িদার অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় আয়াতের শেষার্ধ নাযিল হয়।

"অদ্যকার দিনে কাফিরগণ তোমাদের ধর্ম হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকে ভয় করিতে থাক। অদ্যকার দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে আমি পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করিয়া দিলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হইবার জন্য মনোনীত করিয়া লইলাম। অনন্তর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হইয়া যায়, যদি কোন পাপের দিকে তাহার আকর্ষণ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দেখুন—শেষ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'আলার তিনটি নিয়ামত পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা পাওয়া যায়। যথা—নবুয়তের দায়িত্ব,

www.pathagar.com

কুরআন, ইসলাম। এই তিনটি এমনভাবে যুক্ত যে, একটি ছাড়া অন্য দুইটির কল্পনাও করা যায় না। বিশাল জনতার উদ্দেশে অশ্রুসজল নয়নে এই সুসংবাদ দেওয়ার পর আনন্দে ও বেদনায় মহানবী মুহ্যমান হইয়া গেলেন। কারণ এই আয়াতের মর্মবাণী তিনি ঠিকই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সার্থকভাবে পবিত্র দায়িত্ব পালনের আনন্দের চেয়েও বোধ হয় বেশী ছিল বেদনা। প্রিয় সাহাবাবৃন্দ ও উম্মতগণের সান্নিধ্য হইতে আসন্ন মহাবিদায়ের স্মরণে এই বেদনা। এই ঘটনার তিন মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মানুষের জন্য সত্যিই তিনি ছিলেন মানুষ নবী। পূর্ণাবতার, অবতার, বিশেষ ক্ষমতাধর বা আল্লাহ্‌র পুত্র—কিছুই নন।

গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলন (১)

সমগ্র কুরআনের বিপুল সংখ্যক আয়াত মহানবীর সময়ে দুইভাবে সংরক্ষিত হইত। একদল সাহাবা কোন আয়াত বা আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই হুবহু মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। মহানবীর মৃত্যুর পর পরই লক্ষ্য করা যায় যে, বিপুল সংখ্যক হাফিজ (মুখস্থকারী) সাহাবী জিহাদে শহীদ হওয়ায় এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিতে থাকায় তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। মহানবীর জীবিতকালে হাফিজ সাহাবীগণ ছাড়াও অনেকে লিখিতভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যক্তিগত হিফাজতে রাখিতেন। ভবিষ্যতে জনমনে এইগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, এইরূপ আশংকাও ছিল। কাজেই সময় থাকিতেই বিশুদ্ধভাবে কুরআন সংরক্ষণের জন্য প্রথম খলীফা আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রতিটি লিখিত আয়াতের সাথে হাফিজদের পঠিত আয়াত পৃথকভাবে, সতর্কতার সহিত মিলাইয়া দেখা হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৃতীয় খলীফা উসমানের সময় এই বিপুল কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হয়। ইহার ফলে চিরকালের জন্য কুরআন সংযোজন, বিযোজন অথবা বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা পায়। ফলে পরবর্তীকালে আব্বাসী খিলাফতের সময় হাদীস (বিভিন্ন বিষয়ে মহানবীর উপদেশ ও মতামত) সংগ্রহকারিগণ পৃথকভাবে বিভিন্ন হাদীস 'কুরআনের-দর্পণে' চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন। নতুবা কুরআনের সাথে

www.pathagar.com

হাদীস বা হাদীসের সাথে কুরআন মিশ্রিত হওয়ার সমূহ আশংকা থাকিত।

গ্রন্থাকারে কুরআন গ্রথিত করিবার সময় প্রতিটি আয়াতকে সতর্কভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রসূলের জীবিতকালেই এই কাজ শুরু হইয়াছিল। ওহী নাযিল হইলে নবীজি লিপিবদ্ধকারী সাহাবাগণকে বলিতেন, "এইমাত্র অবতীর্ণ আয়াত কয়টি বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অমুক সূরার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখ।" এইরূপে ঘটনা, বর্ণনার বিষয় ও বাচনভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবতীর্ণ আয়াতগুলি ওহীর ধারা রক্ষার পরিবর্তে বিভিন্ন সূরার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পাঁচটি আয়াত কুরআনের সর্বশেষ ত্রিশ পারায় সূরা আলাকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আবার সর্বশেষ ওহীর আয়াত বলিয়া চিহ্নিত অংশটুকু কুরআনের প্রথম দিকে সূরা মায়িদায় স্থান লাভ করিয়াছে। এইভাবেই ত্রিশ পারা বা অধ্যায়ের সমষ্টি কুরআন ১১৪টি সূরায় গ্রথিত ও সংকলিত হয়। সংকলনের সময় প্রথমে বড় সূরাগুলি গ্রথিত হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে মাঝারি ও শেষের দিকে ছোট সূরাগুলি স্থান লাভ করে। অখণ্ডভাবে হিফাজতের তাগিদে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ হিসাবে আয়াতগুলি আলাদাভাবে গ্রথিত করিয়া কুরআনকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় নাই। কুরআনের নির্ভেজাল অস্তিত্বের জন্য যে ভাবে সুচারু পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের অবিকল সংরক্ষণ সম্পর্কে যুক্তি, তথ্য বা ইতিহাসের সাহায্যে এইভাবে প্রমাণ করা যায় না।

গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলন (২)

কুরআনের সূরাসমূহ

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	মক্কী/মদিনী
১	ফাতিহা	৭	মক্কী
২	বাকারা	২৮৬	মদিনী
৩	আলে-ইম্‌রান	২০০	,,
৪	নিসা	১৭৬	,,

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	মক্কী/মদিনী
৫	মায়িদা	১২০	মদিনী
৬	আন্'আম্	১৬৬	মক্কী
৭	আ'রাফ	২০৬	”
৮	আন্ফাল	৭৫	মদিনী
৯	তওবা	১২৯	”
১০	ইউনুস	১০৯	মক্কী
১১	হুদ	১২৩	”
১২	ইউসুফ	১১১	”
১৩	রাদ্	৪৩	”
১৪	ইব্রাহিম	৫২	”
১৫	হিজর	৯৯	”
১৬	নহ্ল	১২৮	”
১৭	বনী ইস্রাইল	১১১	”
১৮	কাহ্ফ	১১১	”
১৯	মার্ইয়াম	৯৮	”
২০	তোয়া-হা	১৩৫	”
২১	আম্বিয়া	১১২	”
২২	হজ্জ্	৭৮	মদিনী
২৩	আল্-মুমিনুন	১১৮	মক্কী
২৪	নূর	৬৪	মদিনী
২৫	ফুরকান	৭৭	মক্কী
২৬	শূ-আরা	২২৭	”
২৭	নমল্	৯৩	”
২৮	কাসাস	৮৮	”
২৯	আন্কাবুত	৬৯	”
৩০	রুম	৬০	”
৩১	লোক্মান	৩৪	”
৩২	সিজ্দা	৩০	”
৩৩	আহ্যাব	৭৩	মদিনী

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	মক্কী/মদিনী
৩৪	সাবা	৫৪	মক্কী
৩৫	ফাতির বা মালায়িকা	৪৫	”
৩৬	ইয়া-সীন	৮৩	”
৩৭	ওয়াস্-সাফ্ফাত	১৮২	”
৩৮	ছোয়াদ	৮৮	”
৩৯	যুমার	৭৫	”
৪০	মুমিন	৮৫	”
৪১	হা-মীম-আস্সাজদা	৫৪	”
৪২	শূরা	৫৩	”
৪৩	যুখ্রুফ	৮৯	”
৪৪	দুখান	৫৯	”
৪৫	জাসিয়া	৩৭	”
৪৬	আহ্ক্বাফ	৩৫	”
৪৭	মুহাম্মদ	৩৮	”
৪৮	ফাত্হ	২৯	মদিনী
৪৯	হুজুরাত	১৮	”
৫০	ক্বাফ্	৪৫	মক্কী
৫১	যারিয়াত	৬০	”
৫২	তূর	৪৯	”
৫৩	নাজ্জাম	৬২	”
৫৪	আল্-ক্বামার	৫৫	”
৫৫	আর্-রাহ্মান	৭৮	মক্কী/মদিনী
৫৬	ওয়াকিয়া	৯৬	মক্কী
৫৭	আল্-হাদীদ	২৯	মদিনী
৫৮	মুজাদিলা	২২	”
৫৯	হাশ্র	২৪	”
৬০	মুম্তাহিলা	১৩	”
৬১	ছফ্	১৪	”
৬২	জুম্আ	১১	”

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	মক্কী/মদিনী
৬৩	মুনাফিকুন	১১	মদিনী
৬৪	তাগাবুন	১৮	মক্কী/মদিনী
৬৫	ত্বালাক	১২	মদিনী
৬৬	তাহ্‌রীম	১২	,,
৬৭	মুল্‌ক	৩০	মক্কী
৬৮	আল্‌কালাম	৫২	,,
৬৯	আলহাক্কাহ্‌	৫২	,,
৭০	মা'আরেজ	৪৪	,,
৭১	নূহ্‌	২৮	,,
৭২	জ্বিন	২৮	,,
৭৩	মুয্‌যাম্মিল	২০	,,
৭৪	মুদ্দাস্‌সির	৫৬	,,
৭৫	ক্বিয়ামাহ্‌	৪০	,,
৭৬	দাহ্‌র	৩১	,,
৭৭	মুরসালাত	৫০	,,
৭৮	নাবা	৪০	,,
৭৯	নাজেয়াত	৪৬	,,
৮০	আবাছ	৪২	,,
৮১	তাক্‌ভীর	২৯	,,
৮২	ইন্‌ফিতার	১৯	,,
৮৩	তাত্‌ফীফ	৩৬	,,
৮৪	ইন্‌শিকাক্‌	২৫	,,
৮৫	বুরাজ	২২	,,
৮৬	তারেক	১৭	,,
৮৭	আ'লা	১৯	,,
৮৮	গাশিয়াহ্‌	১৬	,,
৮৯	ফাজ্‌র	৩০	,,
৯০	বালাদ	২০	,,
৯১	শামছ্‌	১৫	,,

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	মক্কী/মদিনী
৯২	লায়ল	২১	মক্কী
৯৩	জোহা	১১	,,
৯৪	ইন্‌শিরাহ	৮	,,
৯৫	তীন্	৮	,,
৯৬	আলাক	১৯	,,
৯৭	কদর	৫	,,
৯৮	বাইয়েনা	৮	মক্কী/মদিনী
৯৯	আজ্-জিল্‌জাল	৮	মক্কী
১০০	আদিয়াত	১১	,,
১০১	কারিয়াহ্	১১	,,
১০২	তাকাছুর	৮	,,
১০৩	আছর	৩	,,
১০৪	হুমাজাহ্	৯	,,
১০৫	ফিল	৫	,,
১০৬	কোরাইশ্	৪	,,
১০৭	মাউন	৭	,,
১০৮	কওসর	৩	,,
১০৯	কাফিরূন	৬	,,
১১০	নসর	৩	মদিনী
১১১	লাহাব অথবা মাসাদ	৫	মক্কী
১১২	ইখলাছ বা তৌহিদ	৪	,,
১১৩	ফালাক্	৫	মদিনী
১১৪	নাস্	৬	,,

কুরআনের উৎস

এই সম্বন্ধে কুরআনে স্পষ্ট আয়াতসমূহ রহিয়াছে। যেমন— সূরা বুরূজ (২১, ২২ আয়াত) ঃ

"এবং উহা এক মর্যাদাবান কুরআন, যাহা লাওহে মাহ্‌ফুজে অবস্থিত রহিয়াছে।"

www.pathagar.com

সূরা যুখ্‌রুফ (৪ আয়াত) ঃ

"এবং তাহা আমার নিকট লাওহে মাহ্‌ফুজের মধ্যে অতিশয় মর্যাদা-শীল এবং হিকমতপূর্ণ গ্রন্থ।"

সূরা নমল (৭৫ আয়াত) ঃ

"আর আসমান জমিনের মধ্যে এমন কোন গোপন বিষয় নাই, যাহা লাওহে মাহ্‌ফুজে রক্ষিত নাই।"

স্রষ্টার অসীম, অনন্ত সৃষ্টিতে আরশ, কুরসি, কলম এর মত লাওহে মাহ্‌ফুজও সৃষ্টির রহস্যের পর্দায় ঘেরা এক প্রজ্ঞাময় অবস্থান। সরাসরি শাব্দিক অর্থে—

'লাওহ্'—তখ্‌তি অথবা বিদ্যুৎ তৈয়ার হওয়া।

'মাহ্‌ফুজ'—যাহার হিফাজত বা সংরক্ষণ করা হইয়াছে। গভীর-ভাবে চিন্তা করিবেন, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

ইসলাম পর্যায়ে ভূমিকা শেষ করিবার পূর্বে একটি মূলতত্ত্বের অব-তারণা করিতে চাই। গ্রীক দর্শন, ইরানী সংস্কৃতি ও পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের প্রভাবের ফলে কিছু মুসলিম দার্শনিক ও সূফী (অধ্যাত্ম-বাদী) ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহ্‌তে নির্বাণ লাভ মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ফিলিপ কে. হিট্টির মতে বায়েজীদ আল্-বোস্তামী (৮৭৫ খৃস্টাব্দ) ছিলেন এই মতবাদের প্রবক্তা। ফানা-ফিল্লাহ্ অর্থে সাধনার উচ্চতম স্তরে আত্মার পার্থিব চেতনা রহিত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে মিলন বা একত্রীভূত হওয়া। মনসুর-আল্-হাল্লাজ এর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কুরআনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরেও একটি সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকিয়া যাইবে। এই সূক্ষ্ম পর্দার আড়াল স্রষ্টারই সৃষ্টি কৌশল। আল্লাহ্ সৃষ্টির সর্বত্র এই ভাবেই বিরাজমান। তিনি নিঃসন্দেহে সৃষ্টি—জীবের মত সৃষ্টির গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহেন। সৃষ্ট জীবের সঙ্গে তাহার আর্‌শ্ ও কুরসি অথবা আর্‌শ্ ও মোকামে মাহ্‌মুদের মত ব্যবধানটুকু সর্বশেষে থাকিয়াই যায়। যেমন বিশেষ সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা জিবরাঈলের চূড়ান্ত গন্তব্য স্থান সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা। মিরাজের সময় মহানবী এই সীমা ছাড়াইয়া একাকী আল্লাহ্‌র বিশেষ

www.pathagar.com

সান্নিধ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তে মিলিয়া মিশিয়া যাওয়া সম্ভব হইলে তাহার প্রত্যাবর্তন ঘটিত না।

স্রষ্টা এক আর সৃষ্ট আত্মা বহু। প্রতিটি জীবের আত্মা পৃথক বলিয়া আমাদের কর্মকে পৃথকভাবে বিবেচনার কথা বলা হইয়াছে। আমরা একে অপরের অংশ নই, তেমনি সৃষ্ট জীব আল্লাহ্‌র অংশ নয়। আল্লাহ্ সর্বদাই সম্পূর্ণ,—আমাদের আগেও এবং আমাদের পরেও। আমরা কি একজন অপরজনের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারি? না, পারি না। তাহা হইলে ফানাফিল্লাহ্‌র প্রশ্নই উঠে না। ইহা তৌহিদের পরিপন্থী মতবাদ। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই তৌহিদকে যথার্থভাবে রক্ষা করিতে পারে নাই। ইসলামকে ঘায়েল করিতে যুগে যুগে তৌহিদের ধ্যান-ধারণার উপরই বিভিন্ন ভাবে হামলা হইয়াছে এবং হইবে। তৌহিদে অটল বিশ্বাস ঠিক যেন সূঁইয়ের ডগায় একটি সরিষা রাখার সামিল। সামান্য অসতর্কতায় সব কিছুই পণ্ড।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলিয়াই পৃথিবীতে তাহাকে প্রতিনিধির মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। দেওয়া হইয়াছে চিন্তাশক্তি, ধ্যান-ধারণা শক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ও ব্যবহারের স্বাধীনতা। রাজ-প্রতিনিধি মুকুটধারী নয় বরঞ্চ মুকুটের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি ও মুকুটের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া আমরা মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে ব্যবধান সম্পর্কে ধারণা করিতে পারি। যে কোন মতবাদের আড়ালে অংশীবাদ বা অবতারবাদের ধ্যান-ধারণার কল্পনাও ইসলামে সর্বযুগে, সর্বকালে নিষিদ্ধ।

যথার্থ সূফীবাদের মূলতত্ত্ব হইল বিচ্ছেদ বা বিরহ। মিলনের কোন স্থান সূফীবাদে নাই। "সে আর লালন এক ঘরে রয়—তবু লক্ষ যোজন দূরে"—এই চির বিচ্ছেদজানিত বিরহ বেদনাই আল্লাহ্‌র প্রেমিককে বিশ্ব প্রেমিক করিয়া তোলে। এই বিচ্ছেদের ব্যবধান সৎকর্ম ও সৎচিন্তার মাধ্যমে যে বেশী কমাইয়া আনিতে পারে, সে ততই সার্থক প্রতিনিধি। উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে ইসলাম পর্যায়ের আলোচনাতেই কুরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর কুরআনের অজস্র আয়াত হইতে মাত্র কিছু আয়াত বিষয় ও

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করিয়া প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে মন্তব্য সহ উদ্ধৃত করা হইতেছে ঃ

(ক) আল্লাহ্ সম্বন্ধে কুরআন।
(খ) রসূল সম্বন্ধে কুরআন।
(গ) কুরআন সম্বন্ধে কুরআন।
(ঘ) সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে কুরআন।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে কুরআন

সূরা নূর (৩৫ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্তা'আলা আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর আলো প্রদানকারী। তাহার আলোর আশ্চর্যজনক অবস্থা এইরূপ—যেমন একটি তাক, তাহাতে একটি প্রদীপ রহিয়াছে, সেই প্রদীপটি একটি ফানুসের মধ্যে রহিয়াছে, সেই ফানুসটি এইরূপ, যেমন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশেষ, উক্ত প্রদীপটি এক প্রকার বিশেষ হিতকর বৃক্ষের দ্বারা জ্বালানো হইয়া থাকে, উহা যয়তুন, যাহা না পূর্বমুখী এবং না পশ্চিমমুখী। উহার তৈল যদিও উহাকে অগ্নি স্পর্শ না করে, তবু মনে হয় যেন নিজেই জ্বলিয়া উঠিবে। আলোর উপর আলো। আল্লাহ্তা'আলা স্বীয় আলোর দিকে যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আল্লাহ্তা'আলা মানুষের হিদায়তের জন্যই সকল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুকে খুব ভাল করিয়া জানেন।"

[অনুধাবন করুন—আল্লাহ্র নিজের অর্থাৎ মূল নূরের বর্ণনা নয়। বরং সৃষ্টিতে বিদ্যমান যে নূর, উদাহরণের মাধ্যমে সেই নূরের বর্ণনা। মূল ভাষার তর্জমাতেও কি অপূর্ব প্রকাশ এবং বাচনভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তাশীলদের জন্য ইহাতে চিন্তার বা ইজতিহাদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। দেড় হাজার বৎসর আগে উম্মী নবীর মুখ নিঃসৃত এইরূপ বাণীকে আল্লাহ্র বাণী ছাড়া আর কি বলা যায়। সমগ্র কুরআনেই এইরূপ বাচনভঙ্গীর সমষ্টি।]

সূরা আল্-হাদীদ্ (৩ আয়াত) ঃ

"তিনিই পূর্বে রহিয়াছেন এবং তিনিই পরেও থাকিবেন, তিনিই

www.pathagar.com

প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুকে ভালরূপে জানেন।"

সূরা মুমিন (৩ আয়াত) ঃ

"পাপ মার্জনাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তি বিধানকারী, মহামহিমান্বিত, তিনি ভিন্ন উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেহ নাই, তাঁহারই সমীপে গন্তব্য স্থান।"

[তৌহিদের অনন্য সুর ও ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হইয়াছে উপরোক্ত আয়াত দুইটিতে। আর লক্ষ্য করুন—গন্তব্যস্থল তাহার সমীপে, তাহাতে নয়।]

সূরা ক্বাফ (১৬ আয়াত) ঃ

"আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার অন্তরে যে সমস্ত কল্পনার উদয় হয়, আমি তাহা অবগত আছি। আর আমি তাহার গর্দানের শিরা হইতেও অধিক নিকটে।"

[খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত। কোন কিছুই লুকাইবার সাধ্য মানুষের নাই। আবার যিনি অতি দূরে—তিনিই অতি নিকটে। ইহাই সৃষ্টির কৌশল।]

সূরা আর্-রাহ্মান (২৯ আয়াত) ঃ

"তাহারই সমীপে সমস্ত আসমান এবং জমিনের অধিবাসিগণ প্রার্থনা করিয়া থাকে। তিনি সর্বক্ষণ কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকেন।"

[আল্লাহ্ বিশ্রাম গ্রহণ করেন না। তিনি সৃষ্টিকার্যে ও সৃষ্টির লালনে ক্লান্তিশূন্য। ইহাই ত স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। তাই ইসলামে কোন বিশ্রামবার নাই—যেমন আছে য়াহূদীদের 'Sabbath-Day' বা কর্মবিরতি দিবস। সৃষ্টিতে প্রতিটি পরমাণু যখন প্রতি মুহূর্তে সক্রিয়, তখন মূল শক্তির বিশ্রামের ধারণা অবাস্তব।]

সূরা বাকারা (১১৭ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্তা'আলাই সমস্ত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কাজ সমাধা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন মাত্র বলিয়া দেন 'হইয়া যা' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।"

www.pathagar.com

['হইয়া যা' বলিলেই হইয়া যায়--এই বাণীর বাস্তবতা হইতে অবিশ্বাসী বা দুর্বল জ্ঞানের ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া নিতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি ইহা অবাস্তব বা যুক্তিহীন তত্ত্ব? সৃষ্ট জীব মানুষ কি তাহার কর্মশক্তিকে উদ্ভাবনী শক্তিতে, তৎপর উহাকে ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত করে নাই? মানুষ ইচ্ছা করিলেই মুহূর্তমধ্যে একটি শহর ধ্বংস করিতে পারে, ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীর যে কোন কেন্দ্রের বেতার বাণী শুনিতে পারে, ইচ্ছা করিলেই টেলিভিশন পর্দায় ছবি ভাসিয়া উঠে, ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ গন্ডী অতিক্রম করিতে পারে। অবশ্য এই সব ইচ্ছা বাস্তবায়নের উপাদান বা প্রক্রিয়া মানুষের আয়ত্তে আছে বলিয়াই ইচ্ছা করিলে হইয়া যায়। আর স্রষ্টার বেলায় সমস্ত সৃষ্টির উৎস বা মূল উপাদান যাহার আয়ত্তে, তিনি 'হইয়া যা' না বলিয়া শুধু ইচ্ছা করিলেই, সেই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কোন কিছু হওয়া বা ঘটিয়া যাওয়া কি অসম্ভব? দৃঢ় মনোবলের অতি বিরল সংখ্যক মানুষের ইচ্ছাশক্তির সক্রিয় প্রকাশ যদি কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয়, তবে স্রষ্টার বেলায় সংশয় কেন?]

সূরা মারইয়াম (৯৪ আয়াত) ঃ

"তিনি সকলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং সকলকে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।"

সূরা আলে-ইমরান (৮৩ আয়াত) ঃ

"তবে তাহারা কি আল্লাহ্‌র ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা অনুসরণ করে? অথচ আল্লাহ্‌তা'আলার সামনে সকলেই নতশির, যাহা আকাশ-সমূহে এবং পৃথিবীতে আছে, স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, আর সকলকে আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।"

সূরা জ্বিন (১০ আয়াত) ঃ

"আর যত সিজ্‌দা রহিয়াছে, উহার সবগুলিই আল্লাহ্‌তা'আলার প্রাপ্য; সুতরাং আল্লাহ্‌তা'আলার সহিত আর কাহারও ইবাদত করিও না।"

[তৌহিদ বা একত্ববাদ অনুসরণের স্পষ্ট তাগিদ রহিয়াছে সূরা জ্বিনের উপরোক্ত আয়াতে।]

www.pathagar.com

সূরা আন্'আম (৫৯ আয়াত) ঃ

"আর আল্লাহ্রই নিকট রহিয়াছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, উহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ জানে না, এবং তিনি সমস্ত বস্তুকে জানেন—যাহা কিছু স্থলে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু সমুদ্রে রহিয়াছে এবং তাঁহার জানা ব্যতীত কোন পত্র ঝরে না এবং কোন বীজ মাটিতে অন্ধকার অংশ সমূহে পতিত হয় না, এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না, কিন্তু এ সমস্তই বিস্তৃত কিতাবে রহিয়াছে।

সূরা আম্বিয়া (২২ আয়াত) ঃ

"যদি পৃথিবী, আসমানে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য থাকিত, তবে উভয়টিই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত।"

সূরা হাশ্র (২৩ আয়াত) ঃ

"তিনি এমন উপাস্য যে, তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই। তিনি বাদশাহ্, পবিত্র, নিরাপদ, অভয় প্রদানকারী, রক্ষাকারী, প্রবল প্রতাপশালী, বিকৃতের সংস্কারক, বড়ই মহান, আল্লাহ্তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হইতে পবিত্র।"

[আল্লাহ্তা'আলা মানুষকে তাঁহার মহিমা বুঝাইবার জন্য তাঁহার মূল নামের সাথে অনেক সিফাতযুক্ত অর্থাৎ গুণবাচক নাম কুরআনে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ইতিপূর্বেও বলা হইয়াছে। কিন্তু ইসলামে এই সিফাতসমূহ উপাস্য নয়। একমাত্র উপাস্য সর্ব-বিশেষণযুক্ত অথবা সর্ব বিশেষণমুক্ত আল্লাহ্। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এখন পাঠক-পাঠিকাগণের সামান্য ধারণা থাকায় বুঝিতে পারেন নিশ্চয়ই যে, রাম-রহিম ও কৃষ্ণ-করিমের যুক্ত ভজনা কত অবাস্তব ও হাস্যকর।]

সূরা বাকারা (১১৫ আয়াত) ঃ

"এবং আল্লাহ্রই একাধিপত্যে পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক। তবে তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সেই দিকেই আল্লাহ্র চেহারা (অস্তিত্ব) বিরাজমান। কেননা আল্লাহ্তা'আলা পরিবেষ্টনকারী-পূর্ণ-জ্ঞানবান।"

www.pathagar.com

সূরা আল্-ইমরান (২ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ যে, তিনি ভিন্ন মাবুদ বানাইবার কেহ নাই এবং তিনি চিরঞ্জীব—যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণকারী।"

সূরা হিজর (২৩ আয়াত) ঃ

"আর আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি ও আমিই থাকিয়া যাইব।"

সূরা শূরা (৫১ আয়াত) ঃ

"কোন মানুষেরই অবস্থা এইরূপ নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সহিত কথা বলেন, কিন্তু হয়ত ইলহামের সাহায্যে অথবা পর্দার অন্তরাল হইতে কিংবা তিনি কোন ফিরিশ্তাকে প্রেরণ করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র আদেশে তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ বাণী পৌঁছাইয়া দেন। তিনি অতি মহান মর্যাদার অধিকারী, তিনি অতিশয় বিজ্ঞ বটেন।"

[সরাসরি কোন ভাষার মাধ্যমে কথা বলার ধারণাই অবাস্তব। শুধু পর্দার অন্তরাল হইতে ইচ্ছাসূচক তরঙ্গ বা বাণী প্রেরণ—যাহা শুধু প্রাপক গ্রহণ ও হৃদয়ঙ্গম করেন। ইহাই ওহী বা ইলহাম। এইজন্যই নির্বাচিত নবী বা রসূলের মাধ্যমে বাণী প্রেরণ করা হয়-সত্য পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত। এই প্রসঙ্গে ফানাফিল্লাহ তত্ত্ব স্মরণীয়।]

সূরা তোয়া-হা (৪৬ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইলেন, তোমরা আশংকা করিও না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সমস্তই শুনিতেছি এবং দেখিতেছি।"

সূরা নহ্ল (৫১ আয়াত) ঃ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, দুই উপাস্য সাব্যস্ত করিও না-কেবল এক উপাস্যই বটে ; অতএব তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করিতে থাক।"

www.pathagar.com

সূরা আম্বিয়া (১৬ আয়াত) ঃ

"আর আমি আসমান-জমিন এবং উহাদের মধ্যস্থিত সকল বস্তুকে এমন ভাবে সৃষ্টি করি নাই, যে লীলাখেলা করি।"

[হিন্দু-দর্শনের মায়াবাদ, পুরুষোত্তমের মায়া প্রক্রিয়া বা লীলাখেলা যে নয়, কোন সৃষ্ট বস্তুই যে নিরর্থক নয়—তাহা ব্যাখ্যা করা হইবে কুরআনের সৃষ্টি রহস্য পর্যায়ে।]

সূরা ইখ্‌লাস (সম্পূর্ণ) ঃ

"বলুন যে, আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী. তাঁহার সন্তান-সন্ততি নাই, আর না তিনি কাহারও সন্তান, আর না কেহ তাঁহার সমতুল্য আছে।"

[এই সূরাকে তৌহিদও বলা হয়। কারণ সংক্ষিপ্তাকারে তৌহিদের পূর্ণ বর্ণনাই এই সূরার বিষয়বস্তু। একত্ববাদের এই ঘোষণায় তৌহিদের পরিপন্থী অনেক মতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। তিনি হিরণ্যগর্ভও নন এবং কোন হিরণ্য রেতাঃ নাই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র বা মানস-পুত্র নাই। মুখাপেক্ষী হইয়া কাহারও মাধ্যমে বা সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করেন নাই বা ইহার পরিচালনা করেন না। মানবের ঔরসে ও মানবীর গর্ভে অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। মনে রাখা দরকার—কাহারও পক্ষে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া দাবী করা যথার্থ হইলে আদি মানব আদমই তাহা করিতে পারিতেন। কারণ তাহার পিতা বা মাতা ছিল না। বহুবাদ (দেব-দেবীবাদ), ত্রিত্ববাদ (খৃস্টানদের Trinity), দ্বিত্ববাদ (প্রকৃতি ও পুরুষ) নয়, সরল-সহজ-যুক্তি ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক একত্ববাদই ইসলামের মূল মর্ম।]

সূরা কাহ্‌ফ (১০৯ আয়াত) ঃ

"আপনি বলুন, যদি আমার প্রভুর বাণী বা কালামসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্রই শেষ হইয়া যাইবে, যদিও ঐ সমুদ্রের তুল্য অপর সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করি।"

www.pathagar.com

[হাজার কথার এক কথা। ইহার পর আল্লাহ্‌র শান সম্বন্ধে আর উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ হাতড়াইলেও এইরূপ বা ইহার সহিত তুলনীয় কোন ঘোষণা পাওয়া যাইবে না। তাই বোধ হয় দিশাহারা হইয়া কবি বলিয়াছেন ঃ

নিশ্চয় আছেন একজন,
যে অর্থে আমরা বুঝি,
যে অর্থে তাহারে খুঁজি,
হয়ত তেমনি তিনি নন।
কত দূরে সূর্য কায়া,
জলে পড়িয়াছে ছায়া,
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ।]

রসূল (মহানবী) সম্বন্ধে কুরআন

সূরা ফাতির (২৩, ২৪ আয়াত) ঃ

"আপনি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী। আমিই সত্যধর্ম প্রদান করিয়া শুভ-সংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতীত হয় নাই, যাহাদের মধ্যে কোন ভয় প্রদর্শনকারী ছিল না।"

সূরা হিজর (১০ আয়াত) ঃ

"আর আমি আপনার পূর্বেও পয়গম্বরদিগকে পূর্ববর্তী লোকদের বহু দলের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

সূরা নিসা (১৬৩, ১৬৪ আয়াত) ঃ

"আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেরূপ নূহের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পরে অন্যান্য নবীর নিকট। আর আমি ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের বংশধর এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম। আর আমি দাউদকে যবুর প্রদান করিয়াছিলাম।"

"আর এইরূপ নবীদিগকেও ওহী প্রদান করিয়াছি, যাহাদের অবস্থা

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, এবং এইরূপ নবী-দিগকেও, যাহাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করি নাই। আর মূসার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ প্রক্রিয়ায় কথা বলিয়াছেন।"

সূরা রাদ (৪৩ আয়াত) ঃ

"আর এই কাফির লোকেরা বলিতেছে যে, আপনি পয়গম্বর নহেন ; আপনি বলিয়া দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং সেই ব্যক্তি যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে—সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।"

[অন্য কোন নবী বা পয়গম্বরের নিকট হইতে নয়, ইসলাম প্রচারক রসূলের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম জানা যায় যে, অতীতে পৃথিবীর সর্বত্র, সর্বজাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বরগণ আসিয়া-ছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিভিত্তিক। এই উদার স্বীকৃতিতে মানব জাতির কোন অংশকে বর্বর, দৈত্য, রাক্ষস, বানর, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবন নামে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া চিহ্নিত করা হয় নাই। কোন মনোনীত জাতি (ইস্রাইল) নয়, আল্লাহ্র নিকট মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। আর, পয়গম্বর আসে নাই—এই অজুহাতে সত্য ধর্মচ্যুত কোন জাতি বা সম্প্রদায় রেহাই পাইবে না। হয়ত তাহারা পয়গম্বরের বাণী ভুলিয়া গিয়াছে বা অস্বীকার করিয়াছে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃত করিয়াছে।]

সূরা বাকারা (১৫১ আয়াত) ঃ

"যেমন আমি একজন রসূল তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি তোমাদের মধ্য হইতেই, আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া করিয়া তোমাদিগকে শুনাইতেছেন এবং তোমাদিগকে নির্মল করিতেছেন ও তোমাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন এবং এমন কথা তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।"

[রসূল বা মহানবীর মাধ্যমে কুরআনের সাহায্যে যে শিক্ষাদানের বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার সহিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত ঈসা নবীর

www.pathagar.com

উক্তি-যোহন লিখিত সুসমাচারের (নিউ টেস্টামেন্ট) ১৪/২৬ ও ১৬/১২, ১৩ অনুচ্ছেদের হুবহু মিল রহিয়াছে।]

সূরা আল্-ইমরান (১৬৪ আয়াত) ঃ

"বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের জাতি হইতেই এইরূপ এক পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকেন, কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং নিশ্চয়ই তাহারা পূর্ব হইতে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।"

সূরা নিসা (১৭০ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"হে মানবগণ, তোমাদের নিকট এই রসূল সত্য বাণী লইয়া তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে আগমন করিয়াছেন ; সুতরাং তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে।"

সূরা বাকারা (১৪৬ আয়াত) ঃ

"যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি, তাহারা রসূলুল্লাহ্কে এইরূপভাবে চিনে, যেরূপ নিজ পুত্রগণকে চিনিয়া থাকে, এবং নিশ্চয়ই ইহাদের একদল সত্যকে খুব জানা সত্ত্বেও গোপন করিতেছে।

[সূরা নিসার আয়াতাংশে সমস্ত মানব জাতির জন্য (কোন নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়) মহানবীকে প্রেরণের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে কিতাবধারী য়াহূদী ও খৃস্টানদের ইসলাম ও রসূল হইতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।]

সূরা আম্বিয়া (১০৭ আয়াত) ঃ

"আর আমি পৃথিবীস্থ লোকগণের প্রতি আমার অনুগ্রহ বর্ষণ করা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যেই আপনাকে প্রেরণ করি নাই।"

সূরা নিসা (৭৯ আয়াতের শেষাংশ) ঃ

"এবং আমি আপনাকে সমস্ত লোকের জন্য পয়গম্বর করিয়া প্রেরণ করিয়াছি, এবং আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী।"

www.pathagar.com

সূরা ফুরকান (১ আয়াত) ঃ

"মহা-মহিমান্বিত সত্তা তাঁহার, যিনি এই মীমাংসার গ্রন্থটি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দার উপর নাযিল করিয়াছেন, যাহাতে তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হইতে পারেন।

সূরা সাবা (২৮ আয়াত) ঃ

"আর আমি তো আপনাকে সমস্ত লোকের জন্য পয়গম্বর করিয়া প্রেরণ করিয়াছি—শুভ সংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।"

[অন্য কোন ধর্ম প্রচারক বা পয়গম্বর এইরূপ মর্যাদা লাভ করেন নাই। সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য তাঁহার আগমন, তাই তিনি বিশ্বনবী। আর বিশ্বনবী বলিয়াই তিনি মহানবী বটেন।]

সূরা আহ্যাব (৪০ আয়াত) ঃ

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে কাহারও পিতা নহেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার রসূল এবং সমস্ত নবীর শেষ। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।"

[এখানে দুইটি ঘোষণা পাওয়া যায়। প্রথমটি রসূলুল্লাহ্ কোন পুরুষের (অবশ্য নিজ সন্তান ছাড়া) পিতা নহেন, অর্থাৎ ঔরস-জাত ছাড়া আর কেহ (পোষ্য পুত্র, ইত্যাদি) পুত্র নয়। দ্বিতীয় ঘোষণায় তাহাকে স্পষ্টভাবে সর্বশেষ নবী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।]

সূরা কাসাস (৮৫ আয়াত) ঃ

"যে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি কুরআন ফরয করিয়াছেন, তিনি আপনাকে জন্মভূমিতে পুনরায় পৌঁছাইয়া দিবেন।"

[অমুসলিম পাঠক-পাঠিকাগণ জানিয়া রাখুন এই আয়াতটি মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পথে রসূলুল্লাহ্র সান্ত্বনার জন্য নাযিল হয়। আট বৎসর পর রসূলুল্লাহ্র পিতৃভূমি মক্কা বিজয়ের (বিনা রক্তপাতে) মাধ্যমে আল্লাহ্র এই বাণীর সত্যতা পূর্ণ হয়।]

www.pathagar.com

সূরা জ্বিন (২১, ২২ আয়াত) ঃ

"আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাও রাখি না এবং কোন হিত সাধনেরও না।"

"আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহ্ হইতে কেহ রক্ষা করিতে সক্ষম নহে, আমিও তিনি ব্যতীত কোন আশ্রয় পাইতে সক্ষম নহি।"

[রসূলুল্লাহ্র চতুর্থ পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু হওয়ার দিন সূর্য গ্রহণ হওয়ায় অনেকে অজ্ঞানতাবশত এই ঘটনার সহিত নবী-পুত্রের মৃত্যুজনিত দুঃখদায়ক বিষয়কে জড়িত করে। মহানবী ইহার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে এইরূপ যুক্তিহীন ধারণাকে খণ্ডন করেন।]

সূরা আন্কাবুত (৪৮ আয়াত) ঃ

"আর আপনি এই কিতাবের পূর্বে কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নাই এবং কোন কিতাব নিজ হস্তে লিখিতেও সক্ষম ছিলেন না, যাহাতে এমতাবস্থায় এই অসত্যের পূজারী লোকেরা কোন সন্দেহ করিতে পারে।

[মহানবী উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। জগতে তাঁহার কোন শিক্ষকও ছিল না। আশৈশব পৌত্তলিক সমাজে লালিত-পালিত হইয়াছেন। কুরআনের বিভিন্ন জাতি ও পয়গম্বরদের কথা, সত্যধর্মের স্বরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃষ্টি-রহস্য তত্ত্বের প্রকাশ ইত্যাদি আল্লাহ্র বাণী না হইলে এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ না হইলে তাহার পক্ষে নিজ হইতে এইরূপ আয়াতসমূহ বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না। তবুও অবিশ্বাসীরা কুরআনের আয়াতকে মহানবীর নিজের রচনা বলিয়া প্রচার করিত এবং এখনও করে।]

সূরা নিসা (৮০ আয়াত) ঃ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করিয়াছে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়াছে।"

www.pathagar.com

সূরা তাগাবুন (১২ আয়াত) ঃ

"আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন কর এবং তাঁহার রসূলের নির্দেশ পালন কর, আর যদি তোমরা পরাঙমুখ হও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

[রসূলের আনুগত্য অর্থে রসূলের মুখনিঃসৃত আল্লাহ্র বাণী অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। রসূল আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই বলেন নাই। তাই রসূলের নির্দেশ আল্লাহ্রই নির্দেশ। ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া, খৃস্টানদের মত 'যে যীশুকে দেখিয়াছে সে পিতাকে (আল্লাহ্কে) দেখিয়াছে', এই ধারণার অনুসরণে যে রসূলকে দেখিয়াছে, সে আল্লাহ্কে দেখিয়াছে, ইত্যাদি মতবাদ পরিত্যাজ্য।]

সূরা আহ্যাব (৪৫, ৪৬ আয়াত) ঃ

"হে নবী, আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এইরূপ মর্যাদাশীল রসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি সাক্ষী হইবেন। আর আপনি শুভ সংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাহার আদেশে আহ্বানকারী এবং আপনি একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।"

[এই আয়াতে রসূলুল্লাহ্র সর্বোচ্চ মর্যাদার বর্ণনা পাওয়া যায়। মানব জাতির জন্য যে রসূল তিনি মানুষের কর্মের সাক্ষী থাকিবেন বা হইবেন। তাৎপর্যপূর্ণ এই আয়াতটি অনুধাবনযোগ্য।]

সর্বশেষে পর্যায়ক্রমে রসূলের দায়িত্ব ও মর্যাদার স্পষ্ট উল্লেখ প্রসঙ্গে চারি কলেমায় রসূলের তত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে।

১. কলেমা তৈয়ব—"মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল।"

২. কলেমা শাহাদত—"বিশ্বস্ত প্রেমিক এবং রসূল।"

৩. কলেমা তৌহিদ—"মুত্তাকীন বা বিশ্বাসী পরহিযগারদের ইমাম এবং বিশ্বের বা সৃষ্টির রসূল।"

৪. কলেমা তম্জিদ—"রসূলদের ইমাম এবং সর্বশেষ নবী।"

অতঃপর এইখানেই রসূল প্রসঙ্গের ইতি।

www.pathagar.com

কুরআন সম্বন্ধে কুরআন

সূরা নমল (৬ আয়াত) ঃ

"আর নিশ্চয়ই এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ও জ্ঞানী সত্তার তরফ হইতে আপনাকে কুরআন প্রদান করা যাইতেছে।"

সূরা কাহ্‌ফ (৫৪ আয়াত) ঃ

"আর আমি এই কুরআন শরীফে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকারের উত্তম উত্তম বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছি এবং মানুষ ঝগড়া-বিবাদে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী।"

সূরা আল্‌-কামার (১৭ আয়াত) ঃ

"আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কেহ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?"

সূরা হাশর (২১ আয়াত) ঃ

"যদি আমি কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করিতাম, তবে তুমি উহাকে দেখিতে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে ধসিয়া এবং বিদীর্ণ হইয়া যাইত। আর এই অভিনব বিষয়গুলিকে আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করিয়া থাকি, যেন তাহারা চিন্তা করে।"

সূরা তারিক (১৩ ,১৪ আয়াত) ঃ

"নিশ্চয় এই কুরআন এক প্রভেদকারী কালাম।"

"আর ইহা কোন নিরর্থক বস্তু নহে।"

[প্রভেদকারী অর্থে সত্য-মিথ্যার তথা ন্যায়-অন্যায়ে প্রভেদকারী। আর নিরর্থক বস্তু যে নয়, ইহা কেবল কুরআন পাঠ ও অনুধাবনেই উপলব্ধি করা যায়।]

সূরা বাকারা (২ আয়াত) ঃ

"এই কিতাবটি এইরূপ যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আল্লাহ্‌-ভীরু লোকদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।"

www.pathagar.com

সূরা নিসা (৮২ আয়াত) ঃ

"তাহারা কি আবার কুরআনের মধ্যে মনঃসংযোগ করে না ? আর যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তবে ইহার মধ্যে বহু অনৈক্য প্রাপ্ত হইত।"

সূরা বাকারা (২৩ আয়াত) ঃ

"আর যদি তোমরা এই কিতাব সম্বন্ধে সন্দিহান হও, যাহা আমি আমার খাস বান্দার উপর নাযিল করিয়াছি, তবে ভাল কথা, তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করিয়া দেখাও।"

[কুরআন নাযিলের পর হইতে আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ বলবৎ আছে ও থাকিবে। সংশয়বাদীরা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে। কুরআন যে উম্মি রসূলের নিজস্ব রচনা নয়, বরঞ্চ আল্লাহ্র বাণী—এই সম্পর্কে খোলাখুলি আর কিভাবে বলা যাইতে পারে ?]

সূরা আন্'আম্ (১১৫ আয়াত) ঃ

"আর আপনার প্রতিপালকের বাণী বাস্তবতা ও মধ্যপন্থা হিসাবে পরিপূর্ণ, তাহার বাণীর কোন পরিবর্তনকারী নাই এবং তিনি উত্তমরূপে শ্রবণ করিতেছেন, উত্তমরূপে অবগত হইতেছেন।"

[কুরআন তথা ইসলামের মূলনীতি এই আয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই নীতি কল্পনা, অবাস্তব, যুক্তিহীন নয়—আর নয় চরম ও প্রতিক্রিয়াশীল। বরঞ্চ বাস্তবতা ও মধ্যপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত তাই কুরআন সর্বলোকের জন্য সর্বকালোপযোগী ধর্মগ্রন্থ।]

সূরা কদর (১ আয়াত) ঃ

"অবশ্যই আমি কুরআনকে কদরের রাত্রে অবতীর্ণ করিয়াছি।"

সূরা বাকারা (১৮৫ আয়াত) ঃ

"রমযান মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যাহার বৈশিষ্ট্য এই—মানুষের সুপথ পরিদর্শক, এবং সৎপথের উজ্জ্বল নিদর্শন, সুপথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থাবলীর অন্যতম ও মীমাংসাকারী।"

www.pathagar.com

সূরা আল্-হাদীদ্ (৯ আয়াত) ঃ

"তিনি এমন যে, নিজ বান্দার উপর স্পষ্ট আয়াতসমূহ প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাহার ফলে তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনয়ন করিতে পারেন।"

সূরা হুদ (১ আয়াত) ঃ

"ইহা একটি এমন কিতাব যে, ইহার আয়াতগুলি মজবুত করা হইয়াছে, অতঃপর পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—এক সর্বজ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞের পক্ষ হইতে।"

সূরা কাহ্ফ (২৭ আয়াত) ঃ

"আর ওহীর সাহায্যে আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব আগমন করিয়াছে তাহা পাঠ করুন। বস্তুত তাহার বাণীসমূহকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। আর আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন আশ্রয় পাইবেন না।"

সূরা বনী ইস্রাইল (৮৯ আয়াত) ঃ

"আর আমি মানুষদের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছি, তথাপি অধিকাংশ মানুষ কাফিরী ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করে নাই।"

সূরা যুমার (২৩ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহা এমন গ্রন্থ যে, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। বার বার উক্তি করা হইয়াছে, যাহার ফলে নিজ প্রভুর ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণের শরীর কাঁপিয়া উঠে।"

সূরা ইউনুস (৩৭ আয়াত) ঃ

"আর এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নহে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গঠিত হইয়া থাকিবে। বরং ইহা তো সেই কিতাবসমূহের সমর্থক, যাহা ইহার পূর্বে হইয়াছে এবং আবশ্যকীয় নির্দেশবলীর বিষয় বর্ণনা-কারী, ইহাতে কোন সন্দেহের কথা নাই, সৃষ্ট জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।"

www.pathagar.com

সূরা ইব্‌রাহীম (১ আয়াত) ঃ

"আলিফ্-লাম-রা—ইহা একটি গ্রন্থ, যাহা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি। যেন আপনি সমস্ত মানুষকে তাহাদের প্রভুর আদেশে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর প্রতি অর্থাৎ প্রবল প্রতাপ প্রশংসা-ভাজন আল্লাহ্‌র পথের দিকে আনয়ন করেন।"

সূরা বুরুজ (২১, ২২ আয়াত) ঃ

"বরং উহা এক মর্যাদাবান কুরআন, যাহা লাওহে মাহ্‌ফুজে অবস্থিত রহিয়াছে।"

সূরা যুখ্‌রুফ (৪ আয়াত) ঃ

"এবং তাহা (কুরআন) আমার নিকট লাওহে মাহ্‌ফুজের মধ্যে অতিশয় মর্যাদাশীল এবং হিকমতপূর্ণ গ্রন্থ।"

সূরা হিজর (৯ আয়াত) ঃ

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমি উহার রক্ষক।"

[লাওহে মাহ্‌ফুজের বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা হিজর-এর আয়াতে দেখা যায় যাহার বাণী তিনিই উহার রক্ষক। ইহার ফলেই আজ পর্যন্ত নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ কুরআনের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।"]

সূরা বনী-ইস্‌রাইল (১০৬ আয়াত) ঃ

"আর কুরআন শরীফে আমি স্থানে স্থানে পৃথক করিয়া রাখিয়াছি, যেন আপনি উহাকে লোকের সম্মুখে থামিয়া থামিয়া পাঠ করিতে পারেন, আর আমি উহাকে অবতীর্ণ করার সময়ও ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করিয়াছি।"

সূরা আল্-ইমরান (১০৮ আয়াত) ঃ

"ইহা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, যাহা আমি যথাযথ পাঠ করিয়া তোমাদিগকে শুনাইতেছি, এবং আল্লাহ্‌তা'আলা সৃষ্টির প্রতি জুলুমের ইচ্ছা পোষণ করেন না।"

www.pathagar.com

সূরা দাহ্‌র (২৩ আয়াত) ঃ

"আমি আপনার প্রতি কুরআন অল্প অল্প করিয়া নাযিল করিয়াছি।"

সূরা বনী-ইসরাইল (৪১ আয়াত) ঃ

"আর আমি এই কুরআন শরীফে নানা পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ঘৃণা বাড়িয়াই চলিয়াছে।"

সূরা সোয়াদ (৮৭ আয়াত) ঃ

"এই কুরআন তো দুনিয়াবাসীদের জন্য কেবল একটি উপদেশাবলী।"

সূরা আল্-কালাম (৫৩ আয়াত) ঃ

"এই কুরআন সমগ্র পৃথিবীর জন্য উপদেশ বটে।"

{ সমগ্র কুরআন হিন্দুধর্মের বেদগ্রন্থের মতো বিশ কোটি বৎসর আগে শব্দ ব্রহ্মের কৃপায় প্রকাশ হয় নাই বা মহাপঞ্চভূতের নিঃশ্বাস নয়, অথবা গীতার মতো একদিনে বা কিছুক্ষণের মধ্যে অবতীর্ণ হয় নাই। কুরআন হিব্রু বাইবেলের মতো ইসরাইল জাতির ইতিহাস নয়, অথবা যীশু শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত সুসমাচার ও পত্রাবলীর সমষ্টি বাইবেলের মতো ধর্মগ্রন্থও নয়। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কুরআন বিভিন্ন খণ্ডে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তকের নিকটও অবতীর্ণ হয় নাই। কুরআন এক এবং অবিভাজ্য। আর ইহার ওহী বা বাণী নাযিল হইতে থাকে ক্রমে ক্রমে প্রায় তেইশ বৎসর যাবত। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মহানবী ছিলেন ধর্ম প্রচারক—প্রবর্তক নন। মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে ধর্ম-প্রবর্তক, ত্রাণকর্তা, অবতার ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিবার অহেতুক প্রবণতা কুরআনে নাই। অন্যান্য অনেক ধর্মগ্রন্থের ন্যায় কুরআনে মহানবীর ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা বা উপদেশাবলীর একটি বাক্যও নাই। ইহাতে ওহী ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। কোনো ধর্মগ্রন্থেই এইরূপ উল্লেখ নাই যে, উহা সর্বকালের সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।

www.pathagar.com

তাই বিশ্বধর্ম, বিশ্বগ্রন্থ ও বিশ্বনবী যথাক্রমে ইসলাম, কুরআন ও রসূল মুহাম্মদ (সঃ)।]

সূরা নহ্‌ল (৪৪ আয়াত) ঃ

"আর আপনার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যেন যে সমস্ত মন্তব্য লোকদের উদ্দেশ্যে পাঠান হইয়াছে, সে সব আপনি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন এবং তাহারা ভাবিয়া দেখে।"

সূরা সোয়াদ (২৯ আয়াত) ঃ

"ইহা একটি বরকতময় গ্রন্থ, যাহা আমি আপনার উপর এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি, যেন মানুষ উহার আয়াতসমূহের মধ্যে গভীর চিন্তা করে আর যেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা আল্‌-ইমরান (৫৮ আয়াত) ঃ

"ইহা আপনাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইতেছি, যাহা প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞান মিশ্রিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।"

[কুরআন নিয়ন্ত্রিত দৈনন্দিন ধর্ম-কর্ম, সামাজিক জীবন যাত্রা নির্বাহ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টির কল্যাণে ইহার বাস্তব প্রয়োগ, ইত্যাদির সমন্বয়ই ইসলাম। তাই কুরআন না বুঝিয়া, শুধু সওয়াব হাসিলের জন্য পাঠ বা তিলাওয়াত করিয়া তাকের উপর সযত্নে রাখিয়া দেওয়ার জন্য নয়। উপরোক্ত তিনটি আয়াতের—"তাহারা ভাবিয়া দেখে / গভীর চিন্তা করে / উপদেশ গ্রহণ করে / বিজ্ঞান মিশ্রিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত—এই বাক্যাংশগুলি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? নিশ্চয়ই বুঝিবার জন্য, বুঝিয়া সেই মুতাবিক চলার জন্য, চালাইবার জন্য, অন্যকে শামিল হইতে আহ্বানের জন্য। গভীর চিন্তা করার অর্থ ইজতিহাদ—অনুশীলন-গবেষণা নতুবা বিজ্ঞান মিশ্রিত বিষয় বুঝিব কেমন করিয়া? উপরোক্ত আয়াত তিনটি ও পরবর্তী পর্যায়ের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধীয় আয়াতগুলি দ্বারা পরিষ্কার বোধগম্য হওয়া দরকার যে, বরকতময় গ্রন্থের বরকত লাভ করিতে হইলে, সার্বিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের গুণ অর্জন করিতে হইলে, গভীর চিন্তা, অনুশীলন ও গবেষণার প্রয়োজন। তাহা হইলে যাবতীয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র এইভাবেই কুরআন বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিকট বোধগম্য হইয়া বিশ্বগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিবে।]

সূরা আল্-হাক্কাহ্ (৩৮, ৪৩ আয়াত) ঃ

"অতঃপর আমি ঐ সমস্ত বস্তুরও শপথ করিতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ।"

"এবং সে সমস্ত পদার্থেরও যাহা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।"

"যে এই কুরআন বাণী একজন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা কর্তৃক আনীত।"

"এবং ইহা কোন কবির উক্তি নহে। তোমরা খুব সামান্যই ঈমান আনয়ন করিতেছ।"

এবং ইহা কোন গণকের উক্তিও নহে, তোমরা নিতান্ত অল্পই বুঝিয়া থাক।"

"বিশ্বপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত।"

সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে কুরআন

সূরা মুলক (৩, ৪ আয়াত) ঃ

"যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সুসমঞ্জসভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি করুণাময়ের এই সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না ; অতএব তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়া লও-কোন ত্রুটি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় কিনা।"

"আর পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ—দৃষ্টি অপমানিত ও অক্ষম হইয়া তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিবে।"

[চৌদ্দশত বৎসর পর বর্তমানের মহাশূন্য বিজ্ঞানিগণ চরমভাবে ও পরম শ্রদ্ধাভরে উপরোক্ত আয়াত দুইটির মমার্থ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানিয়া নিয়াছেন। সূচনা পর্যায়ে এই আয়াত দুইটি উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাশূন্য বিজ্ঞানিগণ আলোর গতির মাপকাঠিতে মহা-

৮—

www.pathagar.com

কাশের বিস্তৃতির পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে কমবেশী ১,৮৬,২৮৪ মাইল। এই হিসাবে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব দেড় আলো সেকেণ্ড ও সূর্যের দূরত্ব আট আলো মিনিট মাত্র। অথচ সূক্ষ্মাতি এবং শক্তিশালী যন্ত্রাদির সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধুনা বিজ্ঞানীদের নিকট পৃথিবী হইতে শত কোটি আলোক বৎসর দূরত্বের নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জের অস্তিত্বের সন্ধান মিলিয়াছে। ইহাই শেষ নয়। আর এই নক্ষত্রসমূহ প্রচণ্ড গতিতে প্রতিনিয়ত একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। মহাকাশের অসংখ্য নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু, ছায়াপথ, সৌরজগৎ সমূহ এবং আরও অজানা বস্তুর সমষ্টির তুলনায় আমাদের প্রিয়ভূমি এই পৃথিবী মরুভূমিতে এককণা বালুকার সমান (আল্লাহু আক্‌বর)। ইহার পরিমাপ করা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী এবং বাস্তবেও অসাধ্য। তবুও পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপের কথায়, পর্যবেক্ষণ ও পরিক্ষা-নিরীক্ষার অনুমতিই দেওয়া হইয়াছে আর ইহার ফলে আমরা প্রকাশ্য সৃষ্টির বিরাটত্ব সম্বন্ধে সামান্য ধারণা করিতে পারি। বিজ্ঞানীরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র মহিমাকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। ত্রুটিহীন এই বিশ্বজগৎ হইতে নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াও দেখা যায় যে, মানুষ নিজেও এক আজব সৃষ্টি—জটিল রহস্যময়।]

সূরা আরাফ (৫৪ আয়াত) ঃ

"নিঃসন্দেহরূপে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ই বটেন, যিনি সমস্ত আসমান ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইলেন।"

সূরা কাফ (৩৬ আয়াত) ঃ

"আর আমি আসমানসমূহকে, জমিনকে, এবং উহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে ছয়দিনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই।"

[এখানে ছয়দিন বলিতে নিঃসন্দেহে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আহ্নিক গতির হিসাবে ২৪ ঘন্টার দিন-রাত্রির ছয়দিন বুঝায় না। মহাশূন্য তথা মহাবিশ্বে অনন্তকালের সময়ের হিসাবে ছয় ধাপ, ছয় পর্যায়,

www.pathagar.com

ছয় প্রক্রিয়া অথবা সৃষ্টির ক্রমবিকাশে ছয়টি ধারা বা স্তর হইতে পারে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তবে এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান মিশ্রিত আয়াতসমূহ হইতে মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া কুরআনের অনুসারীদের গবেষণা বা গভীরভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া চিন্তা করিবার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। যেমন পরবর্তী আয়াতটিতে দেখুন।]

সূরা নহ্‌ল (১২ আয়াত) ঃ

"আর তিনি তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করিয়াছেন। আর তারকারাজি তাহার নির্দেশে বশীভূত রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে উহাতে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কয়েকটি প্রমাণ রহিয়াছে।"

(এইবার সৌর জগৎ পরিচালন পদ্ধতি সর্ম্পকে আরও কতিপয় আয়াত)

সূরা আম্বিয়া (৩৩ আয়াত) ঃ

"আর তিনি সেই আল্লাহ্‌, যিনি রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকটি একই কক্ষে সাঁতার কাটিতেছে।"

সূরা আর্‌-রাহ্‌মান (৫, ৬ আয়াত) ঃ

"সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের সহিত রহিয়াছে। আর কাণ্ডবিহীন গাছ ও কাণ্ড বিশিষ্ট গাছ উভয়েই অনুগত রহিয়াছে।

সূরা ইয়াসীন (৩৮, ৩৯, ৪০ আয়াত) ঃ

"আর সূর্য স্বীয় নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে থাকে। এই পরিমাণ তাহারই নির্ধারিত, যিনি প্রবল প্রতাপশালী, জ্ঞানবান।"

"আর চন্দ্রের জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ণীত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি এইরূপ হইয়া যায় যেন খেজুরের পুরাতন ডাল।"

"সূর্যেরও সাধ্য নাই যে চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলে। আর রাত্রিও দিবসের পূর্বে আসিতে পারে না, এবং উভয় এক একটি বৃত্তের মধ্যে সন্তরণ করিতেছে।"

www.pathagar.com

সূরা ইব্‌রাহীম (৩৩ আয়াত) ঃ

"আর তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করিয়াছেন—যাহা অনবরত চলিতেই রহিয়াছে। আর তোমাদের উপকারার্থে রাত্রি ও দিনকে বশীভূত করিয়াছেন।"

সূরা ফুরকান (৬১ আয়াত) ঃ

"সেই স্রষ্টা অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীল, যিনি আসমানের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ গ্রহসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে একটি প্রদীপ এবং আলোকময় চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।"

[চমৎকার! মাত্র কয়েকশত বৎসর আগেও ইউরোপে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সৌর জগতের সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও বৃহৎ বৃহৎ গ্রহসমূহের অস্তিত্ব, নির্দিষ্ট সময়ে দিবাবসানে রাত্রির আগমন, সন্তরণ অর্থাৎ ওজনহীন অবস্থায় কক্ষ পরিক্রমণ, সব কিছুই নির্দিষ্ট গতিপথে ধাবমান, চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি ইত্যাদি জ্ঞান আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও পাশ্চাত্যের দান মনে করেন। যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পাশ্চাত্যের অবদান আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু মূল বিষয়-বস্তুর অনুসন্ধান ও বর্ণনা জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্রসমূহের মধ্যে কালের হিসাবে সর্ব প্রথম কুরআনই উল্লেখ করা হইয়াছে।]

সূরা হুদ (৭ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও পৃথিবীকে ছয়দিনে পয়দা করিয়াছেন, এবং সে সময় তাহার আরশ পানির উপর ছিল, যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে সৎকর্ম অনুষ্ঠানকারী কাহারা?"

[ইতিপূর্বে ছয়দিনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। সে সময় তাহার আরশ পানির উপর ছিল, এই কথার প্রতিধ্বনি বর্তমান মহাশূন্য ও পদার্থ বিজ্ঞানীদের অভিমতেও পাওয়া যায়। যথা—এই সমস্ত নক্ষত্র জগতের আমাদের সৌরজগৎ থেকে এবং একে অন্য থেকে দূরে সরে যাওয়ায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, মহাজাগতিক

www.pathagar.com

কালের কোন যুগে ইহাদের সমস্তই সদ্য আরব্ধ কোন জলজ পদার্থের অঙ্গীভূত ছিল।]

সূরা মুলক (১৫ আয়াত) ঃ

"যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কাজে কোন্ ব্যক্তি উত্তম, আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল।"

[লক্ষণীয় যে, আগে মৃত্যু ও পরে জীবন সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। আর সদাচার ও উত্তম কাজই মানুষের মূল ধর্ম। সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যের শিক্ষা ইসলামে নাই। কর্ম বিরতি বা কর্ম হইতে বিচ্যুতি আত্মপরীক্ষা এড়াইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এইবার আমাদের জড় পৃথিবীর কল্যাণকর কার্য পরিচালন পদ্ধতির দুইটি আয়াত দেখুন।]

সূরা নূর (৪৪ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্‌তা'আলা রাত্রি এবং দিনকে পরিবর্তন করিয়া থাকেন। এই সমুদয়ের মধ্যে জ্ঞানীগণের জন্য প্রমাণ রহিয়াছে।"

সূরা বাকারা (১৬৪ আয়াত)

"নিশ্চয়ই আকাসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে এবং জাহাজসমূহের, যাহা মানুষের উপকারী দ্রব্য লইয়া সমুদ্রে চালিত হয়, এবং আল্লাহ্ যিনি পানি বর্ষণ করিয়াছেন অতঃপর ইহা দ্বারা পৃথিবীকেও শুষ্ক হইয়া যাওয়ার পর সঞ্জীবিত করিয়াছেন, ইহাতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু সঞ্চারিত করিয়াছেন, বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আবদ্ধ মেঘমালায় নিশ্চয়ই নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহাদের জন্য যাহারা সুস্থ বুদ্ধি রাখেন।"

[আমাদের সৌরজগতের অন্য গ্রহের মতই পৃথিবী জীবনহীন স্তব্ধ ও মৃত গ্রহে পরিণত হইত, যদি ইহার আহ্নিক গতি না থাকিত। দিবারাত্রির ক্রম পরিবর্তনে পৃথিবীর অর্ধাংশ চির আলোকিত ও উত্তপ্ত নয়। তদ্রূপ অপর অর্ধাংশ চির অন্ধকারময় ও তুহিন শীতল

www.pathagar.com

নয়। সূর্য অবিরত যে শক্তি ও তেজ তাহার চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া দিতেছে, আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে তাহার দুইশত কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৌঁছিয়া থাকে। তবু ইহাতেই প্রতি পাঁচ মিনিটে পৃথিবীতে যে সৌরশক্তি পৌঁছায়, মানুষ পৃথিবীর সবরকম উৎস হইতে আহরিত সারা বৎসরেও অত শক্তি ব্যবহার করে না। সূর্যালোকের এই পরিমাণ 'জীব সৃষ্টির ও বিকাশের সহায়ক' এইজন্য যে, সূর্যের অতি তীব্র অতি বেগুনী রশ্মি, যাহা জীব বিনাশের উপাদান, তাহা বায়ুমণ্ডলীর ঊর্ধ্বে একটি বেল্টনী শোষণ করিয়া নেয়। নতুবা পৃথিবীর অবস্থা চন্দ্রপৃষ্ঠের ন্যায় হইত। স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু, মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত ও ঋতু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই সবই করুণাময়ের সৃষ্টির কল্যাণের জন্য পরিচালন পদ্ধতি। যাহার কার্যকারণ নিয়ম আমাদের অজ্ঞাত। যদিও বাহ্যিকভাবে একটি কার্যকারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়।]

সূরা লোকমান (৩৪ আয়াত) ঃ

" নিঃসন্দেহ, কিয়ামত সম্বন্ধীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রহিয়াছে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তিনি অবগত যাহা কিছু গর্ভাধারে রহিয়াছে, এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, সে আগামী কাল কি কাজ করিবে ; এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, সে কোন্ দেশে মরিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত ও অবহিত রহিয়াছেন।"

[উপরোক্ত কয়েকটি বিষয় খাজানায়ে গায়েব বা সৃষ্টি রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকারণ নিয়মের আওতায় মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে এইগুলির পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুবাদীদের অমোঘ অস্ত্র কার্যকারণ নিয়মে তাহারা আত্মা ও বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না। কিন্তু দেহজ চৈতন্য বা মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। দেহের কার্যকলাপ-ক্রিয়াদিকে কার্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা যদি সম্ভবও হয়, তবু মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে কোন্ পদ্ধতিতে ? মন নির্দিষ্ট নিয়মে নয়—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলে। ইহার কার্য-কলাপ অনিশ্চয়তাপূর্ণ। ঠিক যেন ইলেকট্রন তরঙ্গ বা কণিকার

www.pathagar.com

কার্যকলাপ। পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেই বিগড়াইয়া যায়—বিকৃতি ঘটে। স্থূল-সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হইলেও অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে ইহা আমাদের জ্ঞান গন্ডির বাইরে।]

সূরা আম্বিয়া (১৬ আয়াত)

"আর আমি আসমান, যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থিত সকল বস্তুকে এমনভাবে সৃষ্টি করি নাই যে, লীলাখেলা করি।"

[হুবহু এই কথাই বলিয়াছেন, এই যুগের বৈজ্ঞানিককুল শিরোমণি ডঃ এলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁহার অপূর্ব গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে তিনি এক কথায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না জগতকে নিয়া বিধাতা পাশা খেলেন।" জগৎ বলিতে তিনি মহাশূন্য-মহাকাশ তথা মহাজগতকে বুঝাইয়াছেন। তিনি একটি সুশৃঙ্খল মহাবিশ্বে বিশ্বাসী। এই সত্যের সন্ধানে তিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত না করিয়া মহাকাশের নক্ষত্র জগৎ এবং ইহাদের অন্তরালের গভীরে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

প্রকাশ্য ও গুপ্ত সৃষ্টি রহস্যের বাণী বহনকারী নিরক্ষর নবী করীম (সঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম তাই ধর্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয় নাই। তেমনি এই কথাও সমর্থন করে নাই যে, "এই বিশ্ব সংসার সবই তুচ্ছ মায়া—কর্তার লীলা বৈ আর কিছু নয়।" স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ই বাস্তব। এই বাস্তবতার নিরিখেই ইসলাম জীবন-সংগ্রামে মুকাবিলা করিতে শিক্ষা দেয়।]

সূরা তালাক (১২ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা এমন যে, তিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীন ও সেই সমুদয়ের মধ্যে হুকুম নাযিল হইতে থাকে, যেন তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে জ্ঞানগণ্ডির ভিতর ধারণ করিয়াছেন।"

[সত্যিই কি আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক এইরূপ আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করিতে পারি? আধুনিক উন্নততর বিজ্ঞান কি পারিয়াছে? সুদূরতবর্তী নক্ষত্রলোকের অন্তরালেই কি মহাকাশ বা মহাশূন্যের

www.pathagar.com

শেষ ? কিছুতেই নয়—অন্ততঃ বিজ্ঞান তাহা বলে না। হয়ত তথায় ঘন, কঠিনভাবে সন্নিবেশিত অণু-পরমাণুর আচ্ছাদন রহিয়াছে। তৎপর রহিয়াছে আর এক জগত—আর এক আকাশ। এই আচ্ছাদন ভেদ করা হয়ত স্রষ্টার ইচ্ছা ছাড়া কোন সূক্ষ্ম সৃষ্টির পক্ষেও সম্ভব নয়। যেমন পারে না কোন বস্তু ইলেকট্রন কণিকার পর্দা ভেদ করিতে। মহাসৃষ্টিতে হয়ত এইরূপ আকাশের স্তরসমূহ রহিয়াছে; যেখানে রহস্যময় সূক্ষ্ম সৃষ্টির নিদর্শনসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর উহাদের প্রতি স্তরেই মহান স্রষ্টার ইচ্ছা প্রতিফলিত হইতেছে—যাহা আমাদের ধ্যান-ধারণার অতীত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যমীনসমূহ সম্বন্ধেও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করা যায়। আমাদের এই পৃথিবী সদৃশ আর কোন যমীন নাই—এই ধারণাই বরং অবাস্তব। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে যেমন আমার হাতে কোন প্রমাণ নাই, তেমনি উহার বিরুদ্ধেও বিজ্ঞানের হাতে কোন প্রমাণ নাই।]

সূরা আম্বিয়া (৩০ আয়াত) ঃ

"কাফিরগণ কি ইহা জানিতে পারে নাই যে, আসমান এবং যমীন বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলিয়া দিলাম এবং আমি পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রাণধারী বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবুও কি তাহারা ঈমান আনয়ন করে না ?"

সূরা নূর (৪৫ আয়াত) ঃ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর সেইগুলির মধ্যে কতক প্রাণী এমনও আছে, যাহারা পেটের উপর চলে, আর ইহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর চলাফেরা করে। আবার উহাদের কতক এমনও আছে যাহারা চারির উপর বিচরণ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

সূরা নহল্ (১৩ আয়াত) ঃ

"আর সে সমস্ত জিনিসকেও—যাহাদিগকে তোমাদের জন্য এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহাদের প্রকার বিভিন্ন। নিঃসন্দেহরূপে তাহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য প্রমাণ রহিয়াছে।"

www.pathagar.com

[এইখানেও বুদ্ধিমান লোকদিগকে ইজ্‌তিহাদ বা গবেষণার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ তাহার সৃষ্টির মূল কেন্দ্র। মানুষের জন্যই বিভিন্ন জীব ও যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে। পানি হইতে এক কোষবিশিষ্ট এমিবা নামক জীবকোষ হইতেই প্রাণীজগতের সৃষ্টি শুরু"—জীব বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার দেড় হাজার বৎসর পূর্বের কুরআনে উপরোক্ত আয়াতগুলিরই সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।]

সূরা ইয়া-সীন (৩৬ আয়াত) ঃ

"তিনি পবিত্র সত্তা, যিনি সমস্ত বিপরীত প্রকারগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যমীনের উদ্ভিদ জাতি হইতে, আর সেই মানুষের মধ্য হইতেও, আর সে সমস্ত বস্তুর মধ্য হইতেও যাহা মানুষ জানে না।"

[সৃষ্টিতে বিপরীত প্রকার না থাকিলে জীবজগৎ ও বস্তুজগৎ গতিশীল ও ক্রমবিকাশমান হইত না। এখানে মানুষের অজানা বস্তুতেও বিপরীত প্রকারের উল্লেখ ও অস্তিত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।]

সূরা রুম (২১ আয়াত) ঃ

"আর তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তাহাদের পার্শ্বে তোমরা শান্তি পাও, আর তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা এবং সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে ঐ সমস্ত লোকের জন্য নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে, যাহারা গভীরভাবে চিন্তা করে।

[মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই নর-নারীর মধ্যে শুধু যৌন আকাঙ্খা ও যৌন তৃপ্তির সম্পর্কই নয়—বরঞ্চ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাধ্যমে দৈহিক ভাল লাগা আত্মিক ভালবাসায় উন্নীত হয়। এই ভালবাসাই উন্নত স্তরে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি উভয়ের আনুগত্য ও ভালবাসায় রূপান্তরিত হইলে জন্ম ও জীবন সব কিছুই সার্থক হয়। পরে এই আয়াত সম্বন্ধে আরও মন্তব্য আছে।]

সূরা রুম (২২ আয়াত) ঃ

"আর তাহারই নিদর্শনসমূহের মধ্য আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য, ইহাতে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে।"

[যথার্থই জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন। মানব সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই ইতিহাস নির্ভুলভাবে জানা বোধগম্য কারণেই সম্ভব নয়। প্রায় অনেকটাই অনুমান নির্ভর—ডারউইন তত্ত্বের মত। প্রাথমিক যুগের মুষ্টিমেয় মানব আবহাওয়া, ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতি-অবস্থিতি, প্রকৃতির প্রতিকূলতা কি ভাবে কাটাইয়া উঠিয়া বিবর্তন ও বিকাশের পথে নানা গোত্র, সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষায় ক্রমবিভক্ত হইয়াছে—ইহা এক বিরাট বিস্ময়। এই পথ পরিক্রমায় কত জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে, কত গোষ্ঠি বিভিন্ন গোত্রের সহিত মিশিয়া নূতন বর্ণ ও জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কত মানবগোষ্ঠি বাঁচিয়া থাকার তাগিদে বিভিন্ন দেশে নূতনভাবে যুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন যাত্রা শুরু করিয়াছে—ইহার প্রামাণ্য ইতিহাস কোথায়? তাই আল্লাহ্‌তা'আলা ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের ইতিহাসের জটিলতার গভীরতা শুধু জ্ঞানবানদের অনুধাবনের বিষয়। জ্ঞান-অন্বেষার জন্য তাই মহানবী সর্বাধিক তাগিদ ও গুরুত্ব দিয়াছেন।]

সূরা নিসা (২৮ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্‌তা'আলা তোমাদের সহিত লঘু ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ মানুষ দুর্বল সৃষ্টি হইয়াছে।"

[এই আয়াতটি সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি আশ্বাসবাণী। ইহার পরও অবিশ্বাসিগণ মুখ ফিরাইয়া থাকিলে বলিবার কিছু নাই। "দৈহিকভাবেই শুধু দুর্বল নয়। চারিদিকে নানা প্রলোভন, ছয় রিপুর তাড়না, যৌবনের উন্মাদনায় অধিকাংশ মানুষ দুরাচারে লিপ্ত, নফ্‌সে আম্মারার বশীভূত। সহজেই আত্মশক্তি হারাইবার উপাদান প্রকট। তাই পরীক্ষা বা যাচাইয়ে নিজ সৃষ্ট জীবের প্রতি অশেষ করুণামিশ্রিত লঘু ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।]

www.pathagar.com

সূরা আন্'আম্ (২য় আয়াত) ঃ

"তিনি যিনি তোমাদিগকে মাটি দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর একটি সময় নির্ধারণ করিয়াছেন, অন্য একটি নির্দিষ্ট সময় খাস্ আল্লাহ্রই নিকট রহিয়াছে। অতঃপরও তোমরা সংশয় রাখ ঃ"

সূরা রাহ্মান (১৪ আয়াত) ঃ

"তিনি মানুষকে এমন মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা খাপ্রার ন্যায় বাজিত।"

সূরা আল্-মুমিনুন (১২ আয়াত) ঃ

"আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

সূরা নূহ (১৭ আয়াত) ঃ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যমীন হইতে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন।"

[মানুষ কি সত্যিই মাটি হইতে নির্মিত ? কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আছে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তৈয়ার করিয়াছেন কাদা মাটি দ্বারা, ছানা মাটি দ্বারা, খন্খনে মাটি দ্বারা এবং সর্বোপরি যমীন হইতে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায়। এই বিষয়ে ইজ্তিহাদ অবশ্য প্রয়োজনীয়। যে কেউ কুরআনের বাণীসমূহের যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করিতে পারেন। এমতাবস্থায় অতি অবশ্যই সদুত্তর দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় কুরআনে বিশ্বাসীদের উপর। মানুষ মাটির তৈয়ারী'—এই কথার যথার্থতা কি নিম্নোক্তভাবে প্রমাণিত হয় না ?

(ক) পরোক্ষভাবে—আমরা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, তাহা মূলত মাটি হইতে উৎপন্ন। এমন কি দুধ, ডিম, মাছ, মাংস পর্যন্ত। ছাগ ঘাস-লতা পাতা খায়। কাজেই উহার দুধ ও মাংস মৃত্তিকাজাত। মানুষ জন্মের প্রথম লগ্ন হইতেই দেহ রক্ষা ও দেহ-বৃদ্ধির জন্য মাটির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে জমাট রক্ত বা ভ্রূণ মাটিরই রূপান্তর। বীর্য ও ডিম্বের সমন্বয়ে যে ভ্রূণের বিকাশ, সেই বীর্য ও ডিম্বও মৃত্তিকাশক্তিজাত। তাই পরোক্ষভাবে মানুষ মাটিরই সৃষ্টি।

www.pathagar.com

(খ) প্রত্যক্ষভাবে—মানবদেহ সাধারণত হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস্‌, সাল্‌ফার, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্লোরিন, আয়রন, ফ্লোরিন, সিলিকন, ইত্যাদির সমষ্টি। মজার কথা এই যে, মাটিতেও উপরোক্ত পদার্থ-সমূহের সব কয়টি বিদ্যমান। আল্লাহ্‌তা'আলা এইভাবেই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান মিশ্রিত বিষয় উদাহরণের মাধ্যমে বা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। অতঃপর মানব সৃষ্টির রহস্য ও বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে কয়েকটি আয়াত দেখুন।]

সূরা সিজ্‌দা (৭—৯ আয়াত) ঃ

"তিনি যিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, উত্তম সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মানুষের সৃষ্টি মাটি হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

"অতঃপর তাহার বংশধরদের সার পদার্থ তথা এক নগণ্য পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

অতঃপর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে তাহার রূহ্‌ ফুকিয়া দিয়াছেন। আর তিনি তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর দান করিয়াছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

সূরা নাজম (৪৫—৪৭ আয়াত) ঃ

"আর তিনিই উভয় জাতিকে অর্থাৎ নরনারীকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন।"

"শুক্র হইতে যখন উহা পাত করা হয়।"

"আর দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি তাহারই জিম্মায়।"

সূরা দাহ্‌র (১-২ আয়াত) ঃ

"নিঃসন্দেহ, মানুষের উপরকালের মধ্যে এমন একটি সময়ও আসিয়াছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।"

"আমি মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, এইরূপে যে আমি তাহাকে বিধানাধীন করিয়াছি, অতঃপর আমি তাহাকে শ্রবণ-কারী এবং দর্শনকারী করিয়াছি।"

www.pathagar.com

সূরা আবাসা (১৮—২০ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কিরকম বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ?"

"শুক্র হইতে তাহার আকৃতি গঠন করিয়াছেন। তৎপর তাহাকে সর্বাঙ্গে সুমসঞ্জসভাবে তৈয়ার করিয়াছেন।"

"তৎপর পথ তাহার পক্ষে সুগম করিয়া দিয়াছেন।"

সূরা তারিক (৫—৮ আয়াত) ঃ

অতএব মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে কি পদার্থ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।"

"সে এক কুর্দনকারী পানি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।"

"যাহা পৃষ্ঠ এবং বক্ষদেশের মধ্যেস্থল হইতে বহির্গত হয়।"

"তিনি উহাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম।"

সূরা বালাদ (৪ আয়াত) ঃ

"আমি মানুষকে অত্যন্ত কাঠিন্যের ভিতর সৃষ্টি করিয়াছি।"

সূরা আলাক (২ আয়াত) ঃ

"যিনি মানুষকে জমাট রক্তের টুকরা হইতে পয়দা করিয়াছেন।"

সূরা যুমার (৬ আয়াতের অংশবিশেষ) ঃ

"তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে তোমাদিগকে প্রথম অবস্থার পরে দ্বিতীয় অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিন অন্ধকারের মধ্যে।"

সূরা আল্ মমিনুন (১২—১৪ আয়াত) ঃ

"আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

"অতঃপর আমি তাহাকে বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

"তৎপর আমি উক্ত শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করিলাম, অনন্তর আমি উক্ত জমাট রক্তকে পিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর উক্ত পিন্ডকে হাড়সমূহে রূপান্তরিত করিলাম, পরে উক্ত হাড়গুলিতে মাংস জড়াইলাম, তৎপর আমি উহাকে পৃথক সৃষ্টিরূপেই নির্মাণ করিয়া ফেলিলাম। সুতরাং কত বড় মহিমা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি সকল নির্মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

www.pathagar.com

সূরা হজ্জ (৫ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"হে মানুষগণ, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাক, তবে আমি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর বীর্য হইতে, তৎপর জমাট রক্ত হইতে, তৎপর মাংসপিণ্ড হইতে, যাহা পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং অপূর্ণাকৃতিরও হইয়া থাকে, যেন আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে পারি, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত গর্ভে স্থির রাখিয়া দেই, অতঃপর আমি তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি, পরে যেন তোমরা যৌবন পর্যন্ত উপনীত হইতে পার।"

[আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে হয় যে, কুরআন কি শুধু মর্ম না বুঝিয়া পড়িবার বা মুখস্থ করিবার জন্য, অথবা মর্ম উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষায় চিন্তা ভাবনা বা গবেষণার জন্য? নরনারীর মিলনের সময় হইতে প্রসবকাল পর্যন্ত গুপ্ত রহস্যের সন্ধানে পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মাত্র কিছু কাল আগে জটিল গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিবার আগে শুধু বলিতে চাই যে, প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে কুরআনে জন্ম রহস্যের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলে আমরা অনেক আগেই বর্তমানের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ্য তত্ত্ব পেশ করিতে পারিতাম। মধ্যযুগে ইউরোপের ধারণা ছিল যে, বীর্য হইতে শুক্রকীট গ্রহণ করিয়া গর্ভধারণ ব্যতীত স্ত্রী জাতির আর কোন অংশ নাই। ইহাও ধারণা করা হইত যে, শুক্রকীট আসলে পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র আকৃতির জীবদেহ। উহাই স্ত্রীজাতির গর্ভে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠে। অথচ সংমিশ্রিত বীর্য (শুক্রকীট ও রজঃ ডিম), জমাট রক্ত (ভ্রূণ), মাংসপিণ্ড অপূর্ণাকৃতি, রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া (মাতৃগর্ভে জীবনের সঞ্চার), নির্দিষ্ট কাল বা তার আগেই ভূমিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি ধ্যান-ধারণার লেশমাত্রও তাহাদের ছিল না। কারণ পূর্ববর্তী কোন ধর্মগ্রন্থে এইরূপ জটিল তত্ত্বসমূহের বর্ণনা ছিল না। যেরূপ নাই মহাকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহের তত্ত্ব এবং কক্ষপথে আবর্তনের বর্ণনা। বরকতময় ও সূক্ষ্মতত্ত্বের গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ কুরআন আমাদের হাতে থাকিতে আমরা আজ সর্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী কেন? অথচ ইসলামের

www.pathagar.com

সুবর্ণযুগে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন খৃস্টান ইউরোপ তৎকালীন মুসলিম মনীষীদের দর্শন, জ্যোতিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহের গবেষণালব্ধ জ্ঞান গ্রহণ ও আয়ত্ত করিয়া উহাকে ক্রমবিকাশের পথে আগাইয়া নিয়া যায় ও যাইতেছে। আর আমরা মধ্যপথে থামিয়া গিয়া আজ সর্ববিষয়ে ইউরোপ আমেরিকার দিকে তাকাইয়া আছি।

এক্ষণে দেখা যাক-বর্তমান বিজ্ঞান বহুকাল পরে কুরআনের সহিত সামঞ্জস্যশীল নর-নারীর মিলন কাল হইতে প্রসবকাল পর্যন্ত সময়ের কি তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে।

অসংখ্য কোষ বা সেলবিশিষ্ট জীবদেহ সৃষ্টির ক্রমবিকাশের এক বিস্ময়কর অবদান। আমাদের এই বাস্তব দেহেই আছে এক সূক্ষ্ম তথা অদৃশ্য ভাগ্য। এই সূক্ষ্ম জগতের মূল শক্তি শাশ্বত-জীবন্ত ও শক্তিধর আত্মা, যাহা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের জীবন্ত দেহের মধ্যেই আছে সৃষ্টির মূল উপাদান। পুরুষের বীর্যের মধ্যে শুক্রকীট এবং নারীদের ডিম্বাশয় বা ডিম্ববাহী নালীতে ডিম্বকীট। এই দুইয়ের সংমিশ্রণই সন্তান জন্মের মূল কথা। নর-নারীর উভয়ের উপাদানে এবং সক্রিয় অবদানেই মানব সন্তানের সৃষ্টি। তাই প্রতিটি নরের মধ্যে থাকে কিছুটা নারীত্ব, আর নারীর মধ্যেও থাকে কিয়ৎ পরিমাণ নর স্বভাব। এই হারানো অংশটুকু ফিরিয়া পাওয়ার জন্য নর ও নারীর থাকে একের প্রতি অপরের স্বভাবজাত তীব্র আকর্ষণ। এই আকর্ষণই পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে ঘটিয়া থাকে মিলন বা যৌন মিলন। উভয়ের অজান্তে নব সৃষ্টির উন্মেষ ঘটে। সর্বশক্তিমানের কি অপূর্ব বিধান! এই প্রসঙ্গে ইতি-পূর্বে উল্লেখিত সূরা রুমের ২১ আয়াত স্মরণ করা যাইতে পারে। সর্বশেষে জন্মরহস্য সম্বন্ধে যৌন বিজ্ঞানের বক্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে ঃ

পুরুষের বীর্য মানেই অসংখ্য শুক্রকীটের সমষ্টি। প্রতিটি শুক্র-কীট $\frac{১}{১০}$ ইঞ্চি আয়তন বিশিষ্ট এবং গড়পড়তা আটচল্লিশটি ক্রোমো-

www.pathagar.com

সোমে গঠিত। ক্রোমোসোমগুলির গায়ে অসংখ্য ছোট বিন্দু দেখা যায়। এইগুলিই জেনস্ বা জনক বীজ। এই জনক বীজসমূহই পিতার স্বভাব সন্তানে বর্তাইবার জন্য অনেকটা দায়ী। একটি ক্রোমোসোমের ব্যাস $\frac{১}{৬৩০০}$ ইঞ্চি। জেনস্ বা জনক বীজের ওজন ৪ পরমাণু মাত্র। এক পরমাণুর ওজন '০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৬৭ গ্রাম। এইরূপ নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থই হইল মানব সন্তান জন্মের মূল বস্তু (নিঃসন্দেহ, মানুষের উপরকালের মধ্যে এমন একটি সময়ও আসিয়াছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না—সূরা দাহ্‌র, কুরআন)।

স্ত্রীডিম্ব হইল শুক্রকীটের সার্থক গন্তব্যস্থান। জনক বীজের সমষ্টি একটি সবল শুক্রকীট জরায়ুর অভ্যন্তরে পথ পরিক্রমা শেষে ডিম্বনালীতে প্রবাহিত $\frac{৫}{২৫}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট স্ত্রী ডিম্বের নাগালে আসিয়া উহার ভিতর ঢুকিয়া যায়। শুক্রকীট ও ডিম্ব সংযোজনের মুহূর্তে ডিম্বকোষটির নিঃসৃত রস তাহাকে নরম আবরণে আবৃত করে। এইভাবেই জন্ম নেয় জীবকোষ। পঞ্চম দিনে উহাতে রক্ত দেখা দেয়। তৎপর এক সপ্তাহ পর এই রক্ত কণিকাবিশিষ্ট ভ্রূণের ওজন হয় $\frac{১}{৫}$ রতি মাত্র। ইহার পর উক্ত রক্তকণিকা জমাট হইয়া নারীর গর্ভাশয়ে পিণ্ডাকারে বর্ধিত হয়। তৎপর তাহাতে হাড় দেখা দেয়। হাড়সমূহ মাংস দ্বারা আবৃত হইতে থাকে। এইভাবে দেহ সৃষ্টি পূর্ণতার দিকে আগাইয়া চলে। সাধারণত ২৪ সপ্তাহ বা ১৭০ দিন পর গর্ভাধারে বর্ধিত শিশুর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন (রূহ্ ফুঁকিয়া দেই) শুরু হয়। তখন শিশুর ওজন হয় কম-বেশী দুই পাউণ্ড। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় কম-বেশী ২৮০ দিন পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ শিশু মায়ের ব্যথা সঞ্চার করিয়া নিজে জরায়ুর কাঠিন্যে পিষ্ট হওয়ার বেদনার মাধ্যমে নিথর, নীরব, অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আলো ঝলমল, কলকোলাহল মুখর, বিচিত্র, অজানা এই পৃথিবীতে প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণকালেই তীব্র চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে তাহার আগমন বার্তা জানাইয়া দেয়। সাধারণত সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর ওজন হয় কম-বেশী সাত পাউণ্ড ও দৈর্ঘ্য মোটামুটি বিশ ইঞ্চি।

www.pathagar.com

যৌন বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার ও বক্তব্যের সহিত (গাণিতিক সংখ্যা, ওজন ইত্যাদি বাদ দিলে) কুরআনে সংক্ষেপে বর্ণিত মানব শিশুর জন্মরহস্য বর্ণনার খুব একটা ব্যবধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সত্যিই—আমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।]

তিক্ত সত্য

মানব জাতির জন্য প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে হিকমতপূর্ণ, বিজ্ঞানময়, উপদেশাবলী হিসাবে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়া অনন্য কুরআন সম্যক অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি. জাতি ও ধর্মের অনুসারিগণ আগ্রহী হইয়া উঠিবেন, এই উদ্দেশ্যেই মাত্র কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে শুটিকয়েক আয়াতের যুক্তিনির্ভর অথবা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি। কারণ বর্তমান যুগের মানব সমাজ যুক্তি ও বিজ্ঞানকে এড়াইয়া সহজে কিছু গ্রহণ করিতে চায় না। আজ সারা পৃথিবীতে তৌহিদের ধর্ম-বিশ্বাস দিন দিন শিথিল হইতেছে বা করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। জড় বস্তুবাদ তথা সাম্যবাদী দর্শন আল্লাহ্‌তা'আলার অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ইতিহাস ও যুক্তি দিয়া শুধু প্রমাণ করিতেই সচেষ্ট নয়, বরঞ্চ আমাদের উপেক্ষা, অজ্ঞানতা ও সার্থকভাবে মুকাবিলার ব্যর্থতার সুযোগে, তাহারা মানুষের পার্থিব দুর্দশা মোচনের একমাত্র উপায় হিসাবে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্যের সাথে অগ্রসর হইতেছে। আজ পৃথিবীর জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্যবাদের প্রথম ধাপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও বর্তমান যুগের অন্যতম পরাশক্তিরূপে পরিগণিত। তথাকার জনগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সাম্যবাদী দর্শন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। পৃথিবীর বাকী অংশটুকুও গ্রাস করিবার জন্য তাহাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার বিরাম নাই। ইহার জন্য কি কিতাবধারীদের মধ্যে কুরআনের অনুসারীদের কোন দায়িত্ব নাই?

মধ্যযুগে খৃস্টান ধর্মগুরু পোপগণ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া জনকল্যাণের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিগুলিকে সমর্থন করিয়া জন-

www.pathagar.com

গণকে শোষণের শক্তি যোগাইত। আমরাও পিছাইয়া থাকি নাই। খুলাফায়ে রাশেদীন যুগের পর অধিকাংশ খলীফা নামধারী, অমিতাচারী শাসক, সুলতান, বাদশাহ্ ও তাহাদের অনুচরবর্গের ইসলাম বিরোধী জীবন যাত্রা, বিলাসিতা, একচ্ছত্র শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যথোচিত সোচ্চার ও প্রতিবাদমুখর হইতে ব্যর্থ হইয়াছি। শুধু তাই নয়, এক আল্লাহ্—এক রসুল—এক কুরআনে বিশ্বাসী হইয়াও নিজেরা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হইয়াছি। ইতিহাসে তাই দেখিতে পাই যে, মুসলমানেরাই মুসলমানের রক্তপাত ঘটাইয়াছে বেশী। এখনও কমবেশী তাই ঘটিতেছে। সেজন্যই কুরআনকে আজ বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে নিজেদের শুদ্ধির জন্য এবং অন্যদের মাঝে প্রচার ও প্রকাশের জন্য। বিশ্বশান্তির ইহাই একমাত্র পথ।

মহানবীর মৃত্যুর পর ছয়শত বৎসর যাবত কুরআন ভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চা, অনুশীলন, গবেষণা ও আবিষ্কারে মুসলিম জগতের নেতৃত্ব ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়কর অধ্যায়। তারপর মুসলিম জাহান মুক্ত চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার পথ ছাড়িয়া গোঁড়ামি-ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। আর ইউরোপ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিল। নতুন যুগের নতুন পৃথিবীর মানব সমাজের সার্বিক নেতৃত্বের অধিকারী হইল ইউরোপ। আর আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে ইসলাম ও কুরআনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সওয়াব হাসিলের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করিতে শুরু করিলাম। এইভাবেই কুরআনে আল্লাহ্র বাণী অতি কঠোর ও তিক্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল ঃ

"এই কথাটি এইজন্য যে, আল্লাহ্তা'আলা কোন জাতিকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন, তাহা পরিবর্তিত করেন না, যে পর্যন্ত সেই লোকেরাই নিজেদের স্বভাবজাত কার্যকলাপ পরিবর্তিত না করিয়া ফেলে। আর এই কথা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ্তা'আলা অতিশয় শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।"

(সূরা আন্ ফাল, ৫৩ আয়াত) ঃ

অতঃপর অর্থবহ, তাৎপর্যময় ও সুন্দর আরও কয়েকটি আয়াত কোন মন্তব্য বা ব্যাখ্যা ছাড়াই উল্লেখ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—কুরআনকে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে গ্রহণপূর্বক অনুসরণ করা ও সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে কুরআন পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

মন্তব্য ছাড়া কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি

সূরা নিসা (৭৬ আয়াত) ঃ

"যাহারা পাকা ঈমানদার, তাহারা তো আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে, তবে তোমরা শয়তানের সহচরদের সহিত জিহাদ কর, বস্তুত শয়তানী প্রচেষ্টা বিফল হয়।"

সূরা বাকারা (১৫৪ আয়াত) ঃ

"আর যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হন, তাহাদের সম্বন্ধে ইহাও বলিও না যে, তাহারা মৃত বরং তাহারা জীবিত আছেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের অনুভূতি দ্বারা অনুভব করিতে পার না।

সূরা নিসা (১১১ আয়াত) ঃ

"এবং যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে, তবে সে শুধু নিজের আত্মার প্রতি ইহার প্রতিক্রিয়া পৌঁছায়, এবং আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী-বিজ্ঞানময়।"

সূরা ইউনুস (৪৪ আয়াত) ঃ

"ইহা স্থির নিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের উপর অত্যাচার করেন না, কিন্তু লোকেরা নিজেরাই নিজদিগকে ধ্বংস করে।"

সূরা আন্‌কাবুত (৬ আয়াত) ঃ

"আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে নিজেরই জন্য পরিশ্রম করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তো বিশ্ববাসীদের কাহারও প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন।"

সূরা আন্'আম্ (৯৫ আয়াত) ঃ

"নিঃসন্দেহরূপে আল্লাহ্ তা'আলা বীজ এবং বীচিগুলিকে বিদীর্ণকারী, তিনি প্রাণধারীকে প্রাণহীন হইতে বাহির করেন এবং তিনি প্রাণহীনকে প্রাণধারী হইতে বহির্গতকারী, তিনিই আল্লাহ্, তবে তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছ?"

www.pathagar.com

সূরা আল্-ইমরান (২৭ আয়াত) ঃ

"আপনি রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন, আর দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আপনি সজীবকে নির্জীব বস্তু হইতে বাহির করেন এবং নির্জীব বস্তুকে সজীব হইতে বাহির করেন। আর আপনি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন।"

সূরা নিসা (৭৯ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"হে মানব, তোমরা যাহা কিছু মঙ্গলজনক অবস্থা, তাহা মাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। আর যাহা কিছু অমঙ্গলজনক অবস্থা, তাহা তোমারই কারণে হইয়া থাকে।"

সূরা আ'রাফ (১৮২ আয়াত) ঃ

"আর যে সমস্ত লোক আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আমি তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইতেছি—এইরূপে যে, তাহারা টেরও পায় না।"

সূরা বনী-ইস্‌রাঈল (৭২ আয়াত) ঃ

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকিবে, সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ থাকিবে এবং অধিক পথভ্রষ্ট হইবে।"

সূরা রুম (৩২ আয়াত) ঃ

"যাহারা স্বীয় ধর্মকে বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং বহু দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ অনুসৃত পন্থার জন্য গর্বিত।"

সূরা ফাতির (৪৫ আয়াত) ঃ

"আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহাদের কার্যাবলীর দরুন পাকড়াও করিতে আরম্ভ করেন তবে ভূপৃষ্ঠের উপর একটি প্রাণীকেও ছাড়িতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবসর দিয়া রাখিয়াছেন, অতএব তাহাদের সেই সময় যখন আসিয়া পৌঁছিবে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাগণকে নিজেই দেখিয়া লইবেন।"

www.pathagar.com

সূরা শূরা (২৭ আয়াত) ঃ

"আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সমস্ত বান্দার জীবিকা সচ্ছল করিয়া দিতেন, তবে তাহারা পৃথিবীতে দুষ্টামি আরম্ভ করিয়া দিত। কিন্তু যে পরিমাণ জীবিকা ইচ্ছা করেন, পরিমাণ মত অবতীর্ণ করিয়া থাকেন। তিনি নিজ বান্দাদের সম্বন্ধে অবগত-দর্শনকারী রহিয়াছেন।"

সূরা নাজম (৩৮—৩৯ আয়াত) ঃ

"এই যে কেহ কাহারও পাপ নিজের উপর লইতে পারে না।"

"আর মানুষ শুধু নিজেরই অর্জিত প্রাপ্ত হইবে।"

সূরা তারেক (১৫—১৬ আয়াত) ঃ

"তাহারা (অবিশ্বাসীরা) রকম রকমের তদ্‌বির করিতেছে।"

"আর আমিও রকম রকমের তদ্‌বির করিতেছি।"

সূরা আল্-কালাম (৪৪—৪৫ আয়াত) ঃ

"অতএব আমাকে এবং তাহাদিগকে, যাহারা এই কালামকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিতেছে, থাকিতে দিন। আমি তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে লইয়া যাইতেছি এইরূপে যে, তাহারা টেরও পায় না।"

"আর তাহাদিগকে অবকাশ প্রদান করিতেছি, নিঃসন্দেহ, আমার পরিচালন পদ্ধতি বড়ই সুদৃঢ়।"

সূরা নহ্‌ল (৩—৪ আয়াত) ঃ

"আস্‌মানসমূহকে এবং যমীনকে কৌশলের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের অংশীবাদ হইতে পবিত্র।"

"মানুষকে শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তাহারা খোলাখুলি ঝগড়া আরম্ভ করিল।"

সূরা যুমার (৬ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"তিনি তোমাদিগকে একটি মাত্র দেহ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহা হইতেই উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য আট প্রকারের নর ও নারী, চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন।"

www.pathagar.com

সূরা ফাতির (১১ আয়াত) ঃ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আর কোন স্ত্রীলোক তাহার অজ্ঞাতসারে গর্ভও ধারণ করে না, সন্তানও প্রসব করে না। আর কোন ব্যক্তির আয়ু অধিকও হয় না এবং কোন ব্যক্তির আয়ু কমও নির্ধারিত হয় না, লাওহে মাহ্ফুজে বিদ্যমান হওয়া ব্যতীত, এই সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে সহজ।"

সূরা যারিয়াত (৪৯ আয়াত) ঃ

"আর আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।"

সূরা ওয়াকেয়া (৬০—৬২ আয়াত) ঃ

"আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমি উহাতে অক্ষম নহি"—

"যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত অপরকে সৃষ্টি করি, আর তোমাদিগকে এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করি—যাহা তোমরা অবগত নও।"

"আর তোমরা প্রথমবারের সৃষ্টির কথা জানিতে পারিয়াছ, তবে তোমরা কেন বুঝিতেছ না ?"

সূরা বনী- ইস্রাঈল (৮৫ আয়াত) ঃ

"আর তাহারা আপনাকে আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলিয়া দিন, আত্মা আমার প্রভুর আদেশে সৃষ্ট হইয়াছে, আর তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে।"

সূরা শামসূ (৭- ১০ আয়াত) ঃ

"কসম আত্মার এবং তাহার, যিনি উহাকে সঠিকভাবে বানাইয়াছেন।"

"অতঃপর উহার পাপাচার এবং ধর্মপরায়ণতা উহার অন্তকরণে স্থাপন করিয়াছেন।"

www.pathagar.com

"আর সে বিফলকাম হইয়াছে, যে উহাকে চাপা দিয়াছে।"

সূরা যুমার (৪২ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলাই আত্মাসমূহ কব্জ করিয়া থাকেন এবং সেই আত্মাসমূহকেও যাহাদের মৃত্যুকাল আসে নাই, উহাদের নিদ্রিত থাকা কালে, অনন্তর সেই আত্মাসমূহকে নিবৃত্ত করেন—যাহাদের প্রতি মৃত্যুর নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট আত্মাগুলিকে এক নির্দিষ্ট মুদ্দত পর্যন্ত মুক্ত করিয়া দেন। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য প্রমাণ রহিয়াছে।"

সূরা বনী-ইস্রাঈল (৪৪ আয়াত) ঃ

"সাত আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থিত সকলে তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, আর কোন বস্তু এমন নাই, যাহা তাহার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা না করে, কিন্তু তোমরা তাহাদের পবিত্রতা বর্ণনা বুঝিতেছ না। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল—বড় দয়ালু বটেন।"

সূরা আন্কাবুত (৪১ আয়াত) ঃ

"যাহারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কার্য নির্বাহক গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই মাকড়সার ন্যায় যে ঘর প্রস্তুত করিয়াছে এবং নিঃসন্দেহ, মাকড়সার ঘরই গৃহসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্বল। যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত তবে এইরূপ করিত না।"

সূরা মুদাস্সির (২৭—২৯ আয়াত) ঃ

"এবং আপনি কিছু জানেন কি যে, দোযখ কেমন বস্তু ?"

"থাকিতেও দিবে না এবং ত্যাগও করিবে না।"

"উহা দেহের অবস্থার বিকৃতি ঘটাইয়া দিবে।"

সূরা কাহ্ফ (২৩ আয়াত) ঃ

"আর আপনি কোন কার্যসম্পর্কে এইরূপ বলিবেন না, ইহা আমি আগামীকাল সমাধা করিব।"

সূরা বনী-ইস্রাঈল (৬০ আয়াতের অংশ) ঃ

"আর আমি আপনাকে যে রহস্য দেখাইয়াছি এবং কুরআনে যেই

www.pathagar.com

বৃক্ষের নিন্দা করা হইয়াছে, আমি উক্ত উভয় বস্তুকে তাহাদের জন্য পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণস্বরূপ করিয়া দিয়াছি।"

সূরা ইব্‌রাহীম (২৪—২৫ আয়াত) ঃ

"আপনার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্‌তা'আলা কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, 'কলেমায়ে তৈয়বের'—যে, উহা একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যাহার শিকড় খুব দৃঢ় সংবদ্ধ এবং উহার শাখাগুলি উচ্চাকাশে যাইয়া রহিয়াছে।"

"উহা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে প্রত্যেক মওসুমে স্বীয় ফল দান করে, এবং আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টান্তগুলি মানুষের উদ্দেশ্যে এইজন্য বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তাহারা খুব বুঝিয়া লয়।"

[নিরক্ষর নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হইতে জ্ঞান দান করিয়াছেন। তাহার মুখ নিঃসৃত এইরূপ অর্থবহ ও গভীর তত্ত্বের আয়াতসমূহ কুরআনের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। যাহার সম্যক ও সম্পূর্ণ মূল্যায়ন আজও হয় নাই।]

www.pathagar.com

কুরআনের সৃষ্টি-রহস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ডঃ আবদুস সালাম

১৯৭৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ আবদুস্ সালাম প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা—দুনিয়ার পদার্থ-বিদ্‌গণের স্বপ্ন চারিটি প্রাকৃতিক বলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আইনস্টাইন মহাকর্ষ ও বিদ্যুতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করিলেও সফলতা লাভ করিবার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ডঃ আবদুস্ সালাম দুর্বল নিউক্লিয়ার বল ও তড়িত চুম্বকীয় বলের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সফলতা লাভ করেন ও নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার ১৯/১০/৮০ইং তারিখের এক প্রতিবেদনে—"আপনার জীবনের আনন্দ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সালাম বলেন—

"বিজ্ঞান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ খুঁজিয়া পাই নাই। আল্লাহ্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য ও হারমনির (ঐক্য) আইডিয়া নিয়া। ইহার সঙ্গে রহিয়াছে রেগুলারিটি (নিয়মানুবর্তিতা)। এখানে কেওসের (বিশৃঙ্খলা) কোন স্থান নাই। কুরআন প্রাকৃতিক সূত্রগুলির উপর বারবার জোর দিয়াছে। আমার বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনায় তাই ইসলামের ভূমিকা বিরাট। আল্লাহ্ কি ভাবিয়াছেন আমরা তাহাই অনুসন্ধান করিয়া বোঝার চেষ্ট করিতেছি। অবশ্য তাহার চিন্তা-ভাবনার অতি সামান্যই উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছি আমরা। যতটুকু পারিয়াছি তার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার সত্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার নিজের ক্ষেত্রে বলিতে চাই, ৭৫০ থেকে ১২০০-খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিল ইস্‌লামিক। বিজ্ঞানের জগৎ তখন ছিল মুসলমানদের হাতেই। আমি সেই স্বর্ণযুগের ঐতিহ্যই ধারণ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছি।"

www.pathagar.com

মহামতি ডঃ আবদুস্ সালামের বক্তব্যের জের টানিয়া বলিতে চাই যে. কুরআনের প্রাকৃতিক সূত্র (সৃষ্টি রহস্য) সমূহের সাথে বিজ্ঞানের সার্থক সমন্বয় গঠিত বৈজ্ঞানিক—দর্শনের হাতিয়ার দিয়াই বস্তুবাদকে ঘায়েল করা যায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সহজ ও সরল কথাটির বারবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

একান্ত

'আল্লাহ্, রসূল, কুরআন, সৃষ্টি রহস্য তথা গভীর অর্থ বহনকারী অজস্র আয়াতের মধ্যে যে কয়েকটি তুলিয়া ধরা হইল, তন্মধ্যেও অধিকাংশ আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। কারণ পুস্তকের আকার আয়তন বৃদ্ধি না করা। অল্প কথায় সার-সংক্ষেপ বর্ণনাই বর্তমান যুগের মন-মানসিকতার সাথে খাপ খায়। তাহা ছাড়া প্রথম প্রকাশেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে গেলে হয়ত পাঠক-পাঠিকা ও অন্যান্য মহলের একাংশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। তাই নিজেকে সংযত রাখিয়া এমনভাবে অগ্রসর হইয়াছি, যাহাতে বিতর্ক বা মতভেদের অবকাশ কমই থাকে।

প্রধান উদ্দেশ্য শুধু সহজবোধ্য মাতৃভাষায় কুরআন পাঠ ও অনুধাবনের জন্য বাংলা ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ও উপজাতিসহ সকলের আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করা। কুরআনকে সহজ-বোধ্য ভাষায় পাঠ করিয়া সবাই উপলব্ধি করুক যে, ইসলাম নির্জীব এবং শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়; আর কুরআনও শুধু আনুষ্ঠানিক পঠনের জন্য নয়। এই পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থে আছে, "সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বাকালোপযোগী সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, ন্যায়-নীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজস্র সূত্র, শান্তি তথা সরল পথের নির্দেশনা, আল্লাহ্র একত্বের দৃঢ় ঘোষণা, অবিশ্বাসীদের পরিণতি, অতীত কালের পথভ্রষ্ট ও সত্যপথ-ধারীদের ইতিহাস, ইহকাল-পরকালের বর্ণনা, জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি, আহ্লে কিতাব, মুশ্রিক, মুনাফিক ও অন্য সবাইকে ইস্লামের পতাকার নীচে একই আদর্শ অনুসরণের জন্য আহ্বান, কর্মফল অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কারের (অনুগ্রহের) বর্ণনা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, নারীর অধিকার, বৈধ-অবৈধের তথ্য, আচার অনুষ্ঠান, -ইয়াতিম-দুঃস্থ,

www.pathagar.com

দাস-দাসীদের সম্পর্কে নির্দেশাদি, প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, আল্লাহ্ ও রসূল সম্বন্ধে তথ্য, ইত্যাদি আরও বহু বিষয়ে সুস্পষ্ট, যুক্তিভিত্তিক তথ্য ও বিধি-বিধানসমূহ।" এই মহাগ্রন্থের সামান্য অংশ-মাত্র আলোচনা করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব হইয়াছে। যদি সাড়া ও সমর্থন পাওয়া যায়, তবে দিক-দর্শন কুরআনের অন্যান্য বিষয়ে বিশদ্ বক্তব্য পেশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব হাতড়াইয়া আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বহু অমুসলিম মনীষীর মতামতের প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতে পারি যে, কুরআনে উল্লেখিত বিধি-বিধানের বাস্তব প্রয়োগ ব্যতীত বর্তমান সমাজে শান্তি তথা সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আর কোন বিকল্প নাই।

ইসলাম ও কিছু চিন্তা-ভাবনা

১. প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শুধু কুরআনেই প্রকাশ্য ঘোষণা রহিয়াছে যে, মানব সৃষ্টির আদিকাল হইতে সর্বশেষ নবীর সময়কাল পর্যন্ত এমন কোন জনপদ বা জাতি ছিল না, যথায় রসূল বা প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। কুরআনের মাত্র দুইটি আয়াত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল।

সূরা ফাতির (২৪ আয়াত) ঃ

"আমিই আপনাকে সত্য ধর্ম প্রদান করিয়া শুভসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতীত হয় নাই, যাহাদের মধ্যে কোন ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হয় নাই।"

সূরা মুমিন (৭৮ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"আর আমি আপনার পূর্বে বহু পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতক তাহারা—যাহাদের কাহিনী আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহারা যাহাদের বিষয় আমি আপনার নিকট বর্ণনা করি নাই।"

২. পুনরায়—শুধু কুরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে যে, সব পয়গম্বর বা রসূল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে সহিফা (উপদেশাবলী) এবং গ্রন্থসমূহ (বিস্তারিত লিপিবদ্ধ কিতাব) লাভ করিয়াছেন। যথা—

www.pathagar.com

সূরা ফাতির (২৫ আয়াত) ঃ

"তাহাদের নিকটও তাহাদের পয়গম্বরগণ অলৌকিক নিদর্শন (মু'জিযা), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থসমূহ (সহিফা) এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসমূহ লইয়া আসিয়াছিল।"

সত্যের এইরূপ উদার স্বীকৃতি কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ইসলামের মর্যাদা ইহাতে যথার্থভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩. কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সহিফা বা গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা সমসাময়িক কালের সম্প্রদায়, গোত্র অথবা নির্দিষ্ট জাতির উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সব প্রেরিত পুরুষে নিজ নিজ সম্প্রদায় বা জাতি অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের আল্লাহ্ মনোনীত শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় বা জাতি হিসাবে গণ্য করিত। এমন কি অনেক জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব এবং শাসন করিবার ঐশী অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিত বা এখনও করে। ইহাতেই বোঝা যায়, ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে কিছু সংযোজন বা বিযোজন ঘটিয়াছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ কুরআন নির্ভুলভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আর সত্য ধর্ম ইসলাম স্থান-কাল-জাতির গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়াছে। যেমন কুরআনেই উল্লেখ করা হইয়াছে—

সূরা সোয়াদ (৮৭ আয়াত) ঃ

"এই কুরআন তো দুনিয়াবাসীর জন্য একটি উপদেশাবলী।"

সূরা আল্-কালাম (৫২ আয়াত) ঃ

"এই কুরআন সমগ্র পৃথিবীর জন্য উপদেশ বটে।"

সূরা হিজর্ (৯ আয়াত) ঃ

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমি উহার রক্ষক।"

(বিশুদ্ধভাবে চিরকাল কায়েম রাখার প্রতিশ্রুতি।)

৪. যদি কোন ধর্ম-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী উপরোক্ত আয়াতগুলির সমর্থনে যুক্তি দাবি করেন, তাহা হইলে নিম্নোক্ত বক্তব্য পড়ুন।

ক. চৌদ্দশত বৎসর আগে বিশ্বনবীর ওফাতের পর হইতে আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত পুরুষ বা নবী হিসাবে আবির্ভূত

www.pathagar.com

হন নাই এবং কোন গ্রন্থও বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত ঐশী গ্রন্থ হিসাবে নাযিল হয় নাই। সংশয় প্রকাশকারিগণ অনাগত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন।

খ. বিশ্বনবীর নবুয়তের প্রায় তেইশ বৎসরকাল সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনানুযায়ী সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং বিশ্ব নবীর অতুলনীয় চরিত্র ও কার্যকলাপ পৃথিবীর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্-গণের নিকট একটি বাস্তব ও অনুপম ঐতিহাসিক ঘটনা। তাহাদের মতে মানব ইতিহাসে এইরূপ ঘটনার তুলনা নাই।

গ. অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় কুরআনই একমাত্র অপূর্ব বাচন-ভঙ্গিতে অবতীর্ণ সর্বকালোপযোগী গ্রন্থ। মানব সমাজের সম্ভাব্য সমস্ত চাহিদা ও চিন্তাধারা ইহাতে পূরণ করা হইয়াছে। যে কেহ কুরআনের পাশে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিয়া সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারেন।

ঘ. তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, একত্ববাদের ঘোর বিরোধী, বহির্বিশ্বের সহিত প্রায় যোগাযোগবিহীন, যাযাবর, পরস্পর কলহে লিপ্ত, মরুবাসী, বিশাল আরব উপদ্বীপের বিচ্ছিন্ন বেদুইনদিগকে ইসলাম তথা একত্ববাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিয়া শেষ নবী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার এই অবিরাম ও বহুমুখী সংগ্রাম-মুখর জীবন কাহিনী মু'জিযার চেয়েও আশ্চর্যময় এক ইতিহাস। অচিরেই স্পেন হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৃথিবীর অর্ধাংশে কুরআনের বাণী ও ইসলাম কায়েম হয়। ইসলাম তথা কুরআনের বাণী সর্বকালোপযোগী না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। অন্যান্য অনেক ধর্মের মত জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম হইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিত।

ঙ. ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, কুরআন তথা ইসলাম প্রাচীন সভ্যতা ও বর্তমান সভ্যতার যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়। যথাযথভাবে উহাই ছিল প্রকৃষ্ট সময়। তাই ইসলামে অতীত ও ভবিষ্যতে সমন্বয় ঘটিয়াছে। ঐ সময়ের মানব-সমাজকে বিশুদ্ধ একত্ববাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সভ্যতার দ্রুত বিকাশের জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে

www.pathagar.com

আগাইয়া নেওয়ার মানসে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল সমধিক। আর এই বিরাট দায়িত্ব বহনের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন মহামানবের। সর্ব তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা সঠিক সময়েই মানব জাতির চাহিদা মিটাইবার জন্য তিনটি নিয়ামত প্রদান করেন— ইসলাম, কুরআন ও বিশ্বনবী। ফলে পূববর্তী ধর্মসমূহ ও ধর্মগ্রন্থের বিধানগুলি রহিত হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'সূরা রাদ'-এর ৩৮ ও ৩৯ আয়াত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"আর আমি নিশ্চয়ই আপনার পূর্বে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি এবং আমি তাহাদিগকে স্ত্রীগণ ও সন্তানসমূহ দান করিয়াছি, আর কোন পয়গম্বরের ক্ষমতাধীনে এই বিষয় নহে যে, একটি আয়াতও আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া আনয়ন করিতে পারে, প্রত্যেক কালের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিধানাবলী হইয়া থাকে।

"আল্লাহ্ তা'আলাই যে হুকুম ইচ্ছা করেন, বহাল রাখেন এবং আসল কিতাব তাহারই নিকট রহিয়াছে।"

আরও দেখুন সূরা আল্-ইমরানের ৮৫ আয়াত ঃ

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করিবে, ফলতঃ ইহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইবে।"

৫. আদিকাল হইতেই যখন কোন জাতি বা সম্প্রদায় সত্য ও শান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া অংশীবাদ ও অশান্তির পথে ধাবিত হইত, তখনই তাহাদিগকে একত্ববাদ (তৌহিদ) ও শান্তির (ইসলাম) পথে আহবান করিবার জন্য পয়গম্বর প্রেরিত হইতেন। তাই ইসলাম কোন নূতন ধর্ম নয়। যেমন ঃ কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

সূরা শূরা (১৩ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সেই ধর্মই নির্ধারিত করিয়াছেন। নূহ্‌কে তিনি যে ধর্মের আদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা আমি আপনার প্রতি ওহীর সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছি, এবং যাহা ইব্‌রাহীম, মূসা ও

www.pathagar.com

ঈসাকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, এই ধর্মকে ঠিক রাখিও এবং ইহাতে কোন বিভেদ সৃষ্টি করিও না।"

কুরআনের মাধ্যমে এই শাশ্বত ইসলামই পরবর্তী সর্বকালের জন্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বিধায় আর কোন নবী বা প্রেরিত গ্রন্থের অবতারণার অবকাশ নাই। নবীজির জীবিতকালে কুরআনের বাণীর মুকাবিলার জন্য অবিশ্বাসী বা য়াহূদী-খ্রীস্টানগণ তাহাদের গ্রন্থের বাণীসমূহ অনেক সময় বদল করিয়া যুক্তিহীন, অসার তথ্য নিয়া রসূল সমীপে উপস্থিত হইত। মহানবী কুরআনের বাণীর মাধ্যমেই তাহাদের উপস্থাপিত বিষয়বস্তু খণ্ডন করিয়া দিতেন। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর। নিজ হইতে কিছু জানিতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ প্রেরিত বাণীর মাধ্যমে তিনি যে কোন বিষয়ের সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করিয়া দিতেন। কুরআন পাঠেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

৬. অতঃপর একটি পরমাশ্চর্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে। আরবী একটি প্রাচীন ও দুরূহ ভাষা। কুরআনও আকার আয়তনে এক বিরাট গ্রন্থ। অথচ অবতীর্ণ হওয়ার পর হইতেই অনেকে ইহা হুবহু মুখস্থ করিয়া রাখিতেন—যাহাতে এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। তাই তৃতীয় খলীফা উসমানের সময় সুষমভাবে সাজাইয়া সমগ্র কুরআন অবিকৃতভাবে গ্রথিত করা সম্ভব হয়। আরবীভাষীদের পক্ষে ইহা সাধ্যায়ত্ত হইলেও সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষে সমগ্র কুরআন বুঝিয়া বা না বুঝিয়া শুদ্ধভাবে অবিকল মুখস্থ করিয়া রাখা একটি অতি সত্য ও বাস্তব ঘটনা। দেড় হাজার বৎসর যাবত এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহারাই' কুরআনে-হাফিযা' আরও আশ্চর্য, লক্ষ লক্ষ হাফিযের মধ্যে অনেক অন্ধ, এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্কও আছেন। এই রহস্যময় স্মরণ শক্তির উৎস কোথায়? ইহার পাল্টা কোন তুলনা নাই কেন?

৭. ইসলামের অনুসারিগণ কোন পুরোহিত, যাজক, পাদ্রী, আলিম-উলামা বা যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজে ধর্ম-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ও ইবাদত করার অধিকারী। ইহাতে ধর্মের নামে শোষণের পথ বন্ধ হইয়াছে। বিধান

www.pathagar.com

মুতাবিক জাতি, গোত্র, সাদা, কাল, পীত, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ, সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গরীবকে আরও গরীব করিবার এবং ধনীকে আরও ধনী হওয়ার সুযোগ ইসলামে নাই। পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দেড় হাজার বৎসর আগে কুরআনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও বিভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৮. সর্বযুগের কর্মব্যস্ত মানুষ যাহাতে কঠোর, ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান পরিহার করিয়া ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই অনায়াসে ও অনাড়ম্বর পরিবেশে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত এবং আদেশ-নির্দেশ পালন করিতে পারেন—ইসলামেই একমাত্র সেই ব্যবস্থা বলবৎ আছে। এই সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

সূরা 'আলা (৮ আয়াত)

"আর আমি এই আছান শরীয়তকে (ধর্মীয়-বিধি-বিধান আচার অনুষ্ঠান) আপনার জন্য সহজসাধ্য করিয়া দিব।"

৯. কেহ পছন্দ করুক বা না করুক, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তাহার মনোনীত ধর্ম ইসলাম পৃথিবীতে পূর্ণভাবে কায়েম হইবেই। এই সম্পর্কে কুরআনের বাণী—

সূরা সফ (৮ আয়াত) ঃ

"তাহারা চায় আল্লাহ্ তা'আলার নূরকে তাহাদের মুখ দিয়া নিবাইয়া দিতে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া ছাড়িবেন, যদিও কাফিররা যতই অসন্তুষ্ট হউক।

কিন্তু কথা হইল পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাইবার দায়িত্ব বর্তায় কাহার বা কাহাদের উপর? আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের নিকট বাণী প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানুষের মাধ্যমেই মানুষের জন্য সত্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিজেদের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য তাহাদেরই উপর এই দায়িত্ব বর্তায়, যাহাদের নিকটে আছে ইসলামের তৌহিদ—কুরআনের বাণী রসূলের আদর্শ। আল্লাহ্ তো স্বয়ং কল্যাণ-অকল্যাণের ঊর্ধ্বে।

www.pathagar.com

ইসলাম পর্যায়ে তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এইখানেই ইতি করিতে চাই, যদিও মন সায় দেয় না। কুরআনভিত্তিক চিন্তা ধারার সার্থক প্রয়োগে বর্তমানের আনবিক যুগে বস্তুবাদী তত্ত্ব ও জটিল সমস্যাকবলিত মানব জাতিকে অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া কল্যাণের পথে কি চালনা করা যায় না? সহজ ও সরল পথে চলিতে কাহারও দিক ভ্রান্ত হওয়ার বা অবক্ষয়ের প্রশ্নই উঠে না। একটু মনোযোগের সহিত কুরআন অনুধাবন করিলে অশান্তির আবর্ত হইতে মুক্তি লাভ ঘটিতে পারে। দৃষ্টির গোচরে আসিতে পারে শান্তির পথ।

"আর ইসলামের অর্থই শান্তি।"

www.pathagar.com

তাওরাত-মূসা-ইস্‌রাঈল (য়াহুদী) পর্যায়

ভূমিকা

সূরা নিসা (১৬৩-১৬৪ আয়াত) ঃ

"আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেরূপ নূহের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পরে অন্যান্য নবীর নিকট। আর আমি ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের বংশধর এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সোলেমানের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম। আর আমি দাউদকে যবুর প্রদান করিয়াছিলাম।

"আর এইরূপ নবীদিগকেও ওহী প্রদান করিয়াছি যাহাদের অবস্থা ইতিপূর্বে আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এইরূপ নবীদিগ-কেও যাহাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করি নাই। আর মূসার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ প্রক্রিয়ায় কথা বলিয়াছেন।

নবী নূহ হইতে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষই পথভ্রষ্ট ও অংশীবাদীদের নিকট তৌহিদের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মূর্তি পূজা—দেব-দেবীবাদ, অন্যান্য বিকৃত মত ও পথের বিরুদ্ধে তাহারা সাবিকভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে গ্রহণের জন্য তাগিদ দিয়াছেন। তাহাদের সবার প্রচারিত ধর্মের মূল বিষয়বস্তু অভিন্ন বিধায় পূর্ববর্তী নবীগণকে এবং প্রেরিত গ্রন্থসমূহকে কুরআন স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। পার্থক্য শুধু এই খানেই যে, তৌহিদবাদ মহানবীর মাধ্যমেই সর্বশেষে সর্বকালোপযোগী ইসলাম ধর্ম হিসাবে পূর্নাঙ্গতা লাভ করে। কুরআন ইহার দিকদর্শন।

এইখানে নিরপেক্ষ পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন উদয় হইতে পারে। অধিকাংশ বা বিপুল সংখ্যক নবীর আবির্ভাব মধ্যপ্রাচ্য ও তৎসন্নিহিত এলাকায় হইয়াছিল কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পৃথিবীর

www.pathagar.com

নেতৃস্থানীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সবগুলির বিকাশ ঘটিয়াছিল এই এলাকায় ইজিয়ান, মিসরীয়, মাইসিনিয়ান, মেসোপটেমিয়ান তথা ব্যাবিলনীয়ান ও আসিরিয়ান, রোমান, গ্রীক, পারসিক সভ্যতাকে কেন্দ্র করিয়াই তৎকালীন পৃথিবীর ইতিহাস কেন্দ্রীভূত ছিল। আর এই সকল সভ্যতার ছত্রছায়ায় ও প্রভাবে যুগে যুগে চতুর্দিকে দেব-দেবীর মূর্তি পূজা ও তৎসহ অন্যান্য অনাচার ও দুরাচার বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তৌহিদের দীপ্ত শিখা ছিল ক্ষীয়মাণ। মুশ্‌রিক শাসকগণ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই সর্বদা তৌহিদ পন্থীদের উপর ছিল খড়্গহস্ত। তাই মানবতার তাগিদেই এই সকল অঞ্চলে যুগে যুগে অবিরামভাবে পয়গম্বরগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই ধারা অব্যাহত থাকে শেষ নবীর আগমন কাল পর্যন্ত। ফলে উপরোক্ত প্রাচীন পৌত্তলিক সভ্যতাগুলির পাদপীঠ—অনাচারের মূল কেন্দ্রসমূহে তৌহিদবাদের দৃঢ়ভিত্তি রচিত হইয়া স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর চারিদিকে উহার আলো ছড়াইয়া পড়ে। অন্যথায় সারা পৃথিবীতে তৌহিদের বিপরীত মতবাদই প্রবল থাকিত। এইজন ই অধিকাংশ নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মধ্যপ্রাচ্য ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে।

নবী ইব্‌রাহীম ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণ

তাওরাতের আদি পুস্তকের বর্ণনানুযায়ী বিশ্বাসীদের জনক ও আদি পথপ্রদর্শক নবী ইব্‌রাহীম (আব্রাহাম) আপন স্ত্রী-পরিজনসহ তাহার পিতৃভূমি ও তৎকালীন মূর্তি পূজকদের লীলাভূমি চ্যালডিয়ান (ব্যাবিলন) দেশ হইতে কেনান দেশে যাত্রা করেন। ইহা চারি হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। নবী ইব্‌রাহীমের স্ত্রী সারার কোন সন্তান না থাকায় তিনি এক মিসরীয় কন্যা হাজেরাকে (হাগার) বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে পুত্র ইসমাঈলের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তাওরাতের বিকৃতি ঘটিলে (বিকৃতির তথ্য যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে) বিবি হাজেরাকে বিবি সারার দাসী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অথচ ইব্‌রাহীম ছিলেন একজন গোত্রাদিপতি, সম্ভ্রান্ত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত নবী। তাওরাতের বর্ণনাতেই জানা যায় যে, তাহাকে মিসরের শাসক ফারাও (ফেরাউন) ও কেনানের আশেপাশের দেশসমূহের রাজাগণও শ্রদ্ধা-সমীহ করিত।

www.pathagar.com

তিনি কোন্ দুঃখে সন্তান লাভের জন্য স্ত্রীর দাসীকে বিবাহ করিবেন ? আর তাওরাতেই যখন উক্ত হইয়াছে যে, প্রথমা স্ত্রী সারার সম্মতিতেই সন্তানের জন্য নবী ইব্রাহীম দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। কেউ স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা করে না যে, তাহার বংশধরগণ দাসী পুত্রের বংশধর বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হউক। নবী ইব্রাহীমের প্রথম পুত্র জ্যেষ্ঠাধিকার প্রাপ্ত নবী ইসমাঈল ও তাহার বংশধরদের প্রতি ইসরাঈল জাতির অহেতুক বিদ্বেষের এই শুরু। পয়পম্বর ইব্রাহীমের অপর স্ত্রী কটুরা ও তাহার ছয় সন্তানের বিবরণও তাওরাতে (আদিপর্ব, ২৫ ঃ ১-৬) পাওয়া যায়। তাহাকে একবার বিবাহিতা স্ত্রী, আবার পরক্ষণেই উপপত্নী বলা হইয়াছে। তাওরাতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, সারার কারণে বিবি হাজেরা গর্ভাবস্থায় পালাইয়া যায়। ইহাও একটি যুক্তিহীন ও অবাস্তব তথ্য। বরঞ্চ ইহাই স্বাভাবিক যে, নবী ইব্রাহীমের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তানের গর্ভধারিণী স্ত্রী নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তার জন্য অতি অবশ্যই স্বামীর তত্ত্বাবধানে বাস করিবেন। আর বিনা অনুমতিতে পালাইয়া গেলে, নবী ইব্রাহীম নিশ্চয়ই একজন গোত্রাধিপতি ও আল্লাহ্র পয়গম্বর হিসাবে এই দাসী-স্ত্রীকে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেন না। আবার তাওরাতের বিবরণেই দেখা যায়, বিবি হাজেরা (হাগার) স্বামী সন্নিধানেই ইসমাঈলকে প্রসব করেন।

পরবর্তী সময়ে বিবি সারার গর্ভে বালক ইসমাঈলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইসহাকের জন্ম হয়। এই ইসহাক নবী হইতেই ইসরাঈল বংশের সূত্রপাত। অতঃপর তাওরাতের আদিপর্বের (২১ ঃ ১৪-২০) বর্ণনানুযায়ী নবী ইব্রাহীম সারার ইচ্ছায় ও আল্লাহ্র নির্দেশে ইসমাঈলকে তাহার মাতাসহ নির্বাসন দেন। বিজন প্রান্তরে বালক ইসমাঈলের প্রাণ রক্ষার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এক সজল কূপ দান করেন। আমরা ইহাই কাবা সংলগ্ন জম্‌জম্ কূপ, যাহা অদ্যাপি সজীব আছে।

তাওরাত হইতে জানা যায়, সারা একশত সাতাইশ বৎসর বয়সে কেনান দেশের হিব্রোনে মরিলেন, আর আব্রাহাম সারার জন্য প্রথানুযায়ী শোক ও রোদন করিতে আসিলেন। সেখানে আব্রাহাম বলিলেন, "আমি আপনাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী, আপনাদের মধ্যে আমাকে

www.pathagar.com

কবর স্থানের অধিকার দিন; আমি আমার সম্মুখ হইতে আমার মৃতকে কবর দেই (আদিপর্ব—২৩ঃ ১—৪)। ইহাই যদি ঘটনা হয়, তবে দেখা যায় যে, সারা শেষ জীবনে স্বামী হইতে পৃথকভাবে পৃথক দেশে বসবাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে নবী ইব্‌রাহীম আসিয়া কবর দেন। তাহা হইলে তিনি ছিলেন কোথায়? প্রিয় পুত্র ইসমাঈল ও বিবি হাজেরার সহিত নয় কি? এই দীর্ঘ সময়ে প্রার্থনার জন্য একটি উপাসনা গৃহ (কাবা শরীফ) নির্মাণ করা কি একজন নবীর কর্তব্য ছিল না? আর এই কর্তব্য পালনে কি তিনি অবহেলা করিতে পারেন? এইভাবেই কি চাপা দেওয়া সত্য আমাদের উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে? অথচ কুরআনে নবী ইব্‌রাহীমের নিরপেক্ষ পুত্র বাৎসল্যের বর্ণনা দিয়া তাহার মর্যাদাকে উচ্চ করা হইয়াছে। যথা—

সূরা ইব্‌রাহীম (৩৯ আয়াত)ঃ

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করিয়াছেন, বস্তুত আমার প্রভু বড়ই প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

উল্লেখযোগ্য যে, নবী ইব্‌রাহীমের উপর ত্বকছেদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আদেশ নাযিল হইয়াছিল—

"তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকছেদ হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্র চর্ম ছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ হইবে, এবং যাহারা তোমার বংশ নয়, এমন পর জাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহজাত কিংবা মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বকছেদ হইবে। তোমার গৃহজাত কিংবা মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকের ত্বকচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য। আর তোমাদের মাংসে বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে।

(তাওরাত, আদিপুস্তক ১৭ঃ ১০—১৩)

উপরিউক্ত আদেশানুযায়ী নবী ইব্‌রাহীমের নিরানব্বই বৎসর বয়সে ও সেই সময় তাঁহার সহিত বসবাসকারী পুত্র ইসমাঈলের তের বৎসর বয়সে ত্বকছেদ করা হয় (আদি পুস্তক ১৭ঃ ২৪—২৬)। নবী ইসমাঈলের বংশধর মহানবীও ইসলামের অনুসারীদের জন্য ত্বকছেদের প্রথা প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

নবী ইসহাক ও যাকোব (ইয়াকুব) কাহিনী

এক্ষণে তাওরাতের প্রথম অধ্যায় আদি পুস্তকের কাহিনী অবলম্বনে নবী ইসহাক ও যাকোবের (ইয়াকুবের) কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে। এই যাকোব নবীই ইসরাইল নামে পরিচিত।

নবী ইসহাকের ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রী রিবিকার গর্ভে জ্যেষ্ঠ এষৌ ও কনিষ্ঠ যাকোব নামে যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এষৌ ছিল সরল ও সহজ, আর যাকোব ছিল চতুর ও ছলনাকারী। কনিষ্ঠ যাকোব একদিন ক্ষুধার্ত এষৌকে মশুর ডাল ও রুটি খাওয়াইবার বিনিময়ে চাতুরী করিয়া তাহার নিকট হইতে জ্যেষ্ঠাধিকার ক্রয় করিয়া নেয়। দ্বিতীয় দফায় প্রবঞ্চনা করিয়া দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতার (ইসহাকের) নিকট নিজেকে এষৌ পরিচয়দান পূর্বক ছাগমাংস ভোজন করাইয়া আশীর্বাদ আদায় করিয়া নিলে নিজের যাকোব (বঞ্চক) নাম সার্থক হয়। তৎপর এষৌর ক্রোধজনিত কাল্পনিক শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য হারন নিবাসী মূর্তিপূজক লাবনের নিকট চলিয়া যান। সেখানে সর্বমোট বিশ বৎসর দাস্য কর্ম করিয়া বিনিময়ে পর পর মাতুল কন্যাদ্বয় লেয়া এবং রাহেলকে, তৎপর তাহাদের দাসী সিল্পা ও বিলহাকে বিবাহ করেন। দেশে ফিরিবার পথে একরাত্রে আল্লাহ্‌র শক্তিরূপের সাথে যাকোবের সারারাত মল্লযুদ্ধ হয়। উক্ত পুরুষের উক্তি অনুযায়ী যাকোব সেই দিন হইতে ইসরাইল (আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধকারী) আখ্যা লাভ করেন। উপযুক্ত আখ্যাই বটে। এই ইসরাইল নামকরণ হইতেই যাকোব নবীর বংশধরগণ ইসরাইল নামে পরিচিত। আর তাই বোধ হয় ইসরাইল জাতির রক্তের মধ্যে শঠতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অবাধ্যতা মিশ্রিত দেখা যায়। অথচ জ্যেষ্ঠাধিকার ও পিতার আশীর্বাদ বঞ্চিত এষৌ জনবল ও সম্পদের দিক দিয়া শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ইসরাইলের পুত্র-পরিজনসহ প্রত্যাবর্তনের পর বিরোধ এড়াইবার জন্য পিতার মৃত্যু হইলে স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া যান।

কেনান দেশবাসী যাকোব বা ইসরাইলের বার পুত্র

(ক) লেয়ার সন্তান—জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন, শিমিয়োন, লেবি, যিহুদা, ইযাখর ও মবুলূন।

www.pathagar.com

(খ) রাহেলের সন্তান--যোষেফ ও বিন্যামীন

(গ) বিলহার সন্তান—দান ও নপ্তালি।

(ঘ) সিল্পার সন্তান—গাদ ও আশের।

ছলনাপূর্বক জ্যেষ্ঠাধিকার অর্জনকারী ইসরাইলের জ্যেষ্ঠপুত্র রূবেন তাহার বিমাতা বিলহার সহিত শয়ন করিলে ইসরাইল (যাকোব) তাহা শুনিতে পান। আবার ইসরাইলের অপর পুত্র যিহুদা তাহার বিধবা পুত্রবধূ তামরকে বেশ্যা মনে করিয়া উপগত হইলে সে যিহুদার জন্য যমজ পুত্রদ্বয় পেরস ও সেরহকে প্রসব করে। নবী দাউদ ও সোলেমান পেরসের উত্তর পুরুষ। এই সব যাকোব বৃত্তান্ত ও অশ্লীল কাহিনী সবই আদি পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

পরবর্তীকালে নবী মূসার সময় নবী ইসরাইলের বার পুত্রের নামানুসারে তাহাদের বংশধরগণ পৃথক বারটি গোত্র বা বাহিনীতে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। এই বার গোত্র বা বার বাহিনীর সমষ্টিই ইসরাইল জাতি। তাই বাহিনীগণের যিহোবা (সদাপ্রভু) বা ইসরাইলের যিহোবা (সদাপ্রভু) বলিয়া আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করিতে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, নবী মূসার আমল হইতে যিহোবা বা সদাপ্রভু নাম স্থির হয়। যেমন যাত্রাপুস্তকে (৩ঃ১৫) উল্লেখ আছে—"আল্লাহ্ মূসাকে আরও কহিলেন, তুমি ইসরাইল সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, যিহোবা (Lord God—সদাপ্রভু) তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রভু আব্রাহামের প্রভু, ইহাদের প্রভু ও যাকোবের প্রভু তোমাদের নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমার এই নাম অনন্তকাল স্থায়ী এবং এতদ্বারা আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়।"

যোসেফ (ইউসুফ) কাহিনী

নবী ইসরাইলের একাদশতম পুত্র যোষেফ তাহার দশ ভ্রাতার চক্রান্তে মিদিয়ন দেশীয় বণিকদের নিকট বিক্রীত হইয়া মিসরে নীত হন। সেখানে নানাবিধ ঘটনার পর অবশেষে স্বপ্ন দর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে ফিরাউনের প্রিয়পাত্রে পরিণত হইয়া সমগ্র মিসর দেশের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। যোষেফের স্বপ্ন ব্যাখ্যা অনুযায়ী

www.pathagar.com

মিসরে সাত বৎসর প্রাচুর্যের পর সাত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। কেনান দেশেও দুর্ভিক্ষ ছিল, আর কনিষ্ঠ বিন্যামীনকে পিতার নিকট রাখিয়া ইসরাইল পুত্রগণ খাদ্যক্রয়ের জন্য মিসর গমন করে। অতঃপর যোষেফ নানাবিধ কৌশলে তাহার একাদশ ভ্রাতা ও পিতা ইসরাইলকে সবংশে মিসরে আনয়ন করেন। এইভাবে ইসরাইল বংশ-ধরগণের মিসরে বসতি স্থাপন শুরু হয়।

নবী মূসার আবির্ভাব

ইসরাইল ও তাহার পুত্রগণের মৃত্যুর কিছু কাল পর তৎকালীন ফিরাউন ইসরাইল বংশীয়দের সামাজিক সুখ-সুবিধা রহিত করিয়া তাহাদের দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকে। এইভাবে প্রায় চারিশত বৎসর অতিবাহিত হইলে মিসরে লেবীর বংশে অম্রাসের পুত্র মূসার (মোশি) জন্ম হয়। মূসার অপর ভাইয়ের নাম হারুন ও বোনের নাম মরিয়ম। তৎকালে ইসরাইল জাতির উপর নির্যাতন চরমে উঠিয়াছিল। একজন মিসরীয়কে বধ করিয়া মূসা প্রাণভয়ে মিদিয়ন দেশে পলাইয়া যান। সেখানে বিবাহ করিয়া বসবাস করিতে থাকাকালে একদিন মূসা আল্লাহ্‌র (যিহোবার) বাণী প্রাপ্ত হন। তাহাকে মিসরে গিয়া ফিরাউনের কবল হইতে ইসরাইলগণকে উদ্ধার করিয়া প্রতিশ্রুত দেশে অর্থাৎ যেখানে কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবুষীয় লোকেরা থাকে, সেখানে নিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। মূসা নবীর জড় মুখ ও জড় জিহ্বা ছিল বলিয়া তাহার ভাই হারুনকে প্রতিনিধির মর্যাদা দেওয়া হয়। পরাক্রান্ত ফিরাউনকে বাধ্য করিবার জন্য নবী মূসাকে বিবিধ মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শনসমূহ) প্রদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে মূসা নুবুয়ত লাভ করিয়া প্রতাপশালী নবী মূসা হিসাবে মিসরে ফিরিয়া যান।

মূসার নেতৃত্বে ইসরাইলদের মিসর ত্যাগ

ইসরাইল জাতিকে সমস্ত সম্পদসহ মিসর ত্যাগে অনুমতি প্রদানে বাধ্য করার জন্য ফিরাউন ও মিসরবাসীকে বিবিধ মুজিযার মাধ্যমে অবনমিত

www.pathagar.com

করিয়া অবশেষে নবী মূসার সাফল্য লাভ—সে এক সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিকর কাহিনী। একদিকে পুনঃ পুনঃ ফিরাউনের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও দুষ্কৃতা, অন্যদিকে মুজিযা দেখিয়াও ইসরাইলগণের মূসা ও হারুনের উপর ক্রমাগত দোষারোপ। তারপর চারিশত ত্রিশ বৎসর মিসর প্রবাসের অবসান ঘটে। নবী মূসা ও হারুনের নেতৃত্বে সমগ্র ইসরাইল তাহাদের সম্পদসহ মিসর হইতে যিহোবা প্রতিশ্রুত পূর্বদেশে যাত্রা করে। এই সময় ইসরাইলের সংখ্যা ছিল বালক-বালিকা-নারী ছাড়া কম-বেশী ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ। ফিরাউন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেও যিহোবার ইচ্ছা ও নবী মূসার লাঠির মুজিযায় সৈন্য-সামন্তসহ সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যায়।

তাওরাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তাওরাত বা নবী মূসার পঞ্চপুস্তক—

কুরআন তথা ইসলাম মূল তাওরাতকে উদারভাবে সম্মানজনক স্বীকৃতি দিয়াছে। কারণ প্রতাপশালী নবী মূসার ধর্ম ছিল তৌহিদ বা একত্ববাদের ধর্ম। অবশ্য অকৃতজ্ঞ ইসরাইল বা য়াহূদীরা সর্বদাই অহেতুক ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিতেছে মহানবী, কুরআন ও ইসলামের প্রতি—যেমন তাহারা করিয়াছে খ্রীস্ট ও খ্রীস্টানদের সাথে। নবী মূসা ও তাওরাত সম্পর্কে কুরআনের বাণী—

সূরা আম্বিয়া (৪৮ আয়াত) ঃ

"আর আমি মূসা এবং হারুনকে এক মীমাংসার ও আলোকের বস্তু এবং সেই আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য উপদেশের বস্তু প্রদান করিয়াছিলাম।"

সূরা বনী-ইসরাইল (২ আয়াত) ঃ

"আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করিলাম, এবং আমি উহাকে বনী ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করিলাম যে, তোমরা আমাকে ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করিও না।"

সূরা মায়িদা (৪৪ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, যাহাতে হিদায়ত ছিল

www.pathagar.com

এবং বিকাশ ছিল। নবীগণ যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ছিলেন, তদনুযায়ী য়াহূদীদিগকে বিধান প্রদান করিতেন।"

সূরা আল্-ইমরান (৩ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনার নিকট কুরআন শরীফ প্রেরণ করিয়াছেন বাস্তব সত্যের সহিত, এই অবস্থায় যে, ইহা সমর্থন করে ঐ কিতাব সমূহকে, যাহা ইতিপূর্বে নাযিল হইয়াছে এবং প্রেরণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।"

কুরআনে যে তাওরাতের কথা বলা হইয়াছে, সেই মূল তাওরাতের বাণীসমূহকে বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত হইতে বাছাই করা সুকঠিন। তাওরাতের ভেজাল সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী দেখুন--

সূরা আল্-ইমরান (৭১ আয়াত) ঃ

"হে আহ্লে কিতাব, কেন মিশ্রিত করিতেছ বাস্তবকে অবাস্তবের সঙ্গে, আর গোপন করিতেছ বাস্তব বিষয়কে ? অথচ তোমরা জান।"

সূরা বাকারা (৭৯ আয়াত) ঃ

"অতএব তাহাদের অত্যন্ত অমঙ্গল হইবে, যাহারা কিতাব স্বহস্তে লিখিয়া লয়, অতঃপর বলে যে, ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুপায়ে সামান্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিবে। সুতরাং যাহা তাহাদের হাত লিখিয়া লইত, তদ্দরুন তাহাদের ভীষণ সর্বনাশ ঘটিবে এবং যাহা কিছু তাহারা উপার্জন করিয়া লইত তদ্দরুন তাহাদের আরও ভীষণ বিনাশ ঘটিবে।"

অমুসলিম পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাহাদের এখন কুরআনের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় আছে, তাহাদের জন্য খোদ্ তাওরাত হইতেই তাওরাতের বিকৃতি সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দেওয়া হইতেছে ঃ

যিরমিয়—(The book of the prophet JERE MIAH)
(৮ ঃ ৮—১০)

"তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার,—আমরা জ্ঞানী, এবং আমাদের কাছে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আছে ? দেখ, অধ্যাপকদের মিথ্যা

www.pathagar.com

লেখনী তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞানীরা লজ্জিত হইল, ব্যাকুল ও ধৃত হইল; দেখ, তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, তবে তাহাদের জ্ঞান কি প্রকার? এইজন্য আমি অন্য লোকদিগকে তাহাদের স্ত্রী এবং অন্য অধিকারীকে তাহাদের ক্ষেত্র দিব; কেননা ক্ষুদ্র কি মহান সকলেই লোভে লুব্ধ, পয়গম্বর ও যাজকসুদ্ধ সমস্ত লোক প্রবঞ্চনায় রত।"

ইহার পর আশা করি কুরআনের বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হইবে। বিকৃতি সম্পর্কে নবী মূসা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪ঃ ২)

তবে কি তাওরাতের বর্ণনা এইখানেই ক্ষান্ত দিব? না-পাক ঘাটিয়াই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত তথ্যসমূহ পাইতে হইবে। পরিণত জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটাইবার বা চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তাওরাতে নাই, আর ইহা আশা করাও যায় না। কারণ এই গ্রন্থের বাণী ও ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ নির্দিষ্ট একটি জাতির জন্যই; যাহারা ছিল পুরাতন যুগের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মানুষ। তাওরাতে বর্ণিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ ও আদেশ-নির্দেশ সর্বকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না—ইহা তাওরাত পাঠেই বোঝা যায়। আর ইসরাইলের মর্যাদাশালী নবী মূসাকে নুবুয়ত প্রাপ্তি হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় অসংখ্য মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদর্শন করিতে হইয়াছে, ইসরাইলের অসহিষ্ণুতা ও অবাধ্যতা নিয়ন্ত্রণের জন্য। কারণ তাহারা উপদেশ বা যুক্তির চেয়ে স্পষ্ট নিদর্শনেই বিশ্বাস করিত। আবার এক মুজিযার অনুগ্রহের ফল ভোগকালীন সময়ে অন্য সমস্যা দেখা দিলে সব কিছু ভুলিয়া অধৈর্য হইয়া উঠিত এবং নবী মূসাকে অভিসম্পাত করিত। নিজেদের দৃষ্টিতে চাক্ষুষ যিহোবার প্রতাপ দেখিয়াও তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই। অন্য কোন জাতির সহিত এই আচরণের তুলনা হয় না।

সমগ্র তাওরাত একটি দ্বিতীয় মহাভারত। ইহার অধিকাংশই নানা ঘটনা ও কাহিনীর ক্লান্তিকর, সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বর্ণনায় পূর্ণ।

www.pathagar.com

উনচল্লিশ অধ্যায়ের এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে আদি মানব আদম হইতে নবী মূসার মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনা আছে। আর আছে ইসরাইলের জন্য আচার-অনুষ্ঠান, উপদেশ, নিয়মাবলীর ধর্মীয় আখ্যান। তাওরাত বা মূসা নবীর পুস্তক বলিতে প্রথম পাঁচ অধ্যায়কেই বুঝায়। আর কুরআনে ইহাকেই তাওরাত বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে; যদিও অনেক বিষয়বস্তুর সংযোজন ঘটিয়াছে। এই পাঁচ অধ্যায়কেই নবী মূসার পঞ্চপুস্তক বা PENTA-TEUCH' বলা হয়। সমগ্র উনচল্লিশ অধ্যায় মিলিয়া একত্রে বাইবেল বা হিব্রু-বাইবেল। খৃস্টানদের নিকট পুরাতন নিয়ম বা 'Old-Testament' নামেও খ্যাত। কারণ খৃস্টান বাইবেলকে (Gospel) নূতন নিয়ম বা 'New Testament' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইতিহাসবিদ্‌গণের মতে প্রসিদ্ধ হিব্রু-বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টে অনেক আইন, কাহিনী, ইতিবৃত্ত, স্তোত্র, উপদেশাবল্য, কাব্য, উপন্যাস এবং রাজনৈতিক তথ্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। চ্যালডিয়ান রাজশক্তির অধীনে ব্যাবিলনে বন্দী অবস্থায় থাকাকালেই বোধ হয় য়াহূদী দার্শনিকগণ এই বিরাট ধর্মসাহিত্য একত্রে সংকলিত করেন। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে উনচল্লিশ অধ্যায়ের হিব্রু-বাইবেলের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

তাওরাত—নবী মূসার পঞ্চ পুস্তক—Pentateuch

পুরাতন নিয়ম বা হিব্রু বাইবেলের প্রথম ভাগ

১. আদি পুস্তক—নবী মূসার প্রথম পুস্তক
Genesis—The First Book of Moses.

"জগৎ সৃষ্টি হইতে আদি মানব আদম, নূহ নবী ও মহা প্লাবন, নবী ইব্‌রাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইসরাইল, ইউসুফ, ইসরাইলের সবংশে মিসর আগমন ও বসতি স্থাপন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ।"
(B. C. 1689.)

২. যাত্রা পুস্তক—নবী মূসার দ্বিতীয় পুস্তক।
Exodus—the Second Book of Moses (B. C. 1706)

www.pathagar.com

"মিসরে ইসরাইলগণের দুর্দশা—মুসার আবির্ভাব—নবী মুসার নেতৃত্বে ফিরাউন অবদমিত—সম্পদসহ সমস্ত ইসরাইলের মিসর ত্যাগ—সিনাই পর্বতে যিহোবা হইতে নবী মুসার দশ আজ্ঞা লাভ—যিহোবার নানাবিধ আদেশ ও নিয়ম স্থাপন—ইসরাইলের স্বর্ণের গো-বৎস পূজা ইত্যাদি ঘটনার বিবরণ। (B. C. 1490)

৩. লেবীয় পুস্তক—নবী মুসার তৃতীয় পুস্তক। (B. C. 1490)
Leviticus—the Third Book of Moses

"বিভিন্ন বলিদানের নিয়ম—হারুন ও তাহার বংশধর লেবীয়দের যাজকত্ব লাভ—খাদ্য, অখাদ্য, প্রসূতি, কুষ্ঠ রোগ, শৌচাশৌচ, মহা প্রায়শ্চিত্ত, অশুচি সহবাস ইত্যাদি সম্পর্কীয় বিধান ও বিবরণ—যাজকদের বিধি—বিভিন্ন পর্ব ও অন্যান্য বিধি—যিহোবার চেতনা বাক্য ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 1490)

৪. গণনা পুস্তক—নবী মুসার চতুর্থ পুস্তক। (B. C. 1490)
Numbers—the fourth Book of Moses

"ইসরাইলের গণনা—লেবীয়দের বিষয় ও বিভিন্ন বিধিসমূহ—কুল-পতিদের উপঢৌকন—সিনাই হইতে যাত্রা—ইসরাইলদের বচসা—পারন প্রান্তরে উপস্থিতি—ভিন্ন ভিন্ন আদেশ ইসরাইলদের পুনঃ অবাধ্যতা—হারুনের মৃত্যু—বালাক ও বিলিয়মের বিবরণ—ইসরাইলদের দেব পূজা ও ব্যভিচার—ইসরাইলদের দ্বিতীয়বার গণনা—নিত্য বলিদানাদির নিয়ম—জর্দানের পূর্ব পাড়ের দেশের বিভাগ—ইসরাইলের উত্তরণ স্থানের নামসমূহ ইত্যাদির বিবরণ। (B. C. 1451)

৫. দ্বিতীয় বিবরণ—নবী মুসার পঞ্চম পুস্তক। (B. C. 1451)
Deutronomy—the Fifth Book of Moses.

"অবাধ্যতার দরুন ইসরাইলদের চল্লিশ বৎসর হয়রান হওয়ার অভিশাপ—মুসার উপদেশ দান—প্রতিশ্রুত দেশসমূহ সম্বন্ধে বক্তব্য—মুসা নবীর দ্বিতীয় বক্তৃতা—দশ আদেশের পুনরুক্তি—কেনানীয়দের হইতে পৃথক থাকিবার আদেশ—ইসরাইলদের বার বার বচসা ও অবাধ্যতার

www.pathagar.com

বিবরণ—মূসা নবীর তৃতীয় বক্তৃতা—যিহোবার আশীর্বাদ ও অভিশাপ নবী মূসার চতুর্থ বক্তৃতা—নবী মূসার মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ।"
(B. C. 1451)

মূসা নবীর মৃত্যুর পর ইসরাইলদের বিচারকগণ, রাজাগণ, যাজক, উপদেশক ও পয়গম্বরদের বিভিন্ন সময়ের কার্যাবলী—বক্তব্য—গীত-সমূহ—সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিবরণ পৃথকভাবে চৌত্রিশ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অংশকে হিব্রু বাইবেলের (পুরাতন নিয়মের) দ্বিতীয় ভাগ বলা যায়।

হিব্রু বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগ

৬. যিহোশূয়ের পুস্তক—the Book of Joshua. (B. C. 1451)

"ইসরাইলের নেতৃত্ব পদে নবী মূসার পরিচারক যিহোশূয়—ইসরাইলের জর্দান নদী অতিক্রম—ত্বকছেদ ও নিস্তার পর্ব পালন—যিরীহো ও অয় নগরীর বিনাশ—পাঁচ রাজার পরাজয়—কেনানীয়দের পরাজয়—গোষ্ঠীদের সীমা নিরূপণ—শীলোতে সমাগত তাম্বু—যিহোশূয়ের প্রবোধ বাক্য ও মৃত্যু ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 1427)

৭. বিচারকর্তাগণের বিবরণ—The Book of Judges
(B. C. 1425)

"যিহুদা ও অন্যান্য গোষ্ঠীর বিষয়—ইসরাইলের অবাধ্যতা ও যিহোবার শাসন—অবিমেলকের বিবরণ—অরামীয় মোয়াবীয় ও যাবীন রাজ্যের উপদ্রব হইতে উদ্ধার—মিদিয়নীয় ও গিদিয়োনের বিবরণ—তোলয়, যায়ীর ও যিপ্তহের বিবরণ—শিমশোনের কাহিনী—মীখা ও দানীয়দের বিবরণ—গিবিয়া নিবাসীদের কর্মের ফল ইত্যাদির বিবরণ।
(B. C. 1406)

৮. রূতের বিবরণ—The Book of Ruth (B. C. 1322)

"নয়মী ও রূতের মোয়াব হইতে বৈথেল হেমে আগমন—রূতের সহিত বোয়সের বিবাহ।" (B. C. 1312).

www.pathagar.com

৯. শমূয়েলের প্রথম পুস্তক—The First Book of Samuel
মতান্তরে—otherwise called
রাজা কাহিনীর প্রথম পুস্তক—The First Book of the Kings
(B. C. 1171)

"শমূয়েলের জন্ম—শমূয়েল মাতা হান্নার প্রশংসা গীত —যাজক এলি পুত্রদ্বয়ের ধৃষ্টতা—শমূয়েলের দর্শন প্রাপ্তি—যিহোবার নিয়ম সিন্দুক পলেস্তীয়দের হস্তগত—যাজক এলির মৃত্যু—নিয়ম সিন্দুক পুনরুদ্ধার—ইসরাইলদের রাজা কামনা—প্রথম রাজা হিসাবে শৌল অভিষিক্ত—শৌলের রাজত্ব কাহিনী—পরবর্তী রাজা হিসাবে যিশয় পুত্র দাউদ অভিষিক্ত—দাউদের হাতে গলিয়াৎ বীর নিহত—শৌলের ঈর্ষা ও দাউদের পলায়ন—শমূয়েল ও শৌলের মৃত্যু ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 1056)

১০. শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক —The Second Book of Samuel.
মতান্তরে—otherwise called.
রাজা কাহিনীর দ্বিতীয় পুস্তক—The Second Book of the King.
(B. C. 1056)

"ইসরাইলের রাজা হিসাবে যিহুদা বংশের দাউদের প্রতিষ্ঠা—দাউদ নগরে নিয়ম সিন্দুক স্থাপন—দাউদের বিজয় কাহিনী ও যিহোবার নিকট প্রতিজ্ঞা—দাউদের মহাপাপের বিবরণ—বৎশেবার গর্ভে সোলেমানের জন্ম—দাউদ কন্যা তামর, দাউদ পুত্র অম্নোন কর্তৃক ধর্ষিতা—দাউদ পুত্র অবশালোমের বিদ্রোহ ও দাউদের পলায়ন—প্রকাশ্যে ইস্রাঈলদের সাক্ষাতে অবশালেম কর্তৃক আপন পিতা দাউদের উপ-পত্নীদের ভোগ করার কাহিনী—অবশালোমের পরাজয় ও মৃত্যু—যেরুসালেমে দাউদের পুনরাগমন ইত্যাদির বিবরণ। (B. C. 1056)

১১. রাজা কাহিনীর প্রথম খণ্ড—The First Book of the Kings
মতান্তরে—commonly called
রাজা কাহিনীর তৃতীয় খণ্ড—The Third Book of the Kings
(B C. 1015)

www.pathagar.com

"দাউদের অন্তিমকাল ও সোলেমানের রাজ্যাভিষেক—চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর দাউদের মৃত্যু—সোলেমানের ফিরাউনের কন্যাকে বিবাহ—সমস্ত ইসরাইলকে একত্রীকরণ—চতুর্দিকে রাজ্যসমূহ বিজয়—যিরূশালেমে যিহোবার গৃহ নির্মাণ ও নিয়ম সিন্দুক স্থাপন—সোলেমানের বিজ্ঞতা ও ঐশ্বর্যের বিবরণ—শিবার রানীর আগমন—সোলেমানের সাত শত স্ত্রী ও তিনশত উপপত্নী—তাহার পাপে পতন ও উহার ফল—সোলেমানের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে বিদ্রোহ—চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর সোলেমানের মৃত্যু ও পুত্র রহ্‌বিয়ামের রাজ্যাভিষেক—যিহুদার বংশীয় ছাড়া অন্যান্য ইসরাইলের নবাট পুত্র যারাবিয়ামের আনুগত্য গ্রহণ ও তাহার নির্মিত স্বর্ণময় দুইটি গো-বৎসের পূজা প্রচলন—অনাচারের, মূর্তি পূজার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাস্তির কাহিনী ইত্যাদির বিবরণ।"

(B. C. 897)

১২. রাজা কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড—The Second Book of the Kings

মতান্তরে—commonly called

রাজা কাহিনীর চতুর্থ খণ্ড—The Forth Book of the Kings

(B. C. 896)

"এলিয় এবং ইলীশায়ের কাহিনী—যিহুদারাজ যিহোরাম এবং অহসীয় রাজের বিবরণ—যেহুর বৃত্তান্ত—অথলিয়া রাজীর, ইসরাইলের যিহোয়াহস, যোয়াশ ও আরও ছয়জন রাজার কাহিনী—যিহুদারাজ অমৎসিয়, যোথম ও আহসের বিবরণ—পথভ্রষ্টতার জন্য ইসরাইল রাজ্যের বিনাশ—অন্যান্য যিহুদা রাজগণের ইতিহাস ও যিহুদা রাজ্যের বিনাশ—বাবিল রাজ নেবুচাড নেজারের যেরূশালেম নগরী দখল—তাহার সেনাপতি নবুষরদন কর্তৃক যেরূশালেম নগরী ও সোলেমান নির্মিত উপাসনাগৃহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ইত্যাদি।" (B. C. 588)

১৩. বংশাবলীর প্রথম খণ্ড—The First Book of the Chronicles. (B. C. 4004 & C)

"আবার প্রথম মানব আদম হইতে যাকোব বা ইসরাইলের সন্তানগণ পর্যন্ত শত শত নাম—ইসরাইলের বার শাখারু বংশ বৃত্তান্ত

www.pathagar.com

ও নাম, গায়ক, বাদক, দ্বারপাল ও অধ্যক্ষদের নামাবলী—দাউদ রাজা পর্যন্ত।" (B. C. 1015)

১৪. বংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড—The Second Book of Chronicles (B. C. 1015)

"সোলেমানের প্রার্থনার উত্তর—যিহোবার উপাসনাগৃহ নির্মাণের বিবরণ—তাহার ঐশ্বর্য ও মৃত্যু—সোলেমান পুত্র রহ্‌বিয়ামের কাহিনী—সখরিয় (যাকারিয়া) পয়গম্বরকে হত্যা - যিহোয়াদা যাজকের কাহিনী—অবিয়, আসা, যিহোশাফ্‌টের কথা—ইসরাইলের রক্ষা—যিহোরাম, অহার্সয়, অথলিয়া, যোয়াশ, অমৎসিয়, উষিয়, যোথম, আহস, হিষ্কিয় রাজাদের কাহিনী, অশূরীয়দের পরাজয়—মনঃ সিং, আমোন, যোশিয়, যিহোয়াসহ প্রমুখ রাজার কাহিনী, চ্যালডিয়ান রাজ কর্তৃক যেরুসালেমের বিনাশ—ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 610)

১৫. ইষ্রা—Ezra (B. C. 536)

"পারস্য রাজা কাইরাস কর্তৃক ইসরাইলের মুক্তিদান—যেরুসালেমে উপাসনাগৃহ পুনঃ নির্মাণের অনুমতি—উপাসনাগৃহ নির্মাণ—হারুনের বংশধর ইষ্রার ব্যাবিলন হইতে আগমন—বিভিন্ন জাতির সহিত ইসরাইলের রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় ইসরাইল ও যিহুদা জাতির পাপ ও ক্ষালন—বিজাতি কন্যা গ্রহণকারীদের তালিকা ইত্যাদির বিবরণ।"
(B. C. 457)

১৬. নহিমিয়ের পুস্তক—The Book of Nehemiah
(B. C. 446)

"যেরুসালেমের দুর্দশায় নহিমিয়ের দুঃখ ও প্রার্থনা—যেরুসালেম যাত্রা ও নগর-প্রাচীর নির্মাণ—শত্রুদের বাধা ও ষড়যন্ত্র—ইসরাইল ও যিহুদীদের অনৈক্য—নহিমিয় কর্তৃক প্রতিকার—যেরুসালেমে প্রথম প্রত্যাগতদের তালিকা—পরিত্যক্ত ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন—কুটির পর্ব পালন—যিহুদীদের পাপ স্বীকার ও নিয়ম স্থাপন—যেরুসালেমবাসীদের তালিকা—যাজক ও লেবীয়দের তালিকা—নহিমিয়ের দ্বিতীয়বার আগমন ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 445)

www.pathagar.com

১৭. ইষ্টারের বিবরণ—The Book of Esther (B.C. 521)

"সম্রাট অহশ্বেরসের মহাভোজ—অবাধ্যতার জন্য প্রধান মহিষী বষ্টীর পদচ্যুতি—তৎকালে রাজধানী শূশনে যিহুদী মর্দখায়ের ও তাহার পিতৃব্য কন্যা ইষ্টার বা হদসার বাস—ইষ্টারের প্রধান মহিষীর মর্যাদা-প্রাপ্তি- প্রধান অধ্যক্ষ হামনের কুপরামর্শে রাজ্যস্থিত যিহুদীদের বিনাশ করিবার আদেশ—সম্রাজ্ঞীর প্রভাবে যিহুদীগণের প্রাণরক্ষা—হামন ও যিহুদী শত্রুদের বিনাশ।" (B. C. 509).

১৮. আইউব নবীর বিবরণ—The Book of Job (B.C. 1520)

"যিহোবার অনুমতিক্রমে নবী আইয়ুবের ভক্তি ও সরলতা পরীক্ষার জন্য শয়তান কর্তৃক ক্রমে ক্রমে আইয়ুব নবীর সম্পত্তি, ধন-দৌলতের বিনাশ, পুত্র-কন্যাগণের মৃত্যু, শরীর স্ফোটকে আক্রান্ত—কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসে অটল। সর্বশেষে রোগমুক্তি ও দ্বিগুণ সম্পদ, তৎসহ সাত পুত্র, তিন কন্যা লাভ (উল্লেখ্য গ্রন্থে আইয়ুবকে নবী বলা হয় নাই)।
(B. C. 1520)

১৯. গীত সংহিতা বা দাউদের পবিত্র গীতসমূহ—
The Book of Psalms or Sacred Songs of David

"উপন্যাস—কথা কাহিনীর মত একঘেয়ে বর্ণনা, রাজনৈতিক ইতি-হাসের মত উত্থান-পতন, ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্য হাত বদলের জন্য শোক বিলাপ, অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বংশাবলীর তালিকা-সমূহ ইত্যাদির মাঝে শান্তিবারির মত গীত সংহিতা অধ্যায়—যেন মরুর বুকে শ্যামল মরূদ্যান। ইহাতে আছে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত একশত পঞ্চাশটি সঙ্গীত। এইগুলি সুর সহযোগে গীত হয়।"

ইসরাইল বা য়াহূদীদের মতে এই পবিত্র গীতসমূহ পৃথক কোন ধর্মগ্রন্থ নয়—কুরআনে যাহাকে যবুর বলা হইয়াছে, তাহাদের মতে সমগ্র ইসরাইল জাতির সুবিজ্ঞ, অসম সাহসী, মর্যাদাবান প্রখ্যাত রাজা দাউদ নবী বা পয়গম্বর নন। তাঁহার সময় হিব্রু বাইবেল মতে নবী ছিলেন নাথন—যাহার কোন গ্রন্থ বা ক্ষুদ্র গ্রন্থ নাই এবং ইসরাইল জাতির জন্য কোন অবদান নাই। এই অধ্যায়ের সঙ্গীতসমূহ যিহোবার প্রতি তাহার অটল

www.pathagar.com

ভক্তিরই প্রকাশ। কুরআনে যথার্থভাবেই রাজা দাউদ ও তাহার পুত্র রাজা সোলেমান—উভয়কেই নবী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহারা উভয়েই প্রথম ও শেষবার সমগ্র ইসরাইলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অথচ ইসরাইলগণ নবী দাউদ ও নবী সোলেমানের চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে—সেই পাপ যুগে যুগে তাহারাই বহন করিবে। নবী দাউদ সম্বন্ধে কুরআনের বাণী—

সূরা বনী-ইসরাইল (৫৫ আয়াত) ঃ

"আর আপনার প্রভু আসমানবাসীদিগকে এবং যমীনের অধিবাসীদিগকে খুব জানেন আর আমি কোন কোন নবীকে অপর নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, আর আমি দাউদকে যবুর কিতাব প্রদান করিয়াছি।"

আর পবিত্র গীত-সংহিতায় নবী দাউদের উক্তি—

(ক) তিনি 'আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের প্রভুর স্তব দিলেন, অনেকে ইহা দেখিবে, ভীত হইবে ও সদা প্রভুতে বিশ্বাস করিবে।"

(খ) বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ, তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছ, তুমি হোম ও পাপের নিমিত্ত বলিদান চাহ নাই, তখন আমি কহিলাম, দেখ আমি আসিয়াছি, গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে।" (গীত সংহিতার ৪০ নং গীত হইতে)

যাহার মুখে প্রভুর স্তবস্বরূপ নূতন গীত, যাহাতে লোক সকল যিহোবাতে বিশ্বাস করে, যিনি অনর্থক পশু বলি প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া গ্রন্থ হাতে নিয়া আসিয়াছেন—তিনি পয়গম্বর নন কি? বাহুল্যবোধে গীত সংহিতার আর কোন উদ্ধৃতি দিলাম না।

২০. হিতোপদেশ—'The Proverbs' (B. C. 1000)

"সুবিজ্ঞ অধিপতি ও মহান নবী দাউদের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী নবী সোলেমান রচিত একত্রিশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই অধ্যায়ের গীতগুলিও অপূর্ব এবং মূলত নীতি বাক্যসমূহের সমন্বিত হিতোপদেশমূলক সঙ্গীতমালা নবী ও রাজা সোলেমানের বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।"

(B. C. 1015)

www.pathagar.com

২১. উপদেশক বা হিতবাণী প্রচারক—
Ecclesiastes or the Preacher (B. C. 977)

এই অধ্যায়ের বাণীসমূহও নবী সোলেমান কথিত। তৎকালীন সীমা-বদ্ধ ধ্যান-ধারণার যুগে এই অধ্যায়ের বাণীসমূহ অনুপম, অনন্য। তবুও মহান রাজা সোলেমান (যিনি যিহোবার গৃহ নির্মাতা) ইসরাইল জাতির ধর্মগ্রন্থে নবী হিসাবে নয়—উপদেশক বা 'Preacher' হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছেন। যাহা হউক—ডুমুর গাছের সারির মধ্যে তিনটি সজীব দ্রাক্ষালতার মত পর পর তিনটি অধ্যায় পরম স্বস্তিকর। উপদেশকের কয়েকটি বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

(ক) অসারের অসার, সকলই অসার।

(খ) যাহা বক্র তাহা সোজা করা যায় না, যাহা নাই তাহা গণনা করা যায় না।

(গ) যে বিদ্যার বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে।

(ঘ) জ্ঞানবানের মস্তকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু হীনবুদ্ধি অন্ধকারে ভ্রমণ করে।

(ঙ) পরিশ্রম ও বায়ুভক্ষণসহ পূর্ণ দুই মুষ্টি অপেক্ষা শান্তিসহ পূর্ণ এক মুষ্টি ভাল।

(চ) বৃদ্ধ হীনবুদ্ধি রাজা অপেক্ষা দরিদ্র জ্ঞানবান যুবক ভাল।

(ছ) উৎকৃষ্ট তৈল অপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল এবং জন্মদিন অপেক্ষা মরণ দিন ভাল।

(জ) হীনবুদ্ধিদের গীত শ্রবণ অপেক্ষা জ্ঞানবানের ভর্ৎসনা শ্রবণ ভাল।

(ঝ) অতি ধার্মিক হইও না—অতি দুষ্টও হইও না।

(ঞ) পাপ করে না—এমন ধার্মিক লোক নাই।

(ট) স্রষ্টা মানুষকে সরল করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে।

(ঠ) মৃত সিংহ অপেক্ষা জীবিত কুকুর ভাল।

www.pathagar.com

(ড) যে খাত খনন করিবে, সে তাহার মধ্যে পড়িবে।

(ঢ) তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর।

(B. C. 977)

২২. সোলেমানের পরম গীত—
The Songs of Solomon (B. C. 1014)

"সাত অনুচ্ছেদে বিভক্ত কয়েকটি উপদেশমূলক গীত—নবী সোলেমান রচিত। (B. C. 1014)

২৩. যিশাইয় পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Isaiah (B. C. 760)

যিশাইয় যিহুদারাজ উষিয়, যাথন, আহসের সমসাময়িক—পাতায় পাতায় ইসরাইলের পাপাচার ও অবাধ্যতার কাহিনী—যিশাইয়ের নবুয়ত—যিহুদার ভাবী দণ্ডের কথা—আসিরিয়ানদের ভাবী পতন—শান্তিরাজের রাজত্ব—ব্যাবিলন বিষয়ক ভাববাণী—পলেষ্টিয়া ও কুশীয়দের বিষয়ে ভাববাণী—অবিশ্বাসীদের প্রতি অনুযোগ—যিহুদীদের অবাধ্যতা ও ভাবী-কালীন অনুতাপ—ধর্মময় রাজার মহত্ত্ব—ভক্তগণের মুক্তি ও মঙ্গল—স্রষ্টার ন্যায়-বিচার—হিষ্কিয়ের পীড়া ও আরোগ্য—স্রষ্টার মহিমা—ইসরাইলের প্রতি আবার দয়া · বাবিল দেবগণের বিনাশ—ইসরাইলের প্রতি চেতনা বাক্য—পরিত্রাণ গ্রহণের নিমন্ত্রণ—পাপীদের প্রতি চেতনা বাক্য—প্রকৃত ইসরাইলের কুশল ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 698)

২৪. যিরমিয় পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Jeremiah (B. C. 620)

"যিরমিয় পয়গম্বরের কর্মকাণ্ড যিহুদারাজ যিহোয়াকীম ও—সিদিকিয়ের সমসাময়িককালে—যিহুদাগণের দেবদেবী পূজা ও ব্যভিচার—যিহুদার পাপের জন্য শাস্তি—লোকদের ভ্রষ্টতা ও ভাবী দণ্ডের জন্য বিলাপ—প্রতিমা পূজার অলীকতা—যিরমিয়কে সত্য প্রচারের আহ্বান—যিরমিয়ের স্বজাতির জন্য সুপারিশ—যিরমিয়ের কারাবাস—যিহুদী রাজকুলের প্রতি অনুযোগ—যিহুদারাজা যিহোয়াকীম কর্তৃক উরিয়া পয়গম্বরকে হত্যা—ভণ্ড পয়গম্বর হনানিয়ের কাহিনী—বাবিলে নির্বাসিত যিহুদীগণের নিকট যিরমিয়ের পত্র—যিহুদীদের ভাবী উদ্ধার ও মঙ্গল।

www.pathagar.com

সিদীকিয় রাজার বিষয়ে ভাববাণী—রাজা যিহোয়াকীম যিরমিয়ের ভাববাণীর পুস্তক পোড়াইয়া দেন—কাবিল রাজ কর্তৃক যেরুসালেম ধ্বংস—রাজা সিদিকীয় ধৃত ও তাহার চক্ষু উৎপাটন—যিহুদীগণ নিহত অথবা বন্দী হিসাবে বাবিলে প্রেরিত—যিরমিয়ের মুক্তি লাভ—যিহুদীর একাংশের মিসরে পলায়ন—পথভ্রষ্ট জাতিগণের জন্য যিরমিয়ের ভাববাণী ইত্যাদির বিবরণ। (B. C. 588)

২৫. যিরমিয় পয়গম্বরের বিলাপ—
The Lamentations of Prophet Jeremiah
(B. C. 588)

"ইসরাইল ও যিহুদার অবাধ্যতা ও পাপের শাস্তি স্বরূপ যিহুদা রাজ্য ও যেরুসালেমের পতন ও ধ্বংস—যিহুদা ও ইসরাইল জাতির ক্রীতদাসত্ব এবং দুর্দশার দরুন যিরমিয়ের আক্ষেপ ও বিলাপ—শান্তি ও ক্ষমার জন্য প্রার্থনা।" (B. C. 588)

২৬. যিহিস্কেল পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Ezekiel (B C. 595)

"নির্বাসিত জীবনে বুষির পুত্র যিহিস্কেলের দৃষ্ট দর্শন ও পয়গম্বররূপে আবির্ভাব—যিহুদীদের পাপ ও শাস্তি বিষয়ক দর্শন ও বর্ণনা—যিহোবার ন্যায্য বিচার—যিহুদা রাজকুলের জন্য বিলাপ—ইসরাইলের ভাবী দয়া প্রাপ্তির কথা—যিহুদা ও যেরুসালেমের পাপ ও দণ্ড—সোর,সীদন ও মিসর বিষয়ে ভাববাণী—ধর্মাচরণ করিতে চেতনাবাক্য—ইসরাইলের প্রতি দয়া ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা—নূতন উপাসনাগৃহ স্থাপন ও নিয়মাবলী ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 574)

২৭. দানিয়েলের পুস্তক—
The Book of Daniel (B. C. 607)

"যেরুসালেমের ধ্বংসের পর দানিয়েলের বাবিলরাজ নেবুচাডনেজ্জারের দাসত্ব বরণ—দানিয়েলের পরম জ্ঞান লাভ—বাবিল রাজের স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া অনুগ্রহ প্রাপ্তি—বাবিল রাজের স্বর্ণ প্রতিমাকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় দানিয়েলের তিন সহচর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অক্ষত অবস্থায় রক্ষাপ্রাপ্তি—নেবুচাডনেজ্জারের দ্বিতীয়

www.pathagar.com

স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিয়া দানিয়েল অনুগৃহিত—বাবিল-রাজের পতন ও মাদীয়-গণের রাজ্যলাভ—সিংহের খাঁচা হইতে দানিয়েলের অক্ষতভাবে রক্ষা-প্রাপ্তি—মাদীয়রাজ দারিয়াবস ও পারস্য রাজ কাইরাস কর্তৃক দানিয়েল অনুগৃহিত—দানিয়েলের চারি জন্তু, মেষ, ছাগ বিষয়ে দর্শন—দানিয়েলের প্রার্থনা—ভাবীকাল সম্বন্ধে দর্শন—ভাববাণী ইত্যাদির বিবরণ।"

(B. C. 534)

২৮. হোশেয় পয়গম্বরের পুস্তক—

The Book of the Prophet Hosea (B. C. 785)

ব্যভিচারিণীর দৃষ্টান্তে ইসরাইলের পাপ ও তাহার ফল—ইসরাইলদের ভ্রষ্টতা ও অসার অনুতাপ—ইসরাইলের পাপ ও তাহার দণ্ড—পাপাচার হইতে ফিরিয়া যিহোবার অনুগ্রহ লাভের জন্য হোশেয়ের আহ্বান ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 725)

২৯. যোয়েল পয়গম্বরের পুস্তক—

The Book of the Prophet Joel (B. C. 800)

"সৃষ্টিকর্তার প্রেরণীয় শাস্তি বিষয়ক ভাববাণী—যোয়েলের প্রার্থনা—সৃষ্টিকর্তার দয়া—তাহার সেবকদের মঙ্গল ও শত্রুদের বিনাশ।

(B. C. 800)

৩০. আমোষ পয়গম্বরের পুস্তক—

The Book of the Prophet Amos (B. C. 787)

"আমোষ যিহুদা রাজ উষিয়, ইসরাইল রাজ যারবিয়ামের সম-সাময়িক। তিনি ভিন্ন জাতির উপর স্রষ্টার শাসন, ইসরাইলদের প্রতি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুযোগের বাণী প্রচার করেন। ইসরাইলের দণ্ড ও পরবর্তী মঙ্গল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। (B. C. 791)

৩১. ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক—

The Book of the Prophet Obadiah (B. C. 587)

"ক্ষুদ্র এই অধ্যায়ে ওবদিয়ের দর্শনে ইদোমের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিনাশের কথা বলা হইয়াছে।" (B. C. 587)

৩২. যোনা (ইউনুস) ভাববাদীর পুস্তক—

The Book of the Prophet Jonah (B. C. 862)

www.pathagar.com

"নীনবী মহানগরে গিয়া তথাকার অধিবাসীদের পথভ্রষ্টতার জন্য আসন্ন শাস্তি ভোগের কথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ইউনুসের প্রতি আদেশ—পালাইয়া তর্শীশে যাওয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ—ঝড় হইতে জাহাজ রক্ষার জন্য ইউনুসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ—মৎস্য কর্তৃক গ্রাস—তিন দিন পর উদ্ধার লাভ—নীনবীতে গমন—হেদায়েতের ফলে তথাকার অধিবাসীদের অনুতাপহেতু রক্ষাপ্রাপ্তি। (B. C. 862)

৩৩. মীখা পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Micah (B. C. 750)

"যিহুদা রাজ যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময় মীখার দর্শন ও বাণী প্রচার—শমরিয়া ও যেরুসালেমের ভাবী দণ্ড—ইসরাইলের ভ্রষ্টতা ও ভাবী কর্তার আগমন—ভাবীকালে সৃষ্টিকর্তার দয়া ইত্যাদির বিবরণ।" (B. C. 710)

৩৪. নহুম পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Nahum (B. C. 713)

"ইল্‌কোশীয় নহুমের দর্শন পুস্তকে উক্ত—আপন শত্রুদের প্রতি সৃষ্টি কর্তার ন্যায়বিচার—আসিরিয়ার নীনবী নগরীর অবরোধ ও পতন সম্বন্ধে বর্ণনা।" (B. C. 713)

৩৫. হবক্কুক পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Habakuk (B. C. 626)

"চ্যাল্‌ডিয়ান দৌরাত্ম্যের জন্য দণ্ড প্রার্থনা ও সৃষ্টিকর্তার উপাসনা।"

৩৬. সফনিয় পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Zephaniah (B. C. 630)

"যিহুদীদের পাপাচারের জন্য তাহাদের উপর দণ্ড—যিহুদা ও ইসরাইলের বিভিন্ন দেশের উপর দণ্ড—যিহুদীদের পাপ ও ভাবী কুশলের বর্ণনা ইত্যাদি।" (B. C. 630)

৩৭. হগয় পয়গম্বরের পুস্তক—
The Book of the Prophet Haggai (B. C. 520)

"একিমিনিড বংশের পারস্য সম্রাট দারায়সের সমসাময়িককালে

www.pathagar.com

যিহুদীগণ পারসিক শক্তির অধীনে আসে ও যেরুসালেমে বসতি স্থাপন শুরু করে। উপাসনাগৃহ পুনরায় নির্মাণ সম্বন্ধে হগয়ের বাণী এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।" (B. C. 520)

৩৮. সখরিয় পয়গম্বরের পুস্তক—

The Book of the Prophet Zechariah (B. C. 520)

"সখরিয়ের প্রথম হইতে অষ্টমবার পরম তত্ত্ব দর্শনের বয়ান—উপবাস বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর—ইসরাইল ও ইসরাইল রাজের বিষয়ে ভাববাণী—অযোগ্য ও উত্তম মেষ পালকের বর্ণনা—যেরুসালেমে মহাপ্রভুর প্রতাপের ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি।" (B. C. 487)

৩৯. মালাখী পয়গম্বরের পুস্তক—

The Book of the Prophet Malachi (B. C. 367)

"এই অধ্যায়টি হিব্রু বাইবেল গ্রন্থের শেষ পর্ব। ইহাতে মালাখির মাধ্যমে ইসরাইলের প্রতি সৃষ্টিকর্তার বাণী, ইসরাইলের অকৃতজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা, যিহুদীদের প্রতি অনুযোগ ইত্যাদির বর্ণনা আছে।"

(B. C. 397)

একটি জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাহাদের এক মাত্র পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের লিপিসমূহের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। আরও পরিতাপের বিষয় যদি তাহাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই মিথ্যা লেখনী দ্বারা আল্লাহর বাণীকে ওলট-পালট করার সমর্থনসূচক তথ্য পাওয়া যায়। হিব্রু বাইবেল ইসরাইলদের জন্য এইরূপ একটি ধর্মপুস্তক। এইরূপ ওলট-পালটের জঘন্য কয়েকটি বর্ণনা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। ঊনচল্লিশটি অধ্যায়ের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত শিরোনামসমূহের কতক মাত্র তুলিয়া ধরা হইল এইজন্য, যেন সকলেই য়াহূদীদের তাওরাত ও হিব্রু বাইবেলের একটি চিত্র পাইতে পারেন। মহাগ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে ইসরাইলের অবাধ্যতা ও দুরাচারের বিবরণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত এই বিরাটাকার গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবার ধৈর্য এক মাত্র অখণ্ড অবসরভোগী অথবা গবেষকগণের পক্ষেই সম্ভব।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় একমাত্র ঊনবিংশ অধ্যায় ছাড়া প্রতিটি অধ্যায়ের সূত্রসমূহ উল্লেখের পূর্বে ও পরে সময়কাল নির্দেশক খৃস্টপূর্ব

www.pathagar.com

সনের উল্লেখ দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারেন। এমন কি প্রথম মানব আদম হইতে বংশাবলী বর্ণনা শুরুর সময়কাল নির্দেশ করা হইয়াছে ৪০০৪ খৃস্টপূর্ব সন। ইহাতে কাহারও বিস্ময় আপত্তির পর্যায়ে উঠিতে পারে। মূল গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের প্রতি পাতায় বিভিন্ন ঘটনার এইরূপ সময়কাল নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহার যুক্তি, মাহাত্ম্য, রহস্য, উৎস এবং বাস্তবতা কোনটিই আমার বোধগম্য নয়।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কাহারও ইসরাইল রাজ ও যিহুদা রাজ অথবা ইসরাইলগণ ও যিহুদীগণ (য়াহূদী) শব্দ দুইটির উল্লেখে বিভ্রম সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা অপনোদনের জন্য হিব্রু বাইবেল গ্রন্থ হইতেই তথ্য প্রদান করা হইতেছে। ইসরাইল রাজগণের রাজত্বকালে সমগ্র ইসরাইল জাতি শুধুমাত্র নবী দাউদ ও নবী সোলেমান, উভয়ের মোট আশি বৎসর রাজত্বকালে (তাহাদের পরাক্রমের জন্য) কোনক্রমে ঐক্যবদ্ধ ছিল। নবী সোলেমান ছিলেন ইসরাইল সন্তান যিহুদার বংশধর। তাহার মৃত্যুর পরপরই ইসরাইল জাতির স্বাভাবিক স্বভাব প্রকাশ পায় এবং গোলযোগের ফলে ইসরাইল রাষ্ট্র দুইটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। একাংশের রাজা হয় নবী সোলেমান পুত্র রহ্‌বিয়াম। তিনি যিহুদার বংশধর বলিয়া এই অংশের নাম হয় যিহুদা রাজ্য—রাজধানী যেরুসালেম। অপর অংশে ইসরাইলের অন্যান্য গোষ্ঠীর (যোষেফ পুত্র মনঃশির উপ-গোষ্ঠী ব্যতীত) সমর্থনে শমরিয়া নগরীকে কেন্দ্র করিয়া ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম হয়। এই অংশের রাজা রূপে বরিত হয় যোষেফ গোষ্ঠীর ইফ্রয়িমী শাখার যারবিয়াম। অতঃপর যিহুদা রাজ্যের প্রজাগণ যিহুদী এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রজাগণ ইসরাইলী নামে চিহ্নিত হয়। অবশ্য বর্তমানে ইসরাইলসন্তানগণ সবাই 'য়াহূদী বা Jew' নামে পরিচিত। এই পুস্তকেও য়াহূদী উল্লেখে ইসরাইল বা য়াহূদী জাতিকে বুঝিয়া নিতে হইবে।

ইসরাইল মনোনীত জাতি

ইসরাইলগণ তাহাদের ধর্মপুস্তকে নবী মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতার অংশ হিসাবে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছে যে, তাহারা পৃথিবীতে আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলার খাস প্রজা ও মনোনীত জাতি। যেমন—"কেননা তুমি আপন স্রষ্টা যিহোবার পবিত্র প্রজা; ভূতলে যত জাতি আছে, সে সকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার স্রষ্টা যিহোবা (সদা প্রভু) তোমাকেই মনোনীত করিয়াছে" (দ্বিতীয় বিবরণ—৭ ঃ ৬)। শুধু মনোনীত খাস জাতিই নয়—এই জাতির জন্য দুগ্ধ-মধু প্রবাহী সীমাবদ্ধ এক মনোরম দেশ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। যেমন ঃ

১. "আর সেইদিন সদাপ্রভু আব্রাহামের সাথে নিয়ম স্থির করিয়া কহিলেন, আমি মিসরের নদী অবধি মহানদী, ফোরাত নদী পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম; কেনানীয়, কনিষীয়, কদ্‌মোনীয়, হিত্তীয়, পরীষীয়, রফায়ীয়, ইমোরীয়, কেনীয়, গির্গাশীয় ও যিবূষীয় লোকদের দেশ দিলাম।" (আদি পুস্তক ১৫ ঃ ১৮-২১)

২. "আর সূফ সাগর অবধি-পলেষ্টীয়দের সমুদ্র পর্যন্ত এবং প্রান্তর অবধি (ফরাৎ) নদী পর্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব।

(যাত্রাপুস্তক ২৩ ঃ ৩১)

উল্লেখ্য, আব্রাহামের (নবী ইব্‌রাহীম) সাথে সদাপ্রভু নিয়ম স্থির করিলেও, পরবর্তীকালে আব্রাহামের বংশের ইসমাঈল ও অন্যান্য সন্তানকে এই ভাগ বাটোয়ারা হইতে বাদ দিয়া শুধু যাকোব বা ইসরাইলের বংশধরদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া সংশোধিত বাণী সংযোজন করা হয়। যাহা হউক, পরবর্তীকালে অবাধ্যতা ও পাপাচার হইতে সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে হিতবাণী প্রেরণ করিলেও ইসরাইলগণ কাহাকেও পাত্তা দেয় নাই। এই খাস মনোনীত জাতি (!) তাহাদের স্বভাবজাত প্রেরণায় কয়েকজন নবীকে হত্যা করিয়াছে, অনেককেই মিথ্যা অপবাদে লাঞ্ছনা করিয়াছে। আরও আশ্চর্য যে, যুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগেও অধিকাংশ য়াহূদী বিশ্বাস করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত জাতি এবং তাহাদের ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ অনুযায়ী অর্থাৎ ঐশী অধিকার বলে মিসরের নদী হইতে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকার চিরস্থায়ী মালিক-মোখ্‌তার শুধু তাহারাই। এই মূঢ় ও অন্ধ বিশ্বাস এখনও তাহাদিগকে তাড়না করিয়া অশান্তির আবর্ত সৃষ্টি করিতেছে।

www.pathagar.com

ইসরাইলদের জন্য দশ আদেশ

সিনাই পর্বত চূড়ায় নিম্নোক্ত আদেশসমূহ নবী মূসা আল্লাহ্-তা'আলার নিকট হইতে লাভ করেন, যাহা তাহার উম্মতের জন্য অবশ্যই পালনীয় ছিল। ইহাই বিখ্যাত দশ আদেশ বা 'Ten Commandments' নামে পরিচিত। তৎকালীন মানব জাতির সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে, ধর্মীয় বিধি-বিধান বলুন বা ধর্মীয় দর্শন বলুন—এই দশ আদেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সমসাময়িক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক—মূর্তি পূজকদের গোঁজামিল ও জটিলতাপূর্ণ ধর্ম মাহাত্ম্য ও গভীরতা ইহাতে সৌভাগ্যক্রমে নাই। এই দশ আদেশের প্রথম আদেশই তৌহিদবাদ বা একমাত্র আল্লাহ্র প্রভুত্ব।

১. "আমি তোমার সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু (যিহোবা), যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। আমার সাক্ষাতে তোমার জন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার নিমিত্ত ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না। তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না।

২. আমি পিতৃগণের অপরাধের ফল সন্তানদিগের উপর বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয়-চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই; কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞাসকল পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র পর্যন্ত দয়া করি।

৩. তোমার স্রষ্টা সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না।

৪. তোমার একমাত্র উপাস্য সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে বিশ্রাম দিন পালন করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য করিও। কিন্তু সপ্তম দিন তোমার স্রষ্টা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রাম দিন। সেই দিন তুমি, কি তোমার পুত্র, কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার গরু, কি গর্দভ, কি অন্য কোন পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য করিও না।

৫. তোমার একমাত্র প্রভু যিহোবার আজ্ঞানুসারে তোমার পিতাকে

www.pathagar.com

ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমাকে যে দেশ প্রদত্ত হয়, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয় ও তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও।

৬. নর হত্যা করিও না।

৭. ব্যভিচার করিও না।

৮. চুরি করিও না।

৯. তুমি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও না।

১০. তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীতে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর গৃহে কি ক্ষেত্রে কিংবা তাহার দাসে অথবা দাসীতে কিংবা তাহার গরুতে বা গর্দভে, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।"

(দশ আদেশ অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে নবী মূসার উক্তি)—

"সদাপ্রভু পর্বতে অগ্নির, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের নিকটে এই সমস্ত বাক্য মহারবে বলিয়াছিলেন, আর কিছুই বলেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুইখানি প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন।"

(দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ৬—১২)

আর এই মূল দশ আদেশের সহিত সামঞ্জস্যশীল আরও অন্যান্য পবিত্র আচরণ বিধি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এইগুলি ছিল সদাচারমূলক ও সামাজিক বিধি-বিধান। যথা ঃ

—ক্ষেত্রের শস্য নিঃশেষে কাটিও না।

—দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন করিও না।

—মিথ্যা বলিও না, স্বজাতিকে বঞ্চনা করিও না।

—বেতনজীবীর বেতন প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি রাখিও না।

—বিচারে অন্যায় করিও না।

—হৃদয় মধ্যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না।

—আপন জাতির সন্তানদের প্রতি প্রতিহিংসা করিও না।

—ভিন্ন প্রকার পশুর সহিত আপন পশুদের সংসর্গ করিতে দিও না।

—মূল্য দ্বারা ক্রীত হয় নাই, এমন বাগ্‌দত্তা দাসীর সহিত সংসর্গ করিও না।

www.pathagar.com

—রক্তের সহিত কোন বস্তু ভোজন করিও না।
—মোহকের বা গণকের বিদ্যা ব্যবহার করিও না।
—আপন কন্যাকে বেশ্যা হইতে দিয়া অপবিত্র করিও না।
—ভূতুড়িয়াদের ও গুনীদের অভিমুখ হইও না।
—বৃদ্ধ ও প্রাচীন লোককে সমাদর করিবে।
—তোমার দেশের কোন বিদেশী লোকের প্রতি উপদ্রব করিও না।
—ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য বাটখারা রাখিবে।
—সুদের জন্য বিদেশীকে কর্জ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য আপন ভ্রাতাকে কর্জ দিবে না। ইত্যাদি।

য়াহুদীদের ভিন্ন ভিন্ন পর্বসমূহ

১. ছয়দিন কার্য করিয়া সপ্তম দিবস বিশ্রাম পর্ব।

২. মিসরের দাসত্ব জীবন ও ফেরাউনের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসার স্মরণে নিস্তার পর্ব। সাতদিন তাড়ী শূন্য রুটি (Unleavened Bread) ভোজন করিতে হয়। প্রথম দিবস সন্ধ্যায় ছাগ বা মেষের এক বৎসর বয়সের নির্দোষ পুরুষ শাবকটি যবাই করার পর প্রাতঃকাল হওয়ার পূর্বেই তাহার হাড়-মাংস সব কিছু ভোজন করিতে হয়। হাড় ভগ্ন করা যাইবে না।

৩. শস্য ছেদনের উৎসব।

৪. ক্ষেত্র হইতে ফল সংগ্রহের সময় ফল সঞ্চয়ের উৎসব। (ইহা ছাড়া প্রতি অমাবস্যায়, কুটির উৎসব, বিশ্রাম বৎসর, যোবেল বৎসর ইত্যাদি আরও পর্ব আছে।)

যিহোবার সমাগম তাঁবু বা প্রার্থনাগৃহ

মিসর হইতে নিস্তার পাওয়ার চারিশত আশি বৎসর পর নবী ও রাজা সোলেমানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে তাহার রাজধানী যেরুসালেমে স্থায়ী-ভাবে আল্লাহ্‌র বা যিহোবার প্রার্থনা ও ধর্মাচরণ অনুষ্ঠানের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুপম এক ইমারত স্থাপনের কাজ শুরু করেন এবং তাহার রাজত্বকালেই ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

এই প্রার্থনাগৃহ কয়েকবার বিধ্বস্ত হয়। মুসলিম খিলাফতের সময় ঠিক এই অবস্থানেই বায়তুল আক্সা নির্মিত হয়। নবী সোলেমানের পূর্ব পর্যন্ত যিহোবা বা সদাপ্রভুর স্থায়ী কোন প্রার্থনাগৃহ ছিল না। মূসা নবীর আমল হইতেই একটি স্থানান্তরযোগ্য পবিত্র তাঁবুতে পবিত্র নিদর্শন-সমূহ রাখা হইত এবং একটি বেদীর উপর যাবতীয় কুরবানী বা বলি সম্পন্ন করা হইত। নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে পবিত্র প্রধান তাঁবু সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাইবে।

—সদাপ্রভুর সমাগম তাঁবু বা—The Tent of the Congregation or Tabernacle of the Congregation.

(ধর্ম সভা বা ধর্মকার্যের জন্য অস্থায়ী উপাসনালয়)

তাঁবুর অভ্যন্তরে—

—নিয়ম সিন্দুক—The Ark of the Covenant of the God.

(এই সিন্দুকে দুইটি প্রস্তর খন্ডে আল্লাহ্‌র দশ আদেশের লিপি রক্ষিত থাকিত)

—সাক্ষ্য সিন্দুক—The Ark of Testimony.

—স্বর্ণময় পাপাবরণ—Mercy Seat of Pure Gold.

—দর্শন-রুটি রাখার জন্য মেজ—A Table of Shittim wood.

—নির্মল স্বর্ণের দীপ বৃক্ষ—Candle Stick of Pure Gold.

—দশ যবনিকার আবাস—Tabernacle with ten Curtians.

—তিরস্করিণী পর্দা—Veil.

—আবাসের প্রাঙ্গণ—The court of the Tabernacle.

—হোমার্থক বেদী—The Alter of Burnt Firing.

সেই যুগে ধন-সম্পদের মধ্যে প্রধান ছিল পশুধন। তাই যিহোবা বা সদাপ্রভুর নিকট যে কোন অপরাধের জন্য, অপরাধ মোচন বা মঙ্গলের জন্য, উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য পশু কুরবানী বা পশুবলির ব্যাপক প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসরাইলদের ধর্মেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। হোমবলি, মঙ্গলার্থক বলি, দোষার্থক বলি, পাপার্থক বলি, ইত্যাদি নানা-রূপে পশু কুরবানী—পশু অভাবে নিদেনপক্ষে ঘুঘু বা পায়রা দেওয়ার প্রচলন ছিল।

www.pathagar.com

সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত ছিল লেবীয় বংশের উপর। প্রথম প্রধান যাজক ছিলেন নবী মূসার ভ্রাতা নবী হারুন। আরও বহু সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিধি-বিধানের বয়ান আছে, যাহা বাহুল্য বোধে বর্ণনা করা হইল না। ইসরাইল সন্তান-গণ কিন্তু কখনও আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রকাশে স্থির থাকে নাই। বারবার তাহারা আল্লাহ্ ও পয়গম্বরের অভিশাপ কুড়াইয়াছে। সেসব পরের কথা।

নবী মূসার জীবিতকালে ইরসাইলদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহের কয়েকটি উদাহরণ

১. যাহাতে নবী মূসার নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করিয়া পৌত্তলিকতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি মিসর দেশ ত্যাগ করিতে ইসরাইলগণ স্বীকৃত হয়, তজ্জন্য নূতন দেশে বসতি স্থাপনের নিশ্চয়তা প্রদান।

২. নবী মূসাকে বিবিধ মুজিযা প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া পরাক্রমশালী ফারাওকে (ফেরাউন) অবনমিত করিয়া সমস্ত ধন-সম্পদসহ ইসরাইল জাতিকে মিসর ত্যাগ করার সুযোগ প্রদান।

৩. ইসরাইলদের জন্য মারা প্রান্তরের তিক্ত পানি মিষ্ট করা।

৪. খাদ্যের জন্য মূসা নবীর সাথে বচসা করিলে ইসরাইলদের জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ভারুই (Quails) পক্ষীর মাংস ও প্রাতঃকালে মধু-মিশ্রিত পিষ্টকের স্বাদযুক্ত ধনিয়া বীজের মত মান্না নামক খাদ্যবস্তু দান করিতে থাকেন। কেনান দেশে না পৌঁছা পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরাধিককাল যাবত তাহারা ভোজনের জন্য নিয়মিত মান্না পাইত।

৫. রফীদীমের প্রান্তরে পানি না পাইয়া পুনরায় নবী মূসার সহিত বচসা করায় আল্লাহ্র আদেশে নবী মূসা পাথর হইতে পানি নির্গত করিয়া (লাঠির আঘাতে) ইসরাইলদের শান্ত করেন।

৬. আল্লাহ্র অনুগ্রহে শত্রু অমালেকদের সহিত রফীদীমের যুদ্ধে বিজয় লাভ।

৭. বিশ্বাস অটুট রাখার জন্য সীনাই পর্বত চূড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা নিজ প্রতাপ সমগ্র ইসরাইলদের প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন।

www.pathagar.com

৮. সদাপ্রভু আল্লাহ্ পালনীয় বিধানসমূহ প্রস্তরফলকে নিজ কুদরতে লিপিবদ্ধ অবস্থায় নবী মূসার মাধ্যমে ইসরাঈলদের প্রদান করেন।

৯. পারন প্রান্তরে বচসা ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কথা বলায় ইসরাঈলদের শিবিরের প্রান্তভাগ গজবের আগুন গ্রাস করিলে নবী মূসার ক্রন্দনে আগুন নিভিয়া যায়।

১০. পুনরায় প্রচুর মাংস ভোজনের জন্য মূসা নবীর সাথে ইসরাঈলগণ তুমুল বচসা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পুনরায় এক মাসের জন্য অঢেল মাংস প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন, "এমনভাবে প্রচুর মাংস ভোজন করিতে থাকিবে, যাবৎ তাহা তোমাদের নাক দিয়া বাহির না হয় ও মাংসের প্রতি ঘৃণা না জন্মে।" এই প্রতিশ্রুতি যথাযথ পূরণ করা হইয়াছিল।

১১. মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের জয়লাভ ইত্যাদি আরও অনুগ্রহ দান।

[দশ আদেশমালার পর হইতে উপরোক্ত তথ্যসমূহ তাওরাতের প্রথম পাঁচ অধ্যায় হইতে বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত]

সংক্ষেপে কিছু বিক্ষিপ্ত বক্তব্য

নবী মূসাকে এমন এক অনন্য, অকৃতজ্ঞ, ধৈর্যহীন, কলহ-কোন্দলে পটু, পথভ্রষ্ট জাতির জন্য নবুয়ত প্রদান করা হইয়াছিল, যাহারা তাহার দীর্ঘ নবুয়তকালীন সময়ে ক্ষণিকের জন্যও তাহাকে শান্তি দেয় নাই। একদিকে ইসরাঈলদের অবাধ্যতা—পথভ্রষ্টতার জন্য মনোবেদনা এবং আক্ষেপ, আবার গজব হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য আল্লাহ্র নিকট বারবার ক্রন্দন ও ক্ষমা প্রার্থনা। এই ছিল তাহার যন্ত্রণাময় নবুয়ত জীবন। নিঃসন্দেহে পয়গম্বরদের মধ্যে নবী মূসার আসন অনেক উপরে ছিল। যেমন কুরআনে সূরা বনী ইস্রাঈলের ৫৫ আয়াতে উক্ত আছে—"আর আপনার প্রভু আসমানবাসীদিগকে ও যমীনের অধিবাসীদিগকে খুব জানেন, আর আমি কোন কোন নবীকে অপর নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।"

www.pathagar.com

অতঃপর ইস্‌রাঈল জাতির অবিরাম অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতার কাহিনীর মধ্যে নবী মূসার নেতৃত্বকালীন সময়ের কতিপয় ঘটনা ইসরাঈলদের ধর্মগ্রন্থ হইতেই বয়ান করা হইতেছে। যদিও তাহারা অনেক সত্য গোপন করিয়াছে বলিয়া ইতিপূর্বে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তবুও বর্তমান হিব্রু বাইবেলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা কোনমতেই য়াহূদীগণ অস্বীকার করিতে পারে না।

হয়ত পরে উল্লেখ করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে না, তাই এই উপলক্ষে কুরআনের একটি বাণী ও হাদীসের একটি তথ্য বর্ণনা করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ ইসলাম ও ইস্‌রাঈলের পার্থক্য ইহাতেই বুঝিয়া নিবেন।

১. একবার কোন বিষয়ে মহানবীর উপস্থিতিতে তাহার দুই প্রিয় আসহাব (সঙ্গী) একটু উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের মতপার্থক্য প্রকাশ করিতে থাকিলে এইরূপ আচরণ বেয়াদবীর শামিল গণ্য করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়—

সূরা হুজরাত (২ আয়াত) ঃ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের স্বর পয়গম্বরের স্বর অপেক্ষা উচ্চ করিও না এবং তাহার সহিত এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না, যেমন তোমরা পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া থাক।"

ইহার পর আসহাবগণ মহানবীর নিকটে এত নিম্নস্বরে কথা বলিতেন যে, অনেক সময় নবীজি স্পষ্ট শুনিতে না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন। নবীর সহিত বচসা, কোন্দল ইত্যাদির তুলনায় উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যবধান আপনারাই অনুমান করিয়া নিবেন।

২. গ্রীষ্মকালে মদীনা হইতে সুদূর সিরিয়া সীমান্তে তবুক প্রান্তরে রোমান সৈন্যদের অভিযান রুখিবার জন্য মহানবীর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক মুসলিম মুজাহিদ মরুপথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে পানীয় ও রসদের তীব্র অনটন হয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অতঃপর প্রত্যেককে দৈনিক একটি করিয়া খেজুর খাইতে নির্দেশ দান করেন। ইহাতেও কুলাইবে না আশংকায় পরে তিনি একটি করিয়া খেজুর একজনকে চোষণ করিয়া অন্যকে চোষণ করিতে বলেন। আবার ঐ খেজুরটিই তৃতীয় ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

চোষণ করিতে দেওয়া হয়, যতক্ষণ এইভাবে উক্ত শুষ্ক খেজুরটি ক্ষয় না হইয়া যায়।

ইহার সহিত তুলনা করুন ইসরাঈলীদের সুমিষ্ট পানীয়, মধুর স্বাদ-বিশিষ্ট মান্না, ভারুই পক্ষীর মাংস, নাকমুখ ভরিয়া ভক্ষণ; তৎপর একটু তারতম্য ঘটিলেই আল্লাহর উপর দোষারোপ ও নবী মূসাকে অভি-সম্পাত। যাহা হউক অতঃপর মূল প্রসঙ্গ।

মূসা নবীর আমলে ইসরাঈলী অবাধ্যতার কিছু নমুনা

১. ইসরাঈলগণ মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ফেরাউন সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ফেরাউনকে আসিতে দেখিয়া তাহারা নবী মূসাকে বলিল, "মিসরে কবর নাই বলিয়া তুমি কি আমাদিগকে লইয়া আসিলে, যেন আমরা প্রান্তরে মরিয়া যাই? তুমি আমাদের সহিত এ কেমন ব্যবহার করিলে? কেন আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির করিলে? আমরা কি মিসর দেশে তোমাকে এই কথা বলি নাই, আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা মিসরীয়দের দাস্য কর্ম করি?" (যাত্রাপুস্তক ১৪ ঃ ১০-১২)

২. "ইসরাঈলগণ সীন প্রান্তরে উপনীত হইলে ইসরাঈল সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী নবী মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে প্রান্তরে বচসা করিল, আর ইসরাঈল সন্তানেরা তাহাদিগকে কহিল; হায়, হায়, আমরা মিসর দেশে যিহোভার হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে বসিতাম, তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করিতাম। তোমরা এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ।" (যাত্রাপুস্তক ১৬ ঃ -৩)

৩. "নবী মূসা ইসরাঈলদের জন্য দুইটি প্রস্তরফলকের উপর উভয়-দিকে সদাপ্রভুর লিখিত বাণীসমূহ নিয়া সিনাই পর্বত হইতে নামিয়া আসিলেন। শিবিরের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন ইসরাঈলগণ এক স্বর্ণ-নির্মিত গো-বৎস (বাছুর) দেবতাজ্ঞানে নির্মাণ করিয়া উহাকে ঘিরিয়া আনন্দে নৃত্য-গীত করিতেছে। ইহাতে নবী মূসা রাগান্বিত হইয়া পর্বত-তলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তরফলক দুইটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর

www.pathagar.com

তাহাদের নির্মিত গো-বৎস লইয়া আগুনে পোড়াইয়া দিলেন এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া পানির উপর ছড়াইয়া ইসরাঈল সন্তানগণকে পান করাইলেন।" (যাত্রাপুস্তক ৩২ ঃ ১৫, ১৯, ২০)

৪. পারন প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া নবী মূসা কয়েকজন ইসরাঈল অধ্যক্ষকে প্রতিশ্রুত দেশ কেনান দর্শন করিয়া সংবাদ আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা চল্লিশ দিন কেনান দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিল। দলের একজন কালেব প্রস্তাব করিল, "আইস আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া সেই দেশ অধিকার করি।" কিন্তু অন্যেরা বলিল, "তাহারা অত্যন্ত বলবান ও ভীমকায়। আমরা তাহাদের নিকট ফড়িংয়ের মত।" পরে সমস্ত মণ্ডলী কলরব করিয়া উঠিল এবং লোকেরা সেই রাত্রে রোদন করিল (উল্লেখ্য, যুদ্ধ করিবার যোগ্য ছয় লক্ষাধিক ইসরাঈল ছিল)। সকলে নবী মূসা ও হারূনের বিপরীতে বচসা করিল। সমস্ত মণ্ডলী তাহাদিগকে কহিল, "হায়, হায়, আমরা কেন মিসর দেশে মরি নাই; এই প্রান্তরেই বা কেন মরি নাই? সদাপ্রভু আমাদিগকে খড়্গ-ধারে নিপাত করাইতে এদেশে কেন আনিলেন? আমাদের স্ত্রী ও বালকগণও লুণ্ঠিত হইবে। মিসরে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের ভাল নয়?"

কালেব এবং নবী মূসার উত্তরাধিকারী অন্যতম ইসরাঈল নেতা যিহোশূয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলে ইসরাঈলরা তাহাদের দুইজনকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে চাহিল।

আর সদাপ্রভু নবী মূসাকে কহিলেন, "এই লোকেরা কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? আমি ইহাদের মধ্যে যে সকল চিহ্নকার্য করিয়াছি, তাহা দেখিয়াও ইহারা কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থাকিবে?" (গণনা পুস্তক—১৩ ও ১৪ উপ-অধ্যায়, সংক্ষিপ্ত)

৫. উপরোক্ত ইসরাঈলী অশিষ্টতার ফলে, যিহোভা বাণী প্রদান করেন যে, "তোমাদের শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। আর তোমাদের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে পশু চরাইবে এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা যে পর্যন্ত সম্পন্ন না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ করিবে।"

(গণনা পুস্তক—১৪ ঃ ৩৩—৩৪)

www.pathagar.com

৬. ইসরাঈলগণ ইদোম দেশ প্রদক্ষিণের জন্য সুফ সাগরের দিকে যাত্রা করিলে পথের মধ্যে লোকদের প্রাণ বিরক্ত হইল। তাহারা সদাপ্রভু ও নবী মূসার বিরুদ্ধে কহিতে লাগিল - তোমরা কেন আমাদের মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিলে? যেন আমরা প্রান্তরে মরিয়া যাই? রুটিও নাই আর পানিও নাই, আর আমাদের প্রাণ এই লঘুভক্ষ্য ঘৃণা করে (মান্না নামক সুস্বাদু খাদ্যকে লঘু-ভক্ষ্য বলা হইয়াছে)। তখন সদাপ্রভু লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ী সর্প প্রেরণ করিলেন, তাহাদের দংশনে ইসরাঈলের অনেক লোক মারা পড়িল। (গণনা পুস্তক—২১ ঃ ৪—৬)

৭. "পরে ইসরাঈল শিটীমে বাস করিল, আর লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের সহিত ব্যভিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই কন্যারা ইসরাঈল-দিগকে আপনাদের দেব প্রসাদ ভোজনে নিমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা ভোজন করিয়া দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিল। এইভাবে ইসরাঈল বাল্-পিয়োর দেবের প্রতি আসক্ত হইতে লাগিল।"

"এই দুষ্কর্মে যিহোভার ক্রোধে মহামারীতে ইসরাঈলের চব্বিশ হাজার লোক মারা পড়িল।" (গণনা পুস্তক—২৫ ঃ ১, ২, ৩, ৯)

৮. নবী মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতার একাংশে তিনি ইসরাঈলগণকে বলিতেছেন, "অতএব জানিও যে, তোমার সদাপ্রভু যে তোমার ধার্মিকতার জন্য অধিকারার্থে তোমাকে এই উত্তম দেশ দিবেন, তাহা নয়; কেননা তুমি শক্তগ্রীব (শক্ত ঘাড়—Stiff-Neck) জাতি।"

(দ্বিতীয় বিবরণ—৯ ঃ ৬)

৯. ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যে নবী মূসার শেষ বা চতুর্থ বক্তৃতার শেষাংশ বড় বেদনাদায়ক, মর্মভেদী। ইসরাঈলদের আসল চরিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

"আর মূসা নবী সমাপ্তি পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা-সকল পুস্তকে লিখিবার পর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহী লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই ব্যবস্থা পুস্তক লইয়া তোমাদের সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকের পার্শ্বে রাখ। ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর জন্য সেই স্থানে থাকিবে। কেননা তোমার বিরুদ্ধাচারিতা ও তোমার শক্তগ্রীবতা আমি জানি। দেখ, তোমাদের সহিত আমি জীবিত থাকিতেই অদ্য তোমরা

www.pathagar.com

সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইলে, তবে আমার মরণের পরে কি না করিবে? তোমরা আপন আপন বংশের সমস্ত প্রাচীন বর্গকে ও কর্মচারীকে আমার নিকট একত্রিত কর। আমি তাহাদের কর্ণগোচরে এই সকল কথা বলি এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করি। কেননা আমি জানি, আমার মরণের পরে তোমরা একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে এবং আমার আদিষ্ট পথ হইতে বিপথগামী হইবে। আর উত্তরকালে তোমাদের অমঙ্গল ঘটিবে। কারণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া তোমরা আপনাদের হস্তকৃত কার্যদ্বারা তাহাকে অসন্তুষ্ট করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ—৩১ ঃ ২৪—২৯)

(উপরোক্ত তথ্যসমূহ পাঠ করিবার পর কোন মন্তব্য প্রয়োজন আছে কি?)

য়াহুদীদের হিব্রু-বাইবেলে নবীদের কুৎসা

নবীদের সম্বন্ধে মিথ্যা-জঘন্য ও অশ্লীল কাহিনী এই পুস্তকে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করিয়া য়াহূদীদের ধর্মপুস্তকে বর্ণিত এইরূপ মাত্র কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করিতেছি। কারণ সকলের জানা প্রয়োজন, তাহাদের সীমালংঘন করিবার সীমা কতদূর। য়াহূদীদের ধর্মপুস্তকে যে মিথ্যা লেখনী দ্বারা সংযোজন বিযোজন করা হইয়াছে, ইতিপূর্বে তাহাদের ধর্মপুস্তক হইতেই উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

১· নূহ্ নবী সম্বন্ধে (মহাপ্লাবনের পর)

"পরে নূহ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইলেন এবং তাঁবুর মধ্যে উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন। তখন কনানের পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলেন। পিছনের দিকে মুখ থাকাতে তাহারা পিতার উলঙ্গতা দেখিলেন না। পরে নূহ নবী দ্রাক্ষারসের নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হইলেন।

www.pathagar.com

আর তিনি কহিলেন, "কনান অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে।" তিনি আরও কহিলেন, "শেমের মহাপ্রভু সদাপ্রভু ধন্য, কনান তাহার দাস হউক। সদাপ্রভু যেফতকে বিস্তীর্ণ করুন, সে শেমের তাঁবুতে বাস করুক, আর কনান তাহার দাস হউক।"

(আদিপুস্তক ৯ ঃ ২০-২৭)

[নূহ নবী আঙ্গুরের মদ খাইয়া বেহদ্দ মাতাল হইয়া উলঙ্গ হইলেন। পুত্র হাম লজ্জায় পিতার নিকটে না গিয়া অপর দুই ভ্রাতাকে খবর দিলে, তাহারা নূহ নবীর উলঙ্গতা আবৃত করেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে এই ঘটনার সহিত সম্পর্কশূন্য কনানকে চূড়ান্ত অভিশাপ দিলেন! মন্তব্য করিবার কিছু নাই।]

২. লুত নবী সম্বন্ধে

পূর্ব সূত্র—লূত নবী ছিলেন মহান ইব্রাহীম নবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়েই একত্রে ব্যাবিলন হইতে কেনানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নবী লূত পৃথকভাবে সদোম নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। সদোম ও সন্নিহিত ঘমোরা নগরীর অধিবাসিগণ নারী সন্নিহিত পরিহার করিয়া চলিত। তাহারা পুঙ্গামী ছিল। এই পাপে আল্লাহ্ তা'আলা এই দুইটি নগরীকে সমস্ত অধিবাসীসহ ধ্বংস করেন। কেবল তাহার দূতদ্বয়ের মাধ্যমে নবী লূত ও তাহার দুই কন্যা রক্ষা পায়। অতঃপর ইসরাঈল ধর্ম পুস্তকের বর্ণনা—"পরে লূত ও তাহার দুই কন্যা নিকটবর্তী পর্বত গুহায় বসতি করিলেন। পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎ সংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এই দেশে কোন পুরুষ নাই, আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল। পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল। কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লূত নবী টের পাইলেন না। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ গতরাতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম। আইস, আমরা অদ্য

www.pathagar.com

রাতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই। পরে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। এইরূপে তাহারা সেই রাতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল। পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল। কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া নবী লূত টের পাইলেন না। এইরূপে লূত নবীর দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিরা তাহার নাম মোয়াব রাখিল। আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন্-অম্মি রাখিল।" (আদি পুস্তক—১৯ ঃ ৩০ – ৩৮)

[খোদ্ শয়তানের বাণী কেমন করিয়া হিব্রু-বাইবেলে স্থান লাভ করিল, তাহা বোধগম্য নয়। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার শয়ন করা ও উঠিয়া যাওয়া তাহাদের পিতা টের পাইলেন না। অথচ উভয়েই গর্ভবতী হইল! নবী লূত টের না পাইলেও লেখক বা লেখকগণ নিশ্চয়ই টের পাইয়াছিলেন। নচেৎ এই কাহিনী ফাঁদিলেন কেমন করিয়া ?]

অথচ লূত নবী সম্বন্ধে কুরআনের পবিত্র বাণী দেখুন—
সূরা আম্বিয়া (৭৪ আয়াত) ঃ

"আর আমি লূতকে আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করিলাম। নিশ্চয়ই সে উন্নত নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

৩. নবী দাউদের মহাপাপের বিবরণ

ইসরাঈলদের রাজা দাউদকে কুরআনে একজন মহান ও যবুর গ্রন্থ প্রাপ্ত নবীর মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। তিনিই সর্ব প্রথম ইসরাঈলকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির মর্যাদা দান করেন। অথচ য়াহূদীগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থে দাউদকে নবী বলিয়া স্বীকৃতি দেয় নাই ; উপরন্তু তাহার উপর এক কলঙ্কময় কাহিনী চাপাইয়া দিয়াছে। যাহার সার সংক্ষেপ—

"নবী দাউদের এক কর্মচারী হিত্তীয় (Hittite) উরিয়ার সুন্দরী স্ত্রী বৎশেবাকে স্নানরতা অবস্থায় দেখিয়া দাউদ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রাসাদে ডাকাইয়া আনিয়া রাজা দাউদ তাহার সহিত শয়ন করিলে সে

www.pathagar.com

গর্ভবতী হয়। দাউদ ভীত হইয়া বৎশেবার স্বামী উরিয়াকে তাহার স্ত্রীর নিকটে যাইতে অবসর দেন ; কিন্তু উরিয়া স্ত্রীর নিকটে গমন করে না। পরে ষড়যন্ত্র করিয়া অকারণে উরিয়াকে অগ্রভাগে রাখিয়া যুদ্ধে পাঠাইলে সে নিহত হয়। এইভাবে পথ পরিষ্কার করিয়া রাজা দাউদ বৎশেবাকে বিবাহ করেন। এই বৎশেবার গর্ভের দ্বিতীয় সন্তানের নামই সোলেমান।

রাজা দাউদের অন্যতম পুত্র অবশালেম এক সময় বিদ্রোহী হইয়া যিরূসালেম দখল করিলে রাজা দাউদ পালাইয়া যান। অবশালেম রাজপ্রাসাদের ছাদে দিনের বেলায় সমস্ত ইসরাঈলদের সাক্ষাতে আপন পিতা দাউদের উপপত্নীদের ভোগ করে।"

(শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক—১১ ঃ ১-২৭ ; ১২ ঃ ১৪ ; ১৬ ঃ ১২)

৪· সোলেমানের পাপ

রাজা সোলেমান ইতিহাসে বিপুল মর্যাদায় আসীন। কুরআনে তাহাকে একজন সুবিজ্ঞ নবীর মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। তিনিই ছিলেন যিরূসালেমে আল্লাহ্‌র স্থায়ী ইবাদতগাহ্ নির্মাতা, যাহা ইসরাঈলদের গর্বের বস্তু ছিল। য়াহূদীদের হিব্রু-বাইবেলের ২১ এবং ২২ অধ্যায়ে সোলেমান নবীর সুগভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের ধর্ম পুস্তকের বর্ণনাতেই জানা যায়, যিহোভা নবী সোলেমানকে নিজের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আবার এই য়াহূদীরাই রাজা ও নবী সোলেমানকে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া প্রকারান্তরে নিজ জাতিকে হেয় ও ঘৃণ্য করিয়াছে। যথা—

"সাতশত রমণী তাহার পত্নী ও তিনশত তাহার উপপত্নী ছিল। তাহার সেই স্ত্রীরা তাহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। ফলে এই রূপ ঘটিল, সোলেমানের বৃদ্ধ বয়সে তাহার স্ত্রীরা তাহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল। তাহার পিতা দাউদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। কিন্তু সোলেমান সীদোনীয়দের দেবী অস্টরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু মিল্‌কমের অনুগামী হইলেন। এইরূপে সোলেমান সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন। আপন পিতা দাউদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন না।

www.pathagar.com

সেই সময়ে সোলেমান যিরূসালেমের নিকটবর্তী পর্বতে মেয়াবের ঘৃনার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মোলকের জন্য উচ্চস্থান নির্মাণ করিলেন। তাহার যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন আপন দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্য তিনি তদ্রূপ করিলেন।"

(রাজা কাহিনীর প্রথম খণ্ড, মতান্তরে রাজা কাহিনীর তৃতীয় খণ্ড ১১ ঃ ১—৮)

অথচ শাশ্বত কুরআনের বাণী—

সূরা শু'আরা (১৫ আয়াত) ঃ

"আর আমি দাউদ ও সোলেমানকে জ্ঞানদান করিলাম এবং তাহারা উভয়ে বলিলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য উপযোগী, যিনি আমাদিগকে তাহার বহু মুমিন বান্দার উপর সম্মানিত করিয়াছেন।"

য়াহূদীগণের অত্যাচার ও পয়গম্বর হত্যা

য়াহূদীগণ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না—'যে জাতি যত বেশী বিপথগামী হইয়াছে, সেই জাতির হিদায়তের জন্য তত বেশী পথ-প্রদর্শক প্রেরিত হইয়াছে। তাই তাহাদের জন্যই সর্বাধিক পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তবুও এই শক্তগ্রীব জাতি সোজা পথে আসে নাই। এই বার য়াহূদীগণ কর্তৃক কতিপয় পয়গম্বর হত্যা ও নির্যাতনের বর্ণনা পড়ুন।

১. যোয়াশ রাজার আমলে নবী যাকারিয়া হত্যা

"যিহোয়াদা যাজকের মৃত্যুর পর যিহুদার অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিল। তখন রাজা যোয়াশ তাহাদেরই কথায় কর্ণপাত করিতে লাগিলেন। পরে তাহারা নিজেদের পিতৃ পুরুষদের উপাস্য সদাপ্রভুর গৃহ ত্যাগ করিয়া আশেরা মূর্তি ও নানা প্রতিমার পূজা করিতে লাগিল। আর তাহাদের এই দোষ প্রযুক্ত যিহুদার ও

www.pathagar.com

যিরূসালেমের উপরে ক্রোধ উপস্থিত হইল। তথাপি সদাপ্রভুর দিকে তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি তাহাদের নিকট পয়গম্বর-দিগকে প্রেরণ করিলেন, আর তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু লোকেরা কান দিতে চাহিল না। পরে সর্বশক্তিমানের আত্মা যিহোয়াদা যাজকের পুত্র যাকারিয়াতে (সখরীয়) আবেশ করাতে, তিনি লোকদের হইতে উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কেন তাহার আদেশ অমান্য করিতেছ? ইহাতে কৃতকার্য হইবে না। তোমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছ, তিনিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিলেন।' তাহাতে লোকেরা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া রাজার আদেশে সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গনে তাহাকে প্রস্তর-াঘাতে বধ করিল। তিনি মরণকালে কহিলেন, 'সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার শোধ লইবেন।" (বংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড ২৪ঃ ১৭—২২)

"মহৎ নবী ঈসাও এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণে য়াহূদীগণকে বলিয়াছেন "সর্পেরা, কাল সর্পের বংশেরা, তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরক দণ্ড এড়াইবে?"

"যেন পৃথিবীতে যত ধার্মিক লোকর রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদের উপর বর্তে, ধার্মিক হাবিলের (আদমের পুত্র) রক্তপাত অবধি, বরকিবের পুত্র যে যাকারিয়াকে তোমরা উপাসনা গৃহের ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে, তাহার রক্তপাত পর্যন্ত।"
(St. Mathew লিখিত সুসমাচার ২৩ ঃ ৩৩,৩৫)

২. উরিয়া পয়গম্বর হত্যা

"অধিকন্ত আর এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সদাপ্রভুর নামে ভাববাণী বলিতেন। তিনি ফিরয়ৎ-যিয়ারীমস্থ শমায়িয়ার পুত্র উরিয়া। তিনি যিরমিয় পয়গম্বরের সমস্ত বাক্যের ন্যায় এই নগরের ও দেশের বিরুদ্ধে ভাববাণী বলিয়াছিলেন। আর যখন যিহোয়াকীম রাজা, তাহার সমস্ত যুদ্ধবীর ও সমস্ত অধ্যক্ষ সেই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন রাজা তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উরিয়া তাহা শুনিতে পাইয়া ভীত হইয়া মিসরে পালাইয়া গেলেন। তখন যিহোয়াকীম রাজা অকবোরের

www.pathagar.com

পুত্র ইলনাথনকে এবং তাহার সহিত অন্য কয়েকজন লোককে মিসরে প্রেরণ করিলেন। আর তাহারা উরিয়াকে মিসর হইতে আনিয়া যিহোয়াকীম রাজার কাছে উপস্থিত করিল। রাজা তাহাকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়া সামান্য লোকের কবরস্থানে তাহার শব নিক্ষেপ করিলেন।"

(যিরমিয়ের পুস্তক ২৬ : ২০—২৩)

৩. যিরমিয় পয়গম্বরের লাঞ্ছনা

ক. যিরমিয় পয়গম্বর য়াহূদী জাতির দুরাচার, পথভ্রষ্টতা এবং যাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ও জাতির ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে সর্বদাই স্পষ্ট বক্তব্য ব্যক্ত করিতেন। ফলে যিহুদা-রাজ সিদিকিয়ের আমলে সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ যিরমিয় পয়গম্বরকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামীনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়ি কাঠে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। (যিরমিয়ের পুস্তক ২০ : ১—২)

খ. বাবিল রাজ্যের সৈন্যগণ যখন যিরূসালেম অবরোধ করিতেছিল, তখন এই পয়গম্বর যিহুদার রাজপ্রাসাদে রক্ষীদের প্রাঙ্গনে সিদিকিয় রাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিলেন। (যিরমিয়ের পুস্তক ৩২ : ২—৩)

গ. যিহুদা রাজ যিহোয়াকীম যিরমিয় পয়গম্বরের ভাববাণী পুস্তক (ছহিফা) খণ্ড খণ্ড করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দেয়।

(যিরমিয়ের পুস্তক ৩৬ : ২৩)

ঘ. হতভাগ্য পয়গম্বর যিরমিয়কে বিন্যামীন প্রদেশের অধ্যক্ষগণ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে এবং কারাগারে আবদ্ধ করে।

(যিরমিয়ের পুস্তক—৩৭ : ১৩—১৫)

৪. ইহা বিশ্ববিদিত যে, য়াহূদী যাজকগণের (রাব্বি, ফরীশী, সদ্দুকী) নেতৃত্বে এই য়াহূদী জাতিই খৃস্টানদের মতে নবী ঈসাকে ক্রুশে বিদ্ধ করাইয়া হত্যা করাইয়াছিল।

৫. সর্বশেষ ও মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) য়াহূদী, খৃস্টান ও আরবের তৎকালীন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য মিল্লাতে ইব্রাহীম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কুরআনে নবী মূসার তাওরাত ও নবী দাউদের যবুরকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এমন কি প্রথম দিকে যিরূসালেমে

www.pathagar.com

য়াহূদীদের প্রধান উপাসনা গৃহকে মুসলমানদের প্রথম কিবলা নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। তবু য়াহূদীগণ, বিশেষ করিয়া মদীনার কতিপয় য়াহূদী গোষ্ঠী (ঈসা নবীর ভাষায় কাল সর্পের বংশধরগণ) নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বভাবজাত প্রেরণায় বারবার চুক্তিভঙ্গ করিয়া মহানবী (সঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। নিজেরা তৌহিদবাদী মূসা নবীর উম্মতের দাবীদার হইয়াও মূর্তিপূজক ও মুনাফিকদের সহিত হাত মিলাইয়া নানাবিধ ঝামেলা, বিপদ, যুদ্ধ ও জানমালের ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বিষ প্রয়োগে ও অন্যবিধ উপায়ে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেমনটি তাহারা যুগে যুগে করিতে অভ্যস্ত ছিল। দয়ার প্রতীক মহানবী (সঃ) বারবার ক্ষমা করিয়াছেন, সুযোগ দিয়াছেন সংশোধিত হওয়ার জন্য। কিন্তু ইসরাঈল চরিত্রে সংশোধিত কথাটি সার্থকভাবে কখনই সংযোজিত হয় নাই। এমন কি নবী মূসার আমলেও না। তবুও তাহাদের জন্য ইসলাম ছিল কঠিন ঠাঁই। তাই মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই য়াহূদীরা প্রায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। অতঃপর যথাস্থানে য়াহূদী জাতির অভিশপ্ত কাহিনীর আরও কতিপয় খণ্ডচিত্র তুলিয়া ধরা হইবে।

তাওরাতের দর্শন-তত্ত্ব

প্রতিটি ধর্মেরই মূল বিষয়বস্তু বা ভিত্তি ইহার তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ধ্যান-ধারণা, যাহা মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টিরহস্য বিষয়ক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধানকে যদি দেহের সাথে তুলনা করা যায়, তবে তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ইহার আত্মা, যদ্দ্বারা ধর্মের সত্যতা, গভীরতা ও গুরুত্ব বিচার-বিবেচনা করিতে হয়। প্রাচীন যুগের সীমিত ধ্যান-ধারণায় গভীরতা ও পূর্ণতা আশা করা যায় না। যুগে যুগে, ধাপে ধাপে ইহা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়া, সর্বযুগের চাহিদা পূরণ করিয়াছে পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে ইসলাম পর্যায়ে। যেমন নবী ঈসা তাহার শিষ্যদের বলিয়াছেন, "তোমাদের বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন. তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন (যোহন—

www.pathagar.com

১৬ ঃ ১২—১৩)। আর তাই নবী ঈসারও প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মূসা নবীর তাওরাতে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথার শুধু সূত্র মাত্রই আশা করা যায়। যথা ঃ

১. প্রথমে স্রষ্টা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন (স্রষ্টা বলিতে এখানে আল্লাহ্‌কেই বুঝিতে হইবে)।

২. পৃথিবী তখন ঘোর ও শূন্য ছিল। সব কিছুই ছিল পানিতে নিমজ্জিত। আলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

৩. স্রষ্টার ইচ্ছায় অন্ধকার হইতে পৃথকভাবে আলোর আবির্ভাব হয়। আলোর প্রতীক দিবস আর অন্ধকারের প্রতীক রাত্রি।

৪. পরে পৃথিবীর পানির এক ভাগ উর্ধ্বগামী হইল, অপর ভাগ পৃথিবীর একাংশ ব্যাপী রহিল। ফলে স্থলভাগ প্রকাশ পাইল।

৫. অতঃপর স্রষ্টা স্থলভাগে বিভিন্ন তৃণলতা, উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়া ভূমিকে সরস, সবুজ ও মনোরম করেন।

৬. পরবর্তী পর্যায়ে নক্ষত্রমণ্ডলী, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্ট হইলে আকাশ-মণ্ডল সুশোভিত হয়।

৭. তৎপর পর্যায়ক্রমে জলজ প্রাণী, পক্ষীকুল, সরীসৃপ, বন্য ও গৃহপালিত পশু জাতির সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে স্রষ্টার দৃষ্টিতে সবকিছুই প্রয়োজনীয় ও মনোরম প্রতীয়মান হয়।

৮. সবকিছুই সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টার দৃষ্টিতে সৃষ্টি অপূর্ণ মনে হইলে তিনি মাটির ধূলিতে আদমকে আপন প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করিয়া তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইয়া সজীব করিলেন।

৯. এইভাবে ছয়দিনে সৃষ্টিকার্য সমাপন করিয়া পরবর্তী দিন স্রষ্টা সমস্ত কার্য হইতে বিরত হইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন (এই বিশ্রাম-দিবস স্মরণ করিয়া য়াহুদী ধর্মের অন্যতম প্রধান বিধান বিশ্রামবার পালন করা হয়। এই দিন তাহাদিগকে সমস্ত কর্ম হইতে বিরত থাকিয়া ধর্মানুষ্ঠানে রত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে)।

১০. আদি মানব আদমের বসবাস হেতু এদনে ফলমূল শোভিত উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, যথায় জ্ঞান-বৃক্ষ ও জীবন-বৃক্ষ ছিল। পরে আদমের একাকীত্ব ঘুচাইবার জন্য স্রষ্টা তাহাকে নিদ্রামগ্ন করিয়া

www.pathagar.com

তাহার একখানি পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান আবৃত করেন। সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া আদমের সঙ্গিনী করিয়া দিলেন—যাহার নাম হাওয়া। উভয়ে এদনে উদ্যানে নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষ ছাড়া অন্যান্য সুস্বাদু ফল আহার করিয়া দিন কাটাইত।

১১. তখনও আদম ও তাহার সঙ্গিনীর পার্থিব কোন জ্ঞান ছিল না। তাই কোন কর্মও ছিল না।

১২. কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে খল স্বভাব সর্পের প্ররোচনায় হাওয়া একদিন জ্ঞান-বৃক্ষের ফল নিজে খাইলেন ও আদমকেও খাইতে দিলেন।

১৩. স্রষ্টা তাহার প্রিয় সৃষ্টির এই বিপরীত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—

ক. এখন হইতে মানবকুল ও সর্পকুল পরস্পর পরস্পরে শত্রু হইবে।

খ. আদম ও তাহার সন্তানগণ অশেষ ক্লেশে কন্টকাকীর্ণ ভূমি কর্ষণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবে ও ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে। অতঃপর মৃত্যু হইবে এবং পুনরায় মাটিতেই গৃহিত হইবে।

গ. নারী অতিশয় গর্ভ বেদনার মাধ্যমে প্রসব করিবে, তবুও স্বামীর প্রতি বাসনা থাকিবে। ফলে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করিবে।

১৪. আদম-হাওয়া এদনে উদ্যান হইতে বিতাড়িত হইল। যাহাতে তাহারা এদনের উদ্যানে জীবন-বৃক্ষের ফল খাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(আদি পুস্তক—উপ-অধ্যায় ১ ঃ ২ ঃ ৩)

১৫. মুসা নবীকে স্রষ্টা বলিতেছেন, "তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না। আমার প্রতাপের (আলো বা তেজ) তোমার সম্মুখ দিয়া গমনকালে তোমাকে আমি করতল দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব। পরে করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না। (যাত্রাপুস্তক ৩৩ ঃ ২০—২৩)

১৬. মহাপ্লাবনের পরে স্রষ্টার সাথে নূহ নবীর তথা মানুষের সহিত প্রথম নিয়ম স্থাপন—

ক. মানুষের পাপের জন্য জমিনকে আর অভিশাপ দেওয়া হইবে না।

www.pathagar.com

খ. যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময় এবং শীত, উত্তাপ, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত কাল, দিন ও রাত্রির এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

গ. পৃথিবীর জলভাগের ও স্থলভাগের যাবতীয় প্রাণীকুল ও উদ্ভিদাদি মানুষের কর্তৃত্বে সমর্পিত করা হয়।

ঘ. মানুষের প্রাণের জন্য মানুষের নিকটে প্রতিশোধ নেওয়া হইবে, কেননা স্রষ্টা মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঙ. পৃথিবীতে ভবিষ্যতে প্রাণী বিনাশের জন্য আর মহাপ্লাবন হইবে না। স্রষ্টার এই প্রতিশ্রুতির চিহ্ন মেঘের রংধনু। এই মেঘ ধনুকের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলেই স্রষ্টার নিজ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ হইবে। (আদি পুস্তক ৮ ঃ ২১-২২ এবং ৯ ঃ ২, ৬, ১১—১৭)

১৭. আদিতে পৃথিবীতে এক জাতি ও এক ভাষা ছিল। বাবিল নগরী পত্তনের সময়ে স্রষ্টা মানব জাতিকে সমস্ত পৃথিবীতে ছিন্ন ভিন্ন করেন। তৎপর ভাষার ভেদ জন্মে।

১৮. তৌহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা—

ক. মূসা নবীর মাধ্যমে স্রষ্টা কহেন, "তোমাদের যিহোভাই শক্তিধরদের মধ্যে সর্বশক্তিমান, প্রভুদের মহাপ্রভু, তিনিই মহান, বীর্যবান ও ভয়ংকর স্রষ্টা। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না ও উৎকোচ গ্রহণ করেন না। (দ্বিতীয় বিবরণ ১০ ঃ ১৭)

খ. "আমি তোমার স্রষ্টা—সদাপ্রভু, আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার জন্য খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না। উপরে, পৃথিবীতে ও পানির মধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না, এবং তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না।"

(যাত্রাপুস্তক—দশ আদেশ ৩০ ঃ ১—৫)

[দেখা যায়, প্রাচীন যুগে তৌহিদ বা একত্ববাদের ধর্মে চিন্তাধারার প্রাথমিক স্তরেও কোন বাস্তব, জটিল বা কল্প-কাহিনী সৃষ্টিতত্ত্বে স্থান পায় নাই।]

www.pathagar.com

ইসরাঈল তথা য়াহূদী জাতির অভিশপ্ত কাহিনীর খণ্ডচিত্র

পুস্তকের পরিমিত কলেবর রক্ষার্থে তাওরাত—মূসা—ইসরাঈল (য়াহূদী) পর্যায়টির সীমিত ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই এই পর্বের সর্বশেষে হিব্রু বাইবেল তথা পুরাতন নিয়ম ধর্মপুস্তকে নবী মূসার পরবর্তী কালে বর্ণিত ইসরাঈল বা য়াহূদী জাতির চরিত্র ও অভিশপ্ত ঘটনাবলীর মাত্র কয়েকটি খণ্ডচিত্র তুলিয়া ধরিতেছি। ইতিপূর্বে মূসা নবীর জীবিতকালে ইসরাঈলদের অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতার কতিপয় ঘটনার বিবরণ উক্ত হইয়াছে। সর্বশেষ পর্যায়ে আলোচিত হইবে খৃস্ট ও খৃস্ট ধর্ম।

১. "ফলত যে সমস্ত লোক, যে যোদ্ধারা মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিত না, তজ্জন্য তাহাদের সংহার না হওয়া পর্যন্ত ইসরাঈল সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল।" (যিহোশূয়ের পুস্তক ৫ ঃ ৬)

২. নবী সোলেমানের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যিরূসালেমে রাজধানীসহ যিহুদা রাজ্যের রাজা রহবিয়াম ও অবশিষ্ট ইসরাঈল রাজ্যের রাজা হইলেন যারবিয়াম।

"যারবিয়াম মন্ত্রণা করিয়া স্বর্ণময় দুই গো-বৎস নির্মাণ করাইলেন। আর তিনি লোকদিগকে কহিলেন, যিরূসালেমে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। হে ইসরাঈল দেখ, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। তিনি তাহাদের একটা বৈথেলে স্থাপন করিলেন, আর একটা দানে রাখিলেন।"

(রাজা কাহিনীর প্রথম খণ্ড—১২ ঃ ২৮-২৯)

www.pathagar.com

৩. যিহুদার এক ধর্মপ্রাণ রাজা 'যোশিয়'। "তিনি যিরূসালেমে নবী সোলেমান নির্মিত সদাপ্রভুর প্রধান উপাসনাগৃহ হইতে বাল ও আশেরার (মূর্তির) নিমিত্ত এবং আকাশের সমস্ত বাহিনীর নিমিত্ত নির্মিত সমস্ত সামগ্রী বাহির করিয়া পোড়াইয়া তাহাদের ভস্ম বৈথেলে লইয়া গেলেন।"

"আর যে যাজকেরা যিহুদা দেশের নগরে নগরে, উচ্চ স্থানে ও যিরূসালেমের চারিদিকের নানাস্থানে ধূপ জ্বালাইত এবং যাহারা বালের, সূর্যের ও চন্দ্রের এবং গ্রহগণের ও আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাইত, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি সদাপ্রভুর গৃহ হইতে আশেরা মূর্তি বাহির করিয়া পোড়াইয়া দিলেন।"

"আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত পুঙ্গামীদের সেই কুঠরী (যেখানে পুরুষ অন্য পুরুষের সহিত মিলিত হইত) সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরার জন্য ঘর বুনিত।"

(রাজা কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড ২৩ ঃ ৪—৭)

৪. "চ্যালডিয়ানগণ যিরূসালেম দখল করে। যিহুদা রাজ সিদিকিয়কে বাবিল রাজ নেবুচাডনেজার চক্ষু উৎপাটন করে ও তাহার সাক্ষাতেই তাহার পুত্রগণকে বধ করে। বাবিল রাজ্যের রক্ষক সেনাপতি যিরূসালেমের সদাপ্রভুর গৃহ, রাজপ্রাসাদ, বড় বড় দালানসহ সব গৃহ পোড়াইয়া দেয়। কতিপয় দীন-দরিদ্র লোক রাখিয়া সবাইকে বন্দী করিয়া নিয়া যায়।" (রাজা কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড ২৫ ঃ ৫—১২)

৫. যিশাইয় (Isaiah) পয়গম্বরের ভাববাণী ঃ

"আকাশমণ্ডল শ্রবণ কর, পৃথিবী কর্ণপাত কর। কেননা সদাপ্রভু বলিয়াছেন—আমি সন্তানদিগকে পালন ও পোষণ করিয়াছি, আর তাহারা আমার বিরুদ্ধে ধর্মাচরণ করিয়াছে। গরু আপন স্বামীকে জানে, গর্দভ আপন প্রভুর যাব পাত্র জানে, কিন্তু ইসরাঈল জানে না, আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না। আহা! পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী সন্তানগণ। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইসরাঈলের পবিত্রতমকে আজ্ঞা করিয়াছে, বিপথে গিয়াছে, পরাঙ্মুখ হইয়াছে। (যিশাইয়ের পুস্তক ১ঃ ২—৪)

www.pathagar.com

৬. "সদাপ্রভু আরও কহিলেন, সিয়োনের (Zion) কন্যাগণ গর্বিতা, তাহারা গলা বাড়াইয়া কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, লঘুপাদসঞ্চারে চলে ও চরণে রুনু রুনু শব্দ করে। অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের (য়াহূদী কন্যাগণের) মস্তক টাকপড়া করিবেন ও সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্য স্থান অনাবৃত করিবেন।" (যিশাইয়ের পুস্তক ৩ ঃ ১৬—১৭)

৭, "তখন সদাপ্রভু (যিশাইয়কে) বলিলেন,—তুমি যাও, এই জাতিকে বল, তুমি শুনিতে থাকিও, কিন্তু বুঝিও না, এবং দেখিতে থাকিও কিন্তু জানিও না। তুমি জাতির অন্তঃকরণ স্থূল কর, ইহাদের কর্ণ ভারী কর ও ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দাও, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, কর্ণে শোনে, অন্তঃকরণে বোঝে এবং ফিরিয়া আইসে ও সুস্থ হয়।" (যিশাইয়ের পুস্তক ৬ ঃ ৯—১০)

৮. কিন্তু হে গণিকার পুত্রগণ, পরদারিকের ও বেশ্যার বংশ, তোমরা নিকটবর্তী হইয়া এখানে আইস। তোমরা কাহাকে উপহাস কর? কাহাকে দেখিয়া মুখ বক্র ও জিহ্বা বাহির কর? তোমরা কি অধর্মের সন্তান ও মিথ্যা কথার বংশ নও?" [উপরোক্ত বাক্য কয়টি ইসরাঈলের প্রতি সদাপ্রভুর উক্তি]। (যিশাইয়ের পুস্তক ৫৭ ঃ ৩—৪)

৯. য়াহূদীদের প্রতি সদাপ্রভুর উক্তি ঃ

"আর আমি ইহাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার জন্য ইহাদের বিরুদ্ধে আমার শাসন সকল প্রচার করিব। কেননা ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাদের নিকট ধূপ জ্বালাইয়াছে ও আপন আপন হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিয়াছে।" (যিরমিয়ের পুস্তক ১ ঃ ১৬)

১০. যাজকেরা বলে নাই, সদাপ্রভু কোথায় এবং যাহারা ব্যবস্থা হাতে করে তাহারা আমাকে জানে নাই। পালেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করিয়াছে। পয়গম্বরগণ বালদেবের নাম লইয়া ভাববাণী বলিয়াছে এবং এমন পদার্থের পশ্চাদগামী হইয়াছে, যাহাতে উপকার নাই।"

"চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইসরাঈলকুল ও তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ, যাজকগণ ও ভাববাদীগণ (পয়গম্বরগণ) লজ্জিত হইয়াছে। বস্তুত তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা;

www.pathagar.com

শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী। তাহারা আমার প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে, মুখ নয়। কিন্তু বিপদকালে তাহারা বলিবে, তুমি ওঠ, আমাদিগকে নিস্তার কর। কিন্তু তুমি আপনার জন্য যাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তাহারাই উঠুক, যদি বিপদকালে তোমাকে নিস্তার করিতে পারে; কেননা—হে যিহুদা, তোমার যত নগর, তত দেবতা।"

(যিরমিয়ের পুস্তক ২ঃ ৮, ২৬—২৮)

১১. সদাপ্রভু যিরমিয়কে বলেন, "বিপথগামিনী ইসরাঈল যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে।"

"যিহুদার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অশুচি হইয়াছিল, সে প্রস্তর ও কাঠের সহিত ব্যভিচার করিত।" (যিরমিয়ের পুস্তক ৩ঃ ৬, ৯)

১২. সদাপ্রভু বলেন, "আমি যিরূশালেমকে ঢিবি ও শৃগালদের বাসস্থান করিব, আমি যিহুদার নগর সকল নিবাসবিহীন ধ্বংস স্থান করিব।"

"সদাপ্রভু বলেন, কারণ এই, তাহারা আমার সেই ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়াছে, যাহা আমি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়াছিলাম। তাহারা আমার রবে কর্ণপাত করে নাই, সে পথে চলে নাই। কিন্তু আপন আপন হৃদয়ের কঠিনতার ও বালদেবগণের অনুগমন করিয়াছে, তাহাদের পিতৃ পুরুষেরা তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিল। এইজন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইসরাঈলের যিহোভা এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোকদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব [এক দিন যাহাদিগকে মান্না দেওয়া হইত—লেখক], বিষবৃক্ষের রস পান করাইব। তাহারা ও তাহাদের পূর্ব-পুরুষেরা যাহাদিগকে জানে নাই, এমন জাতিগণের মধ্যে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিব, এবং যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ আমি তাহাদের পিছনে পিছনে খড়্গ প্রেরণ করিব।"

(যিরমিয়ের পুস্তক ৯ঃ ১১, ১৩—১৬)

www.pathagar.com

১৩. "যিহূদার পাপ লৌহলেখনী ও হীরকের কাঁটা দিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাদের চিত্ত ফলকে ও তাহাদের যজ্ঞবেদীর শৃঙ্গে তাহা খোদিত হইয়াছে। আর তাহাদের বালকেরা হরিৎপর্ণ বৃক্ষের কাছে, উচ্চ গিরির উপরে তাহাদের যজ্ঞবেদী ও আশেরার মূর্তি সকল স্মরণ করে।"

"আমি সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মের পরীক্ষা করি। আমি মনুষ্যদিগকে আপন আপন আচরণ অনুসারে আপন আপন কর্মের ফল দিয়া থাকি।"

"কিন্তু বিশ্রামদিন পবিত্র করিও, যেমন আমি তোমাদের পিতৃ পুরুষদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। তথাপি তাহারা শুনে নাই, কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিয়াছিল, যেন কথা শুনিতে কিংবা উপদেশ গ্রাহ্য করিতে না হয়।"

(যিরমিয়ের পুস্তক ১৭ ঃ ১, ১০, ২২, ২৩)

১৪. "আমি অমঙ্গলার্থে তাহাদিগকে (য়াহূদী জাতিকে) পৃথিবীর সমুদয় রাজ্যে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য সমর্পণ করিব। যে সকল স্থানে তাড়না করিব, সেই সকল স্থানে তাহাদিগকে টিটকারী, প্রবাদ, বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র করিব। আর আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তথা হইতে তাহারা যে পর্যন্ত নিঃশেষে উচ্ছন্ন না হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব।" (যিরমিয়ের পুস্তক ২৪ ঃ ৯—১০)

১৫. "আর আমি (সদাপ্রভু) তোমাকে (য়াহূদী জাতিকে) চারিদিকের জাতিগণের মধ্যে, পথিক মাত্রের দৃষ্টিতে, উৎসন্ন স্থান ও টিটকারির পাত্র করিব। হাঁ, তুমি তোমার চারিদিকের জাতিগণের কাছে টিটকারী, কূট বাক্য, উপদেশ ও বিস্ময়ের বিজয় হইবে। কেননা আমি ক্রোধ, কোপ ও কোপযুক্ত ভর্ৎসনা দ্বারা তোমার মধ্যে বিচার সাধন করিব, আমি সদাপ্রভুই এই কথা কহিলাম।

(যিহিষ্কেলের পুস্তক ৫ ঃ ১৪—১৫)

১৬. "অতএব হে বেশ্যা (য়াহদী জাতি), সদাপ্রভুর বাক্য শুন, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার তাম্র ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং

www.pathagar.com

তোমার প্রেমিকগণের সহিত তোমার ব্যভিচার হেতু তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হইয়াছে, সেজন্য এবং তোমার সমস্ত ঘৃণার্হ পুত্তলীর জন্য, আর তুমি তাহাদিগকে যে রক্ত দিয়াছ, তোমার সন্তানগণের সেই রক্তের জন্য, দেখ আমি তোমার সেই সমস্ত প্রেমিককে একত্র করিব, যাহাদের সঙ্গে তুমি রমণ করিয়াছ, এবং যাহাদিগকে তুমি প্রেম করিয়াছ ও যাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছ। তোমার বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে তাহাদিগকে একত্র করিব, পরে তাহাদের সম্মুখে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করিব, তাহাতে তাহারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখিবে। আর সতীধর্ম ভ্রষ্টা ও রক্তপাত-কারিণী স্ত্রীলোকদিগের বিচারের ন্যায় আমি তোমার বিচার করিব এবং ক্রোধের ও অন্তর্জ্বালার রক্ত তোমার উপর উপস্থিত করিব।"

(যিহিষ্কেলের পুস্তক ১৬ ঃ ৩৫-৩৮)

১৭. "আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার (যিহিষ্কেল পয়গম্বর) নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য সন্তান, দুইটি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা এক মাতার কন্যা। তাহারা মিসরে ব্যভিচার যৌবনকালেই করিল। সেখানে তাহাদের স্তন মর্দিত হইত, সেখানে লোকেরা তাহাদের কৌমার্যকালীন চুচুক টিপিত। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অহলা (তাহার তাম্বু)। তাহার ভগিনীর নাম অহলীবা (তাহার মধ্যে আমার তাম্বু)। তাহারা আমার হইল এবং পুত্র কন্যা প্রসব করিল। তাহাদের নামের তাৎপর্য এই, অহলা শমরিয়া ও অহলীবা যিরূশালেম। আমার থাকিতে অহলা ব্যভিচার করিল। আপনার প্রেমিকবর্গে, নিকট-বর্তী আসিরিয়ানদিগেতে কামাসক্তা হইল।"

"সে তাহাদের অর্থাৎ সমস্ত উৎকৃষ্ট আসিরিয়ান সন্তানের সহিত ব্যভিচার করিত এবং যাহাদিগেতে কামাসক্তা হইত, তাহাদের সকলকার সমস্ত পুত্তলী দ্বারা ভ্রষ্ট হইত। আবার সে মিসরের সময় হইতে আপনার ব্যভিচার ত্যাগ করে নাই। কেননা, তাহার যৌবনকালে লোক তাহার সহিত শয়ন করিত। তাহারাই তাহার কৌমার্যকালীন চুচুক টিপিত ও তাহার সহিত রতি ক্রিয়া করিত।"

"এই সকল দেখিয়াও তাহার ভগিনী অহলীবা আপন কামাসক্তিতে তাহা অপেক্ষা, হাঁ বেশ্যা-ক্রিয়ায় সেই ভগিনী অপেক্ষা অধিক ভ্রষ্টা হইল।" (যিহিষ্কেলের পুস্তক ২৩ ঃ ১—৫,-৭, ৮, ১১)

www.pathagar.com

১৮. "ঘটিবে এই, যেমন প্রজা তেমনি যাজক। আমি তাহাদিগকে প্রত্যেকের পথানুযায়ী দণ্ড দিব ও প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দিব। তাহারা ভোজন করিবে, অথচ তৃপ্ত হইবে না। ব্যভিচার করিবে, অথচ বহুবংশ হইবে না। কেননা তাহারা সদাপ্রভুর প্রতি অবধান ত্যাগ করিয়াছে। ব্যভিচার, মদ্য ও নূতন দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি হরণ করে।" (হোশেয়ের পুস্তক ৪ঃ ৯—১১)

উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। তৌহিদের আদর্শ হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত য়াহূদীরা স্বরচিত মিথ্যা লেখনী দ্বারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থেরই শুধু বিকৃতি ঘটায় নাই, তাহাদের আরও বহু দুরাচারের কাহিনীও চাপিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধর্মগ্রন্থই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক পয়গম্বর প্রেরিত হইলেও তাহারা সর্বাধিক দুরাচারে লিপ্ত হইয়াছে ও রহিয়াছে। মহাগ্রন্থ কুরআনের একটি বাণীতেই তাহাদের ও অবিশ্বাসীদের অনন্য স্বভাবকে স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যথা ঃ

সূরা আল্-আরাফ (১৪৬ আয়াত) ঃ

"আমি এমন লোকদিগকে আমার নির্দেশাবলী হইতে বিমুখই রাখিব, যাহারা পৃথিবীতে অহংকার করে, যাহা করার কোন অধিকার তাহাদের নাই। আর যদি যাবতীয় নিদর্শন দেখিতে পায়, তবুও উহাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে না। আর যদি হিদায়তের পথ দেখিতে পায়, তবে উহাকে নিজেদের গন্তব্য পথ রূপে গ্রহণ করে না। আর যদি গোমরাহীর পথ দেখিতে পায়, তবে উহাকে নিজেদের গন্তব্য পথ রূপে গ্রহণ করে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আয়াতগুলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং উহা হইতে অসতর্ক রহিয়াছে।"

কিন্তু সবচাইতে পরিতাপের বিষয় পরবর্তীকালে যীশুর হত্যার জন্য দায়ী এই য়াহূদী জাতির সহিত হাত মিলাইয়া খৃস্টানরাও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। এইজন্য তাহারাও তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সাধনে দ্বিধান্বিত হয় নাই। অদ্যাপি খৃস্টান জগতের পৃষ্ঠপোষকতায় য়াহূদীদের স্বভাবজাত দুরাচারের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

আদেশ অমান্যকারী, পথভ্রষ্ট, অত্যাচারী বহু দুর্মদ—শক্তিশালী জাতির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। বিশ্বস্রষ্টার ত্রুটিহীন পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী ভবিষ্যতেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবেই ঘটিবে। অবশ্য প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কুরআনের বাণীতে সতর্ক করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—

সূরা মায়িদা (৫১ আয়াত) ঃ

"হে মুমিনগণ, তোমরা য়াহূদী ও খৃস্টানকে বন্ধু করিও না, তাহারা একে অন্যের বন্ধু। আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয়ই সে তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত মানুষকে জ্ঞান দান করেন না, যাহারা নিজেদের অনিষ্ট করিতেছে।"

সূরা মায়িদা (৮২ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"আপনি সমস্ত মানুষের মধ্যে মুসলমানদের সহিত অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাইবেন এই য়াহূদী ও মুশ্‌রিকদিগকে।"

কুরআনের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও ইসলামী শাসনের ছত্রছায়ায় অকৃতজ্ঞ য়াহূদী জাতি বার শত বৎসর কাল পরম শান্তিতে দিন গুজরান ও বংশবৃদ্ধি করিয়াছে, আর অন্তঃকরণে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষভাব লালন করিয়াছে।

য়াহূদী জাতির পাপের দায়িত্ব বহন করিয়া আর কতদিন আযাযিলের ছাগ (Scape Goat) প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহারা কি সংশোধিত হইয়া তৌহিদের পতাকাতলে সমবেত হইবে না?

www.pathagar.com

খৃস্ট ও খৃস্টধর্ম তত্ত্ব

ভূমিকা

প্রাচীন যুগের ক্রান্তিলগ্নে ধর্মীয় জগৎ পুনরায় তমসাছন্ন হইয়া পড়ে। তখন চারিদিকে বিকৃত মতবাদ, নিরীশ্বরবাদ, প্রকৃতি-পূজা ও মূর্তি-উপাসনার মাঝে বিশুদ্ধ তৌহিদবাদ বিলুপ্ত প্রায়। মহান মূসা নবীর পবিত্র গ্রন্থ ও বিধি-বিধান ধর্ম ব্যবসায়ী রাব্বী, ফরীশী, সদ্দূকী যাজক-গণের হাতে বিকৃত, ফলে যুগের মন-মানসিকতার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। পৌত্তলিক রোমান শাসকদের পদলেহনকারী য়াহূদী যাজকগণ কর্তৃক—ধর্মের নামে চরমভাবে শোষিত ও নিপীড়িত স্রষ্টার জনগণ পথ-প্রদর্শকের আগমনের অপেক্ষায় রত। আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক সময়ে সঠিক বাণী-সহ পয়গম্বরগণকে সঠিক স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। পুনরায় ইহার সত্যতা ও সার্থকতা প্রমাণিত হয় আজ হইতে দুই হাজার বৎসর আগে য়াহূদী জাতির মধ্যে নবী ঈসার আগমনে। নবী ঈসার ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম সম্বন্ধে কুরআনের বাণী—

সূরা আল-ইমরান (৩ আয়াত) ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনার নিকট কুরআন শরীফ প্রেরণ করিয়াছেন বাস্তব সত্যের সহিত এই অবস্থায় যে, ইহা সমর্থন করে ঐ কিতাব-সমূহকে, যাহা ইতিপূর্বে নাযিল হইয়াছে এবং প্রেরণ করিয়াছিলেন তাওরাত এবং ইন্‌জীল।"

অতঃপর ঈসা নবীর আগমনের ফলে ইতিপূর্বের সকল কিতাবধারী-গণকে তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া নেওয়ার আহ্বান সম্পর্কে কুরআনের বাণী—

সূরা নিসা (১৫৯ আয়াত) ঃ

"আর আহ্‌লে কিতাব হইতে এমন কোন ব্যক্তি থাকিবে না, সে স্বীয় মৃত্যুর

www.pathagar.com

পূর্বে নিশ্চিতরূপে ঈসার সত্যতা স্বীকার করা ব্যতীত। আর কিয়ামত দিবসে তিনি তাহাদের প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।"

সূরা মায়িদা (৪৬—৪৭ আয়াত) ঃ

"আর আমি তাহাদের পশ্চাতে ঈসা ইব্‌নে মরিয়মকে এই অবস্থায় প্রেরণ করিলাম যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা প্রমাণ করিতেছিলেন। আর আমি তাঁহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিলাম, যাহাতে হিদায়ত ছিল এবং বিকাশ ছিল এবং ইহা নিজের পূর্বের কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য আগাগোড়া হিদায়ত ও নসিহত ছিল।"

"আর ইন্‌জীলওয়ালাগণ যেন আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু উহাতে নাযিল করিয়াছেন, তদনুযায়ী বিধান প্রদান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবতারিত বিধান অনুযায়ী বিধান প্রদান না করে, তবে এমন লোক সম্পূর্ণ জালিম।"

খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ

হিব্রু বাইবেলের প্রথম পাঁচ অধ্যায়কে মূসা নবীর পঞ্চপুস্তক (Pentateuch) বা তাওরাত বলা হয়। মূসা নবীর মৃত্যু পরবর্তী কালের ঘটনাসমূহ আরও চৌত্রিশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া হিব্রু-বাইবেল রচিত হয়, যাহা পুরাতন নিয়মের ধর্ম পুস্তক বলিয়া খৃস্টানরা অভিহিত করে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নোক্ত বক্তব্য অনুধাবন করিলে খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে।

শুধুমাত্র ওহীর সমষ্টি কুরআন যে ভাবে সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত ও সংকলিত হইয়াছে, তদ্রূপ না করিয়া যদি এমনভাবে কুরআন গ্রথিত হইত—

১. মহানবীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান চারি আস্‌হাব তথা চারি খলীফা যথাক্রমে আবুবকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) পৃথক পৃথক ভাবে মহানবীর সম্পূর্ণ জীবনী, কার্যাবলী ও আদেশ-উপদেশের

www.pathagar.com

সুসংবাদ বা মঙ্গল সমাচার চারিটি পৃথক পুস্তক খণ্ডে প্রচার করিত এবং এইরূপ চারিটি পুস্তক খণ্ডকে মূল কুরআন বলা হইত।

২. অতঃপর শেষ নবীর প্রবীণ আসহাবগণ এবং তাঁহাদের বিশ্বাসী প্রিয় পাত্রগণ রসূলুল্লাহ্‌র জীবনী, আদেশ-উপদেশসমূহ বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট বিভিন্ন সময়ে পত্রসমূহ প্রেরণ করিত বা নিজেরা ধর্ম প্রচারে বহির্গত হইত। আর এই সব পত্রাবলী ও ভ্রমণকাহিনী আরও পৃথক তেইশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইত। সর্বশেষে পূর্বোক্ত চারি অধ্যায়ের মূল কুরআনের সহিত যুক্ত হইয়া সর্বমোট সাতাইশ অধ্যায়ের একখানি গ্রন্থ গ্রথিত ও সংকলিত হইয়া 'কুরআন' নামে পেশ করা হইত।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এইরূপ একখানি কুরআনের কল্পনা করাও কি আদৌ সম্ভব? এইরূপ কুরআনকে নির্ভেজাল, শাশ্বত ও সত্য বলিয়া কেউ গ্রহণ করিত কি? এইরূপ একটি কুরআনকে নির্ভেজাল আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে বলা হইলে কুরআন ও ইসলামের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শুধু প্রচুর সংশয়ের অবকাশই থাকিত না, বরঞ্চ ইহাতে আজগুবি ও অবাস্তব ধ্যান-ধারণা মুক্তভাবে যুক্ত হইত। এমনকি ভক্তির আতিশয্যে রসূলুল্লাহ্‌কে এমন উচ্চ স্থানে স্থাপন করা হইত যে, রসূল ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোনও পার্থক্যই থাকিত না। ফলে কুরআন একটি গুরুত্বহীন, যুক্তিহীন, কাহিনী প্রধান গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হইত। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কুরআন পবিত্র ও বিশুদ্ধভাবেই সংরক্ষিত হইয়া বিশ্বগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইসলাম পর্যায়ে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

অথচ খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ ইন্‌জীল যাহা নূতন নিয়ম বা New Testament হিসাবে পরিচিত, তাহা উপরোক্তভাবেই গ্রহিত ও সংকলিত হইয়াছে। ফলে হিব্রু বাইবেলের চেয়েও বেশী বিকৃতি ঘটিয়াছে খৃস্ট ধর্মগ্রন্থের। যুক্তি ও প্রমাণ সহকারেই যথাস্থানে এইরূপ বিকৃত তথ্যগুলি খণ্ডন করা হইবে ইন্‌শাল্লাহ। তৎপূর্বে 'নূতন নিয়ম' ধর্মগ্রন্থের অধ্যায়গুলির পরিচয় উল্লেখ করা যাইতেছে। মনে রাখা দরকার অধ্যায়গুলি ঈসা নবীর মৃত্যুর পর পৃথক ভাবে বিভিন্ন শিষ্য ও প্রেরিত দূতগণ কর্তৃক বিভিন্ন

www.pathagar.com

সময়ে রচিত হয়। অনেক পরে উহা একত্রে সংকলিত হয়। তাই কুরআনে উক্ত মূল 'ইন্‌জীল শরীফের' অস্তিত্ব খুঁজিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে।

খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ ২৭ (সাতাইশ) অধ্যায়—

১. মথি লিখিত সুসমাচার (৫ খৃস্টপূর্ব হইতে ৩৩ খৃস্টাব্দ)।
The Gospel According to ST. Mathew.

২. মার্ক লিখিত সুসমাচার (২৬ হইতে ৩৩ খৃস্টাব্দ)।
The Gospel According to ST. Mark.

৩. লুক লিখিত সুসমাচার (৬ খৃস্টপূর্ব হইতে ৩৩ খৃস্টাব্দ)।
The Gospel According to ST. Luke.

৪. যোহন লিখিত সুসমাচার (৩০ হইতে ৩৩ খৃস্টাব্দ)।
The Gospel According to ST. John.

(নবী মুসার পঞ্চপুস্তকের মত উপরোক্ত চারি শিষ্য কর্তৃক লিখিত চারিটি অধ্যায়ই খৃস্টানদের মূল খৃস্টধর্ম শাস্ত্র বা মঙ্গল সমাচার। এই সুসমাচারকেই Gospel বলা হয়। যাহার অর্থ—"One or all of the four Scriptural narrations of the life of Christ." ইহার পরে যুক্ত তেইশটি অধ্যায় প্রেরিত ধর্ম প্রচারক বা দূতগণের কার্যাবলী, পত্রাবলী, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ক।)

৫. প্রেরিতদের কার্যবিবরণ (৩৩ হইতে ৬৩ খৃস্টাব্দ)।
The Acts of the Apostles.

(প্রেরিত অর্থে খৃস্টধর্ম প্রচারের দূত বা Apostle অর্থাৎ Messenger to preach the Gospel.)

৬. রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৬০ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul, The Apostle to the Romans.)

৭. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (৫৯ খৃস্টাব্দ)।
The first Epistle of Paul, the Apostle to the Corinthians.

www.pathagar.com

৮. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (৬০ খৃস্টাব্দ)
The second Epistle of Paul, the Apostle to the Corinthians.

৯. গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৫৮ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul, The Apostle to the Galatians,

১০. ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের পত্র (৬৪ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul, the Apostle to the Ephesias.

১১. ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৬৪ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul, the Apostle to the Philippians.

১২. কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৬৪ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul, the Apostle to the Colossians.

১৩. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (৫৪ খৃস্টাব্দ)।
The first Epistle of Paul, the Apostle to the Thessalonians.

১৪. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (৫৪ খৃস্টাব্দ)।
The Second Epistle of Paul, the Apostle to the Thessalonians.

১৫. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (৬৫ খৃস্টাব্দ)।
The first Epistle of Paul, the Apostle to Timothy.

১৬. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (৬৬ খৃস্টাব্দ)।
The second Epistle of Paul, the Apostle to Timothy.

১৭. তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৬৫ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul to Titus.

www.pathagar.com

১৮. ফিলিমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৬৪ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul to philemon.

১৯. ইব্রীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (৬৪ খৃস্টাব্দ)।
The Epistle of Paul, the Apostle to the Hebrews.

২০. যাকোবের পত্র (৬০ খৃস্টাব্দ)।
The General Epistle of James.

২১. পিতরের প্রথম পত্র (৬০ খৃস্টাব্দ)।
The first Epistle General of Peter.

২২. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (৬৬ খৃস্টাব্দ)।
The Second Epistle General of Peter.

২৩. যোহনের প্রথম পত্র (৯০ খৃস্টাব্দের পর)।
The first Epistle General ofJ ohn.

২৪. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (৯০ খৃস্টাব্দের পর)।
The Second Epistle of John.

২৫. যোহনের তৃতীয় পত্র (৯০ খৃস্টাব্দের পর)।
The Third Epistle of John.

২৬. যিহুদার পত্র (৬৬ খৃস্টাব্দ)।
The General Epistle of Jude.

২৭. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (৯৬ খৃস্টাব্দ)।
The Revelation of St. John, the Divine.

হিব্রু বাইবেলে 'নূতন নিয়মে'র পূর্বাভাষ

মূসা নবীর মাধ্যমে ইসরাঈল সন্তানদের জন্য যে ধর্মীয় বিধিবিধান ও আচার-অনুষ্ঠানের আদেশসমূহ আরোপিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহার সার্থকতা ও গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে এবং য়াহূদী যাজকগণও নিজেদের স্বার্থে ইহার যথেষ্ট বিকৃতি ঘটাইতে থাকে। যেমন সদ্দূকীরা বলিত পুনরুত্থান নাই, স্বর্গদূত বা আত্মা নাই (প্রেরিত—২৩ঃ ৮)। কিন্তু ফরীশীরা উভয়টিই স্বীকার করিত। তাই যুগের চাহিদা মিটাইতে পথ ভ্রষ্ট

www.pathagar.com

য়াহূদী জাতির জন্য সংশোধিত বিধি-বিধানের প্রবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। য়াহূদীদের ধর্মপুস্তকেও ইহার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। যেমন—

"সদাপ্রভু কহিতেছেন, তোমাদের বলিদান বাহুল্যে আমার প্রয়োজন কি? মেষের হোমবলিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার রুচি নাই। বৃষের কি মেষের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছু সন্তোষ নাই। তোমরা যে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আমার প্রাঙ্গণ সকল পদতলে দলিত কর, ইহা তোমাদের কাছে কে চাহিয়াছে? আমার নৈবেদ্য আর আনিও না, ধূপদাহ আমার ঘৃণিত। অমাবস্যা, বিশ্রামবার সভার ঘোষণা—আমি অধর্মযুক্ত পর্ব-সভা সহিতে পারি না। আমার প্রাণ তোমাদের অমাবস্যা ও নিরূপিত উৎসব সকল ঘৃণা করে। সে সকল আমার পক্ষে ক্লেশকর, আমি সে সকল বহনে পরিশ্রান্ত হইয়াছি।"

(যিশাইয়ের পুস্তক ১ঃ ১১—১৪)

"সদাপ্রভু বলেন দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময় আমি ইসরাঈলকুলের ও যিহূদাকুলের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব। মিসর দেশ হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষদের বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিবার দিনে আমি তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সেই নিয়মানুসারে নয়। আমি তাহাদের স্বামী হইলেও তাহারা আমার সেই নিয়ম লংঘন করিল, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু সেই সকল দিনের পর আমি ইসরাঈলকুলের সাথে এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব ও তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব। আমি তাহাদের প্রভু হইব ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।"

(যিরমিয়ের পুস্তক ৩১ঃ ৩১—৩৩)

নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য একজন নবী (আল্লাহ্‌র নিজের অংশজাত পুত্র নয়) প্রেরণ সম্পর্কে কতিপয় পূর্বাভাষ হিব্রু বাইবেল হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন। দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল

www.pathagar.com

(আমাদের সহিত আল্লাহ্) রাখিবে, যাহা মন্দ তাহা অগ্রাহ্য করিবার এবং যাহা ভাল তাহা মনোনীত করিবার জ্ঞান পাইবার সময়ে বালকটি দধি ও মধু খাইবে।" (যিশাইয়ের পুস্তক ৭ ঃ ১৪--১৫)

"সদাপ্রভু কহেন, দেখ এমন সময় আসিতেছে, যখন আমি মঙ্গলের কথা সফল করিব, যাহা আমি ইসরাঈলকুলের ও যিহুদাকুলের সম্বন্ধে বলিয়াছি। সেই সকল দিনে ও সেই সময়ে আমি দাউদের বংশে ধার্মিকতার এক পল্লবকে উৎপন্ন করিব। তিনি দেশে ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। সেই সকল দিনে যিহুদা পরিত্রাণ পাইবে, যিরূশালেম নির্ভয়ে বাস করিবে। আর সে এই নামে আখ্যায়িত হইবে —সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা।" (যিরমিয়ের পুস্তক ৩৩ ঃ ১৪—১৬)

অন্যান্য কতিপয় পূর্বাভাষ গুরুত্বপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় উল্লেখ করা হইল না। মহানবীর আগমন সম্বন্ধেও কতিপয় পূর্বাভাষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। যদিও লেখকদের লেখনী উহাকে এমনভাবে বিকৃত করিয়াছে, যাহা এখন অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক মনে হয়। কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যেমন—

সূরা আল্-আরাফ (১৫৭ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"যে সমস্ত লোক এমন রসূল উম্মী নবীর অনুগমন করে, যাহাকে তাহারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইন্জীলের মধ্যে লিখিত পায়।"

যীশুখৃস্টের নূতন নিয়মের কয়েকটি

পুরাতন নিয়ম—'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে।'

নূতন নিয়ম—'যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধও করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে।"

পুরাতন নিয়ম—'ব্যভিচার করিও না।

নূতন নিয়ম—'কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে তাকাইলেই মনে মনে ব্যভিচার করা হয়। তাহাও করিও না।'

পুরাতন নিয়ম—'যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগপত্র প্রদান করুক।'

www.pathagar.com

নূতন নিয়ম—'ব্যভিচার দোষ ছাড়া যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে। যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে। কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর সে স্বাধীনা হয়, যাহাকে ইচ্ছা করে তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে।'

পুরাতন নিয়ম—'নবজাত পুত্র সন্তানের অষ্টম দিবসে অবশ্যই লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করিতে হইবে।'

নূতন নিয়ম—'ত্বকচ্ছেদ কিছু নয়, অত্বকচ্ছেদও কিছু নয়, কিন্তু স্রষ্টার হুকুম পালনই সার।'

পুরাতন নিয়ম—'বিশ্রামবারে ধর্মসভার অনুষ্ঠান ছাড়া সর্ব কর্মে বিরতি অবশ্যই পালনীয়।'

নূতন নিয়ম—'বিশ্রামবারে সর্ব প্রকার সৎকর্ম করা বিধেয়। বিশ্রাম-বার মানুষের জন্যই হইয়াছে। মানুষ বিশ্রামবারের জন্য হয় নাই। সুতরাং মনুষ্য পুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা।'

পুরাতন নিয়ম—'পিতৃগণের অপরাধের ফল সন্তানদিগের উপর বর্তায়।'

নূতন নিয়ম—'একের অপরাধের বোঝা অন্যে বহন করিবে না।'

পুরাতন নিয়ম—'তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করিবে এবং তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে।'

নূতন নিয়ম—'আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিবে। যাহারা তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে।'

পুরাতন নিয়ম—'মিথ্যা শপথ করিও না।'

নূতন নিয়ম—'কোন শপথই করিও না। তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ অথবা না, না হউক।

পুরাতন নিয়ম—'চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্তে দন্ত।'

www.pathagar.com

নূতন নিয়ম—'দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না। কেহ এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও।'

পুরাতন নিয়ম—'পাপার্থক, মঙ্গলার্থক, হোমার্থক ইত্যাদি পশু বলি ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ।'

নূতন নিয়ম—'যীশুখৃস্ট নিজে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া নিজ রক্ত-মাংসের বিনিময়ে তাহার অনুসারীদের পাপ হরণ করিয়াছেন। পশু বলি প্রথা অতঃপর নিরর্থক। প্রতিদিন অন্তরাগারে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে।'

ইহা ছাড়াও ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, শুচি-অশুচি ইত্যাদি বহু বিষয়ে জটিলতা লাঘব করিয়া নূতন নিয়মে যুগের উপযোগী বিধি-বিধান পালনের উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইহাতে ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাহারা পুরাতন নিয়মের শৃংখলে লোকদিগকে আবদ্ধ রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। পরিণামে য়াহূদী যাজক, প্রাচীনবর্গ ও জনতার একাংশের উত্তেজনায় ও অভিযোগ উত্থাপনের ফলে যীশুখৃস্টকে ক্রুশে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহার জন্য তৎকালীন রোমান শাসকবর্গ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল না।

নবী ঈসা ও ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে কিছু কথা

একটি কথা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া নেওয়া দরকার। নবী ঈসার প্রত্যক্ষ বক্তব্য বা বাণী বিষয়ক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যাহা আছে, তাহা নবী ঈসার শিষ্যগণ বর্ণিত তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত, কর্মকান্ড ও বক্তব্য। কাজেই অহেতুক বিতর্ক এড়াইবার জন্য বলিতে চাই—নবী ঈসার বরাত দিয়া বর্ণিত কোন বক্তব্য যদি তৌহিদের পরিপন্থী, অবাস্তব, যুক্তিহীন বা সামঞ্জস্যহীন হয়, তজ্জনা নিঃসন্দেহে নবী ঈসার কোন দায়-দায়িত্ব নাই। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্ প্রেরিত একজন তৌহিদের বাণী প্রচারক এবং সুপথ প্রদর্শনকারী একজন মহান ও মর্যাদাবান পয়গম্বর। নবী নূহ হইতে সর্বশেষ নবী পর্যন্ত সবাই ছিলেন তৌহিদের ধারক এবং বাহক।

www.pathagar.com

নবী ঈসার জন্ম কাহিনীর সুযোগ গ্রহণ করিয়াই তাঁহার তিরোধান পরবর্তীকালে যাবতীয় তৌহিদ বা একত্ববাদ বিরোধী বক্তব্যসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। অথচ নবী ঈসার জন্ম কাহিনীর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা আদম সৃষ্টি। কুমারী বাগদত্তা কন্যার গর্ভে সন্তান হওয়ার চেয়ে পিতা-মাতা ব্যতিরেকে আদমের সৃষ্টি কি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যময় নয় ?

নূতন নিয়ম ধর্মগ্রন্থে মথি লিখিত সুসমাচারের ১ঃ ১৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে—"যীশুখৃস্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাহার মাতা মরিয়ম (মেরী) যোষেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) হইতে।"

কুরআনে এই ঘটনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন—

সূরা তাহ্‌রীম (১২ আয়াত) ঃ

"আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন, তিনি নিজের সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমি তাহার জামার বুকের ফাঁকে আমার আত্মা ফুঁকিয়া দিলাম।"

সূরা আম্বিয়া (৯১ আয়াত) ঃ

"আর সেই বিবি মরিয়মের কাহিনী আলোচনা করুন, যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন নিজের ইয্‌যতকে। অনন্তর আমি তাহার মধ্যে আমার তরফ হইতে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম। আর আমি তাহাকে এবং তাহার পুত্রকে জগৎবাসীর জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম।"

ইতিপূর্বেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআনের বাণীতে মর্যাদা প্রাপ্তদের মর্যাদা ও প্রশংসা সঠিক এবং সুন্দরভাবেই করা হইয়াছে। উপরোক্ত আয়াত দুইটিতেও নবী ঈসা এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে মর্যাদা-পূর্ণ সঠিক উক্তি করা হইয়াছে। ইহাতে কোন অতিশয়োক্তির স্থান নাই। নাই কোন পরস্পর বিরোধী উক্তি। অথচ পবিত্র আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া উৎপত্তি ঘটিল তৌহিদ বিরোধী ত্রিত্ববাদ বা "Trinity"—'A whole consisting of three parts, or the three persons of the God head, I. e. Father, son and the Holy Ghost

www.pathagar.com

(পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্র সমন্বয়ে পরিপূর্ণ আল্লাহ্)। এই ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে 'নূতন নিয়ম' ধর্মগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। ক্রুশবিদ্ধ হইয়া উত্থান পরবর্তীকালে একাদশ শিষ্যকে প্রথম দর্শন দানকালে নবী ঈসা বলেন ঃ

"স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর। পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।

(মথি লিখিত সুসমাচার—২৮ ঃ ১৮—১৯)

দেখুন—ত্রিত্ববাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে আর এক তত্ত্ব। ঈসা নবীকে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছে। অথচ একত্ববাদে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বে কোন সাহায্যকারী বা অংশীদার নাই। যাবতীয় কিছুর তত্ত্বাবধান তিনিই করিয়া থাকেন। আবার উক্ত হইয়াছে ঃ

"অনুগ্রহ নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক, পরিচর্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু (Lord) এক, ক্রিয়া সাধকগুণ নানা প্রকার, কিন্তু আল্লাহ্ (God) এক। (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪—৬)

ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে কুরআনের বাণী—

সূরা মায়িদা (৭৩ আয়াতের প্রথমাংশ) ঃ

"নিঃসন্দেহে সেই লোকেরাও কাফির, যাহারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তিনের মধ্য হইতে একজন। অথচ এক মাবুদ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। আর যদি তাহারা স্বীয় উক্তিসমূহ হইতে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে যাহারা তাহাদের মধ্যে কাফির থাকিবে, তাহাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি পতিত হইবে।"

সূরা নিসা (৭১ আয়াতের শেষাংশ) ঃ

"আর এইরূপ বলিও না যে তিনজন, নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য উত্তম হইবে, প্রকৃত মাবূদ তো এক আল্লাহ্‌ই, তিনি সন্তানের জনক হওয়া হইতে পবিত্র, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সব কিছুই তাঁহার স্বত্ব। আর আল্লাহ্ তা'আলা কার্য নির্বাহক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

অনুধাবন করুন—কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত, ত্রিত্ববাদ না কুরআনের বাণী ?

www.pathagar.com

আমরা আবার দেখিলাম যে, কুরআন সর্বত্র স্পষ্ট ও নিরপেক্ষভাবে আলোকপাত করিয়াছে ; যাহা সুদৃঢ় যুক্তি ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিষ্যগণের দৃষ্টিতে নবী ঈসার মহিমা

"পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া (যোহন কর্তৃক) অমনি পানি হইতে উঠিলেন ; আর দেখ, তাহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং তিনি আল্লাহ্‌র আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপর আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল—'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।"

(মথির সুসমাচার—৩ ঃ ১৬—১৭)

"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন ঃ আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকট আসে না।"

"যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।"

"আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন।"

(যোহনের সুসমাচার—১৪ ঃ ৬, ৭, ৯, ১০)

"যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট, তিনি যীশুখৃস্ট, আমাদের প্রভু।"

(রোমীয়—১ ঃ ৪—৫)

"কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই (যীশুর) উদ্দেশে জীবিত থাকি ; এবং যদি মরি তবে প্রভুর উদ্দেশে মরি। অতএব আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এই উদ্দেশে খৃস্ট মরিলেন ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়ের প্রভু হন।"

(রোমীয়—১৪ ঃ ৮—৯)

"তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র স্রষ্টা সেই পিতা, যাহা হইতে সকলই হইয়াছে ও আমরা যাহারই জন্য, এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশুখৃস্ট, যাহার দ্বারা সকলই হইয়াছে এবং আমরা যাহারই দ্বারা আছি।"

(১ করিন্থীয়—৮ ঃ ৬)

"যেন যীশুর নামে স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু

www.pathagar.com

পতিত হয় এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে যীশুখৃস্টই প্রভু, এইরূপে পিতা স্রষ্টা যেন মহিমান্বিত হন।" (ফিলীপীয়—২ ঃ ১০—১১)

"আমি ও পিতা, আমরা এক।" (যোহন—১০ ঃ ৩০)

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন।" (যোহন ১১ ঃ ২৫)

"ইনিই (যীশু) অদৃশ্য স্রষ্টার প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত কেননা তাহাতেই সকল সৃষ্ট হইয়াছে। স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাহার দ্বারা এবং তাহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন ও তাহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।" (কলসীয়—১ ঃ ১৫—১৭)

"আমি আলফা এবং ওমেগা, আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু (যীশু) কহিতেছেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি আসিতেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান।"

"তখন তিনি আমার (যোহনের) গাত্রে দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত। আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত। আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে।" (প্রকাশিত বাক্য—১ ঃ ৮, ১৭, ১৮)

এইরূপই হয়—হ্যাঁ, এইরূপই হয়, শিষ্য যখন গুরুর, মুরীদ যখন পীরের, কর্মী যখন নেতার 'জীবনী ও আদর্শ' রচনার দায়িত্ব পালন করে, তখন গুরু, পীর বা নেতার বর্ধিত হইয়া শীর্ষ স্থানে অবস্থিতি লাভ করে। সব জটিলতা এবং সমস্যার সহজ সমাধান ও উত্তর একমাত্র কুরআনের মধ্যেই অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। শিষ্যগণ বর্ণিত নবী ঈসার উপরোক্ত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কুরআনের বাণী—

সূরা নহল (১৭ আয়াত) ঃ

"তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিও সেই ব্যক্তিরই মত হইবেন, যে ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে অক্ষম ? তবে কি তোমরা বুঝিতেছ না ?"

সূরা নহল (৪৩ আয়াত) ঃ

"আর আমি আপনার (রসূলুল্লাহ) পূর্বে কেবল মাত্র মানুষই

www.pathagar.com

রসূল বানাইয়া মুজিযাসমূহ ও কিতাবসমূহ দান করিয়া পাঠাইয়াছি, যাহাদের প্রতি ওহী পাঠাইতাম ; অতএব যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে বিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।"

সূরা কাহ্‌ফ (১১১ আয়াত) ঃ

"আর বলিয়া দিন যে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না, তাঁহার প্রভুত্বে কেহ অংশীদার নাই এবং দুর্বলতার জন্য তাঁহার কোন সাহায্যকারীও নাই, আর তাঁহার খুব মহত্ত্ব বর্ণনা করুন।

পবিত্র আত্মা (Holy Ghost)

ত্রিত্ববাদে পিতা ও পুত্রের সহিত যীশু শিষ্যগণ যুক্ত করিয়াছে পবিত্র আত্মা। যেমন যীশুর জন্ম কাহিনীতে বলা হইয়াছে—'মরিয়মের গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে।' অনন্য এই ত্রিত্ব-বাদ দর্শনের পবিত্র আত্মার পরাক্রম সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর পর উত্থান ও শিষ্যদের প্রথম দর্শন দানকালে যীশু কথিত বাণীতে—

"পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি (যীশু) তাহাদের উপর ফুঁ দিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, 'পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর। তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে তাহাদের মোচিত হইল, যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল।" (যোহন—২০ ঃ ২১—২৩)

পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে আরও তথ্য—

"আর স্রষ্টার সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাংকিত হইয়াছ।"

(ইফিষীয়—৪ ঃ ৩০)

"এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে না, ইহকালেও না, পরকালেও না।" (মথি ১২ ঃ ৩১—৩২)

www.pathagar.com

দেখা যাইতেছে আল্লাহ্‌র প্রিয় পুত্র যীশুতেই পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠান। তিনি নিজেই জীবিতকালে অনেক লোকের পাপ ক্ষমা করিয়াছেন। এমন কি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর শিষ্যদের দর্শন দিয়া ফুঁ প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা বা উহার শক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করেন। ফলে শিষ্যরাও যে কোন ব্যক্তির পাপ মোচন করা বা না করার শক্তি অর্জন করেন। অথচ একত্ববাদে পাপ মোচন করা বা না করা শুধু আল্লাহ্‌রই দায়িত্ব। পয়গম্বর বা নবীর দায়িত্ব শুধু পাপ-পুণ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া হিদায়ত করা। অথচ ত্রিত্ববাদের তিন ভাগের দুই ভাগ নবী ঈসার প্রতি আরোপ করিয়া তাঁহাকে পৌত্তলিক ধর্মের অবতারের মহিমা তথা স্বর্গ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব পর্যন্ত দান করা হইয়াছে। অবতারের যেমন মা, ভাই, বোন থাকিলেও তাহাদের সহিত অবতারের সামাজিক সম্পর্ক থাকে না, তেমন দৃষ্টান্ত নবী ঈসার বেলায়ও স্থাপন করা হইয়াছে। "নবী ঈসার মাতা মরিয়মের যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহুদা নামক পুত্রগণ ও আরও কন্যা ছিল।" (মথি ১৩ ঃ ৫৫—৫৬)

অতঃপর মথির সুসমাচারেই বর্ণিত আছে—

"তিনি লোক সকলকে এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখ, তাহার মাতা ও ভ্রাতারা তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাহাকে (যীশুকে) কহিল, দেখুন আপনার মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু যে এই কথা কহিল, তাহাকে তিনি উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে ? আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা ?"

(মথি ১২ ঃ ৪৬—৪৮)

অথচ বিবি মরিয়মকে 'Virgin mary' বলিয়া খৃস্টান জগৎ অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর তিনি এই সম্মান লাভের উপযুক্তই বটে, কারণ যীশু বা নবী ঈসা তাহার রক্ত ও মাংসের অংশ। অবশ্য তাই বলিয়া 'Virgin mary' বা মরিয়মের মূর্তির (কোলে শিশু যীশু) কল্পনা বা স্থাপনা কোনটাই যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা নিশ্চিত যে, নবী ঈসাও তাহার মাতাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন এবং ভালবাসিতেন তাহার ভাইগণকে। কারণ প্রেম প্রীতিই নবীদের

www.pathagar.com

স্বভাবজাত ধর্ম। যীশুই বলিতেছেন—"পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও।" (মথি ১৯ ঃ ১৯)

'নূতন নিয়ম' ধর্ম-গ্রন্থ এক স্থানে বর্ণিত আছে—"আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাড়ী কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি স্ত্রী, কি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।"

(মথি ১৯ ঃ ২৯)

নবী ঈসা কি সত্যই সন্ন্যাস ধর্ম প্রচার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন? খৃস্টান জগৎ কি এই নীতিই অনুসরণ করে? ভাই, বোন, পিতা, মাতা, সন্তান, সম্পত্তির কথা বাদ দিলেও স্ত্রীকে কাহার যিম্মায় রাখিয়া যীশুর অনুসরণ করিব? অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে—'যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে।" এইরূপ বিপরীত উক্তি ছাড়াও একটি অর্থহীন উক্তি দেখুন—

"ভাল প্রতিমার কাছে উৎকৃষ্ট বলি ভোজন বিষয়ে আমরা (প্রেরিত পৌল) জানি, প্রতিমা জগতে কিছুই নয়, এবং এক স্রষ্টা ছাড়া দ্বিতীয় নাই, কেননা কি স্বর্গে, কি পৃথিবীতে যাহাদিগকে দেবতা বলা যায়, এমন কতকগুলি যদিও আছে—বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে—" (১ করিন্থীয় ৮ ঃ ৪—৫)

ঈসা-প্রেরিত শিষ্য ও নবীরগণের শ্রেণীবিভাগ

"অতএব তোমরা যখন খৃস্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই উর্ধ্ব স্থানের বিষয় চেষ্টা কর, যেখানে খৃস্ট আছেন, স্রষ্টার দক্ষিণে বসিয়া আছেন।" (কলসীয় ৩ ঃ ১—২)

"আর স্রষ্টার মণ্ডলীতে প্রথমত প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণকে, তৃতীয়ত উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন।"

(১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১৮)

এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য করিবার আর কি থাকিতে পারে? যীশু বা ঈসা আল্লাহর ডান পাশেই থাকুন। না থাকার কারণ নাই,

www.pathagar.com

কারণ ত্রিত্ববাদ দর্শনের পিতা-পুত্র-পবিত্র-আত্মার সম্পর্ক কিন্তু তারপর প্রথম সারিতে নবী বা পয়গম্বরগণ নাই। আছেন খৃস্টের প্রেরিত শিষ্যগণ (Apostles)। তার পরের সারিতে নবী বা পয়গম্বরগণ (Prophets) ও তৎপর উপদেশকগণ (Teachers)। নবী ঈসার প্রতি য়াহুদী জাতির নির্মম অত্যাচারের কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শিষ্যরা নবী ঈসাকে পয়গম্বরদের সারি হইতে উঠাইয়া আল্লাহ্‌র ডান পাশে উপবেশন করাইবেন ; অতঃপর পয়গম্বরদের পিছনে ফেলিয়া নিজেরা প্রথম সারি দখল করিবেন—ইহা আবার কোন্ তত্ত্ব ? যীশু হত্যার ঝাল মিটাইতে গিয়া আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান, সৃষ্টিতত্ত্বের কি এইভাবেই বিকৃতি সাধন করিতে হয় ?

পিতা-পুত্র ধ্যান-ধারণার উৎস

যীশু শিষ্যগণের প্রভুর (Lord) বা ঈসা নবীর মহিমা কীর্তনের নানা প্রসঙ্গের একটি মূলতত্ত্ব হইল—'পিতা ও পুত্র।' যেমন উক্ত হইয়াছে—

১. যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।
(যোহন ১৪ ঃ ৯)

২. আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছে।
(যোহন ১৪ ঃ ১০)

৩. আমি ও পিতা, আমরা এক। (যোহন ১০ ঃ ৩০)

ইসরাঈল বা য়াহুদীদের মধ্যে আল্লাহ্‌—পয়গম্বর ও মানুষের মধ্যে পিতা পুত্রের তুলনামূলক চিন্তাধারা তৎকালে বা তৎপূর্বে নূতন কিছু ছিল না। অবশ্য "আমি ও পিতা, আমরা এক"—এই ধ্যান-ধারণার অস্তিত্ব ঈসা নবীর শিষ্যগণের মস্তিষ্ক ছাড়া আর কোন নবী বা তাহাদের অনুসারীদের বক্তব্যে নাই।

পিতা-পুত্র সম্বন্ধে হিব্রু বাইবেল হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি—

১. আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা নবীকে আদেশ করেন—
"আর তুমি ফিরাউনকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরাঈল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত।"
(যাত্রাপুস্তক ৪ ঃ ২২—২৩)

www.pathagar.com

২. পাপহেতু য়াহুদীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুযোগ—
"তুমি এখন অবধি কি আমাকে ডাকিয়া বলিবে না ?
হে আমার পিতা, তুমিই আমার বাল্যকালের মিত্র।"
(যিরমিয়ের পুস্তক ৩ ঃ ৪)

৩. "আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে আর আমার পশ্চাদ্‌গমন হইতে ফিরিয়া যাইবে না।"
(যিরমিয়ের পুস্তক ৩ ঃ ১৯)

৪. "আমাদের সকলের কি এক পিতা নহেন ? এক আল্লাহ্‌ই কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই ?" (মালাখির পুস্তক ৩ ঃ ১৯)

৫. "সেই (নবী সোলেমান) আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে, আর সে আমার পুত্র হইবে, আমি তাহার পিতা হইব, এবং ইসরাঈলের উপর তাহার রাজ সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির করিব।" (বংশাবলীর প্রথম খণ্ড ২২ ঃ ১০)

৬. আল্লাহ্‌ তা'আলার দাউদ নবীর প্রতি বাণী—
"তোমার পুত্র সোলেমানই আমার গৃহ ও আমার প্রাঙ্গন সকল নির্মাণ করিবে। কেননা আমি তাহাকেই আমার পুত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছি। আমিই তাহার পিতা হইব।"
(বংশাবলীর প্রথম খণ্ড ২৮ ঃ ৬)

পিতা-পুত্রের এই পুরাতন চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিক মহিমা আরোপ করিয়া যীশু শিষ্যগণ পিতা ও পুত্রকে একত্র করিয়া, পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের জন্ম দিয়াছে। ইহার ইঙ্গিত মাত্রও সমগ্র হিব্রু বাইবেলে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রদান করা হয় নাই। স্বয়ং মহান নবী মূসা তাহার জাতির মধ্যে ঈসা নবীর আবির্ভাবের বাণী প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

"তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক পয়গম্বরের উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন,

www.pathagar.com

তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।"

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৭—২০)

অতঃপর খৃস্টধর্ম মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় পর্ব—যাহা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রেকর্ডের অপর পিঠ (ঈসা নবী মানুষের নবী)

এইবার রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠায় কি বাণী আছে, তাহা একটু বাজাইয়া দেখি। অতি অবশ্য খৃস্টধর্মগ্রন্থ নূতন নিয়ম বা নিউ টেস্টামেন্ট হইতেই উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে—যাহাতে প্রতিবাদের কোন অবকাশ না থাকে। যেমন—

১. ঈসা নবী বলিতেছেন—"ইসরাঈলকুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকট আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি ১৫ ঃ ২৪)

২. ঈসা নবীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সকল আদেশের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম? ঈসা নবী উত্তর করিলেন, "হে ইসরাঈল শোন, আমাদের আল্লাহ্ প্রভু একই প্রভু। আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার আল্লাহ্ প্রভুকে প্রেম করিবে। (মার্ক ১২ ঃ ২৯—৩০)

৩. ঈসা নবী বলিতেছেন, "আর পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না। কারণ তোমাদের পিতা একজন, তিনি সেই স্বর্গীয়। তোমরা আচার্য (Master) বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য একজন, তিনি খৃস্ট (ঈসা)। (মথি ২৩ ঃ ৯—১০)

৪. অপরাধ ক্ষমা সম্পর্কে ঈসা নবী বলেন, "আর তোমরা যখন প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও, যেন স্বর্গস্থ আল্লাহ্‌ও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন।" (মার্ক ১১ ঃ ২৫-২৬)

www.pathagar.com

৫. ঈসা নবী বলেন, "কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও। আর দ্বার বন্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাহার নিকট প্রার্থনা করিও। তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।" (মথি ৬ ঃ ৬)

৬. যোহন বলিতেছেন, "তখন আমি তাহাকে (যীশুকে) ভজনা করিবার জন্য তাহার চরণে পড়িলাম। তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, দেখিও এমন কর্ম করিও না। আমি তোমার সহদাস এবং তোমার যে ভাইগণ যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদেরও সহদাস। আল্লাহ্‌রই ভজনা কর, কেননা যীশুর যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর আত্মা।"

(প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১০)

৭. বার জন শিষ্যের প্রতি নবী ঈসার উপদেশ—

"যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণ কর্তাকেই গ্রহণ করে।

(মথি ১০ ঃ ৪০)

৮. "যীশু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করে, এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাহাকেই দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি যেন, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অন্ধকারে না থাকে। আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচার কর্তা আছে। আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে। কারণ আমি আপনা হইতে বলি নাই ; কিন্তু কি কহিব ও কি বলিব, তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনিই আমাকে আজ্ঞা (ওহী) করিয়াছেন। আর আমি জানি যে, তাহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন। অতএব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন, তেমনি বলি।" (যোহন ১২ ঃ ৪৪—৫০)

৯. নবী ঈসা বা যীশুখৃস্ট নিজেকে মনুষ্য পুত্র বা মানব সন্তান বলেন ঃ

www.pathagar.com

ক. আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহ জানে না, স্বর্গের দূতগণও (ফিরিশ্‌তা) কেহ জানে না, পুত্রও জানে না, কেবল পিতা জানেন। বাস্তবিক নূহের সময় যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্য পুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে।" (মথি ২৪ ঃ ৩৬--৩৮)

খ. "তোমরা জান, দুইদিন পরে নিস্তার পর্ব আসিতেছে, আর মনুষ্য পুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইতেছেন।"

(মথি ২৬ ঃ ২)

গ. "বিশ্রামবার মনুষ্যের জন্যই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের জন্য হয় নাই। সুতরাং মনুষ্য পুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা।"

ঘ. "তিনি বলিলেন, দেখ আমরা যিরূসালেম যাইতেছি, আর মনুষ্য পুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন।"

(মার্ক ১০ ঃ ৩৩)

ঙ. "মনুষ্য পুত্র মনুষ্যদের প্রাণ নাশ করিতে আসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।" (লূক ৯ ঃ ৫৬)

১০. ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় যীশুখৃস্টের শেষ কথা—

"এলী এলী লামা শবক্তানী" অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?" (মথি ২৭ ঃ ৪৬)

১১. ঈসা নবীর সম্মুখে একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে সৎগুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব ?" ঈসা নবী তাহাকে কহিলেন—"আমাকে সৎ কেন বলিতেছ ? একজন ছাড়া সৎ আর কেহ নাই, তিনি আল্লাহ্।"

(মার্ক ১০ ঃ ১৭—১৯)

ইতিপূর্বে কুরআনের যে কয়েকটি সংশ্লিষ্ট আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে নবী ঈসার উপরোক্ত চিত্র-চরিত্র সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। আর অবাস্তব ও তৌহিদ বিরোধী চিন্তাধারা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। যাহা হউক অন্ধকারের মধ্যে আলো রেখার মত আমরা নবী ঈসার কিছু বাস্তব চিত্র ও সত্যের বাণী পাইলাম, মনুষ্য পুত্র

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. তফসীরে আশ্‌রাফীর বাংলা তর্জমা ঃ প্রকাশক—এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

২. ধর্ম পুস্তক (পুরাতন ও নূতন নিয়ম) ঃ পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি।

৩. শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ঃ অতুল চন্দ্র সেন।

৪. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ঃ রাহুল সংকৃত্যায়ন।

৫. ভল্‌গা থেকে গংগা ঃ রাহুল সংকৃত্যায়ন

৬. বিশ্বরহস্যে আইনস্টাইন ঃ লিংকন বার্নেট।

৭. বিশ্ব পরিচয় ঃ দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা।

৮. সংসদ বাংলা অভিধান ঃ সংকলিত—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

৯. পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি ঃ পণ্ডিত শ্রীমৎ জ্যোতি পাল স্থবির।

১০. মার্কস্/এঙ্গেলস্ ঃ কম্যুনিস্ট পার্টির ইশ্‌তিহার।

IFB—86-87—P/4336—3250—15. 1. 1987

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ